॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

—::•::—

শ্রীশুক উবাচ।
পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ।
মাভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥১॥

১। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ—পুরুষোত্তমঃ পিতরৌ উপলব্ধার্থৌ (অস্মদৈশ্বর্য জ্ঞানরূপং ধনং যাভ্যাং তথাভূতৌ) বিদিত্বা মাভূৎ ইতি নিজাং জনমোহিনীং মায়াং ততান (তয়োঃ বিস্তৃতবান্)।

১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে তাঁদের দুভাই-এর প্রতি পরমেশ্বর বুদ্ধিবিশিষ্ট জানতে পেরে 'তাঁদের এর পর ঐশ্বর্যবুদ্ধি না-হোক' এরূপ বিচারে তাঁদের উপর নিজের মায়া (অর্থাৎ অসাধারণী কৃপা) বিস্তার করলেন, যাঁর দর্শনে তৎকালীন, এবং যাঁর কথা শ্রবণে বর্তমান সময়ের ভক্তগণ প্রেমমোহ প্রাপ্ত হন।

অহো ভগবতো নৌমি বলাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তনম্।
প্রাহিণোদ্যঃ স্বশূন্যেঽপি শ্রীনন্দাদীনপি ব্রজে ॥

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অথ 'তং সংপরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ' (শ্রীভা ১০।৪৪ ৩৮) ইত্যারভ্য 'উবাচ পিতরৌ' (৪৫।২) ইত্যেতৎপর্য্যন্তস্য প্রকরণস্য লীলাক্রমঘটনার্থং 'পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ' ইতিবদার্থিক এব ক্রমো গৃহ্যতে; তথাহি—প্রথমং তাবৎ কংসস্য মৃত্যুপ্রত্যায়নার্থং রঙ্গভূমাবেব যৎ কিঞ্চিদ্বিকর্ষণং, ততঃ কংসভ্রাতৃণাং হনন', ততঃ শ্রীবসুদেব-দেবকীমোচনং, তত্রৈব তাভ্যাং বন্দ্যমানয়োস্তয়োঃ সঙ্কোচবচনং, ততঃ পর্ব্বতকায়স্য কংসস্য যমুনাতীরং প্রতি নয়নাসম্ভবাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বয়মেব পুনর্বিকর্ষণং, তেন চ পরিখা জাতেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রসিদ্ধম্; যথা—'গৌরবেণাতিমহতা পরিখা তেন কৃষ্যতা। কৃতা কংসস্য দেহেন বেগেনেব মহাম্ভসঃ ॥' ইতি। সা চাদ্যাপি বিশ্রান্তিতীর্থপর্য্যন্তসঙ্গতা কংসস্য খাতমিতি কংসনদীতি চ প্রসিদ্ধা দৃশ্যতে। এবং কংসদেহস্য স্থৌল্যকাঠিন্যেঽপি ব্যক্তে ততঃ কংসাদিস্ত্রীণাং

তত্রৈব গমনং বিলাপাদ্যঞ্চ, ততশ্চ পিতরাবুপলব্ধার্থাবিত্যাদি। অথ তদিদং প্রকরণং ব্যাখ্যায়তে—উপলব্ধার্থা বিতি উপোইত্র হীনে, পুত্রাভাবময়প্রেমতো হীনতয়া লব্ধোইর্থঃ পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং যাভ্যাং তাদৃশৌ, তন্মোচনানন্তরং বন্দনসময়ে জ্ঞাত্বা তত্তু মা ভূদিতি বিচার্য্য জনমোহিনী যা মায়া পুত্রাদ্যাসক্তিরূপা, নিজাং তাং স্ববিষয়িকাং ততান; 'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥' ইতিবৎ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, স্বীয়ামসাধারণীং কৃপাং, কিংবা স্ববিষয়িকাং পিতৃভাবময়ীং কৃপাং বাৎসল্যং, তামভিব্যঞ্জয়তি—জনানাং স্বভক্তানাং মোহিনীং, যদ্দর্শনেন তদানীন্তনা যচ্ছ্রবণেনেদানীন্তনাশ্চ ভক্তাঃ প্রেমমোহং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশভাবস্য পরমপুরুষার্থত্বং ধ্বনিতং. শ্রীশুকাদীনামপি তাদৃশভক্তগণান্তঃপাতাৎ। যদ্বা, তাং মায়াম্; পুনঃ কীদৃশীম্? অংশেন জনমোহিনীঞ্চ, কিঞ্চিদন্যথাবচনত্বেন পুরতঃ প্রাণীয়মানত্বাৎ তচ্চামূ প্রতি যুক্তমেব। 'স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে' ইত্যাদি ন্যায়াৎ পুত্রভাব এবানয়োঃ পিতৃত্বেন স্বীকৃতয়োর্বৃত্তিরিতি। বক্ষ্যতে চ—'ইতি মায়া' ইত্যাদৌ, 'পরিরভ্যাপ্নুতুর্মুদম্' ইতি॥ । জী॰ ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** অহো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম—যিনি রঙ্গভূমিতে বলপূর্বক সবকিছু প্রবর্তন করলেন—স্ববিরহে রিক্ত হলেও নন্দাদিকে ব্রজে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর "মৃত কংসকে মাটিতে ছেঁচড়াতে লাগলেন"—(ভা॰ ১০।৪৪।৩৮) থেকে "পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর নিকট এসে বলতে লাগলেন" (ভা॰ ১০।৪৫।২) পর্যন্ত প্রকরণের লীলাক্রম যোজনার্থ 'পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকা" ইত্যাদির ন্যায় তাৎপর্য নির্ণায়ক ক্রম গৃহীত হচ্ছে। উহা এইরূপ প্রথম কংস যে একেবারে মরেই গিয়েছে, তা সকলকে বিশ্বাস করাবার জন্য রঙ্গভূমিতে যৎকিঞ্চিৎ 'ছেচড়ানো', অতঃপর কংসের ভাইদের মারণ, অতঃপর শ্রীবসুদেব-দেবকী মোচন হল। সেখানেই বন্দনাকারী পিতামাতার সঙ্কোচ বচন, অতঃপর পর্বতাকার কংসকে যমুনাতীরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হতু শ্রীকৃষ্ণের নিজের দ্বারাই পুনরায় ছেঁচড়ানো, এতে পরিখা অর্থাৎ খাল তৈরী হয়ে গেল। —এই ঘটনা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রসিদ্ধ, যথা—"কৃষ্ণ কংসের বিশাল আকার পর্বতপ্রমাণ ভারী দেহ ছেঁচড়িয়ে নিয়ে চলাতে এক বৃহৎখাল তৈরী হয়েছিল। সেই খাল যমুনার বিশ্রান্তিঘাট পর্যন্ত চলে গিয়ে যমুনায় মিলিত হয়েছে,—উহাই কংস-খাল, বা কংসনদী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যা আজিও লোক-চক্ষে দৃশ্য হচ্ছে। —এইরূপে কংস দেহের স্থূলতা-কাঠিন্যও ব্যক্ত হল। অতঃপর কংসাদির স্ত্রীদের যমুনার সেই শ্মশানঘাটে গমন ও বিলাপাদি। 'পিতরৌ উপলব্ধার্থে ইতি' ইত্যাদি শ্লোক (৪৫।১)—সেই এই প্রকরণ, যার ব্যাখ্যা আরম্ভ করা যাচ্ছে—

উপলব্ধার্থৌ—এখানে 'উপ' শব্দটি 'হীন' অর্থে প্রয়োগ, পুত্রভাবময় প্রেম থেকে হীন **লব্ধোইর্থ**—পরমৈশ্বর্য জ্ঞান তাৎকালে পিতামাতার চিত্তে এসে গিয়েছে, ইহা জানতে পেরে তাদের ভাবের শৈথিল্য কারক এই জ্ঞান না-হোক, এরূপ বিচার করত কৃষ্ণ নিজের স্ববিষয়িকা জনমোহিনী মায়া তাঁদের উপর বিস্তার করলেন। —"অবিবেকী জনদের জাগতিক বিষয়ে যে মত নিশ্চলা প্রীতি, সেইমত তোমাতে নিশ্চলা প্রীতি তোমার অনুভবী আমার হৃদয় থেকে অপসৃত না হোক"—এই মত।

[শ্রীস্বামিপদ—উপলব্ধার্থৌ — নিকটস্থ আমাদিগেতে পুত্রবুদ্ধি হেতু সাংসারিক পরমসুখ ভোগের পূর্বেই 'লব্ধার্থৌ' আমাদের প্রতি 'ঈশ্বরো' ঈশ্বররূপ পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, পিতামাতাকে এরূপ জানতে পেরে নিজের অধীন মায়া এদের প্রতি বিস্তার করলেন, এই বিচারে, যথা—আমি প্রসন্ন হলে, এই জ্ঞান তো দূরের কথা, কি-ই বা দুর্লভ ? দুর্লভ তো একমাত্র পুত্রভাবের প্রেম, অতএব ইদানীং এদের ঈশ্বরবুদ্ধি না-হোক] ।

অথবা, নিজাং—নিজের অসাধারণী 'মায়া' কৃপা, কিম্বা স্ববিষয়িকা পিতৃভাবময়ী কৃপা অর্থাৎ বাৎসল্য (বিস্তার করলেন)—সেই মায়া কিরূপ, তাই প্রকাশ করা হচ্ছে, যথা—জনমোহিনীম্—নিজ ভক্তদের মোহনকারিণী, যাঁর দর্শনে সেই সময়কার এবং যাঁর কথা শ্রবণে বর্তমান সময়ের ভক্তগণ প্রেম-মোহ প্রাপ্ত হয়। এর দ্বারা তাদৃশ ভাবের পরমপুরুষার্থতা ধ্বনিত হল,—আরও ধ্বনিত হল, শ্রীশুকাদি অবধি তাদৃশ (ব্রজের শুদ্ধ মাধুর্যপ্রধান রাগানুগা) ভক্তগণের অন্তর্ভুক্ততা ।

অথবা, সেই মায়াকে বিস্তার করলেন,—পুনরায় কিদৃশী সেই মায়া ? এরই উত্তরে, সেই মায়া অংশে জনমোহিনী। কিঞ্চিৎ অন্যরূপ বচনে পূর্বে ব্যাখ্যা করা থাকায়, সেও মায়া সম্বন্ধে যুক্তি যুক্তই। —'স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে' ন্যায় হেতু – পুত্রভাবের দ্বারাই দেবকী-বসুদেব পিতামাতারূপে স্বীকৃত, ইহাই বক্তা শ্রীশুকের মনের ভাব। - পরবর্তী ১০ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলেছেনও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে মোহিত হয়ে দেবকী-বসুদেব তাঁদিকে কোলে বসিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ লাভ করলেন। জী০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ

স্বপিত্রোঃ সান্ত্বনং কংসতাতে রাজ্যং ব্রজেশিতুঃ।
সমাধিং পঞ্চচত্বারিংশে সবাসং গুরৌ ব্যধাৎ ॥

উপলব্ধোর্থৈঃ অস্মদৈশ্বর্যজ্ঞানরূপং ধনং যাভ্যাং তথাভূতৌ পিতরৌ জ্ঞাত্বা মা ভূদিতি স চার্থো-ইনয়োর্মাস্তু, কিন্তু তদাববকো বাৎসল্যপ্রেমৈব সম্প্রত্যস্তু, মম চানয়োশ্চ তেনৈব পরমানন্দলাভাদিতি মনসি বিমৃশ্য নিজামন্তরঙ্গাং মায়াং স্বৈশ্বর্যজ্ঞানমাবরীতুং যোগমায়াং ততান, জনমোহিনীং "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা" ইত্যত্র জনশব্দেন ভক্তা এবোক্তাস্তান মোহয়িতুং শীলং যস্যাস্তাম্। যদ্বা, জনয়ত ইতি জনৌ জননী জনকৌ তয়োর্মোহিনীম্। শ্রীস্বামিচরণাশ্চাত্র ময়ি প্রসন্নে সত্যনয়োর্জ্ঞানং নাম কিং দুর্লভং স্যাৎ। দুর্লভন্তু ময়ি পুত্রতয়া প্রেমেতি ভগবদভিপ্রায়মাহুঃ। অতএব পিতরৌ বাৎসল্যরসং গ্রাহয়িতুমগ্রিমশ্লোকেষু তয়োঃ কপটোক্তিরপি ন দোষায়েতিজ্ঞেয়ম্। বি০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই ৪৫ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মা বাপ দেবকী-বসুদেবকে সান্ত্বনা দান, নন্দকে গোপগণসহ ব্রজে প্রেরণ, কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যদান, গুরুগৃহে বাস ও বিদ্যাধ্যয়নে মনোনিবেশ।

উপলব্ধার্থৌ - পিতামাতা আমাদের সম্বন্ধে ঐশ্বর্যবুদ্ধিরূপ সম্পদ লাভ করেছেন, ইহা তৎকালে জানতে পেরে মনে মনে বিচার করলেন, তাদের এই ভাব না-হোক, কিন্তু এই ভাবের আবরক বৎসল্য

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্ ॥২॥

২। **অন্বয়** ঃ সাগ্রজঃ (অগ্রজেন সহিতঃ) সাত্বতর্ষভঃ পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) এত্য (সমীপে গত্য) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়েন নম্রঃ) সাদরং হে অম্ব! হে তাত! ইতি (সম্বোধয়ন) প্রীণন্ (প্রীণয়ন্) উবাচ।

২। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সাত্বত-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে দেবকী-বসুদেবের নিকটে আগমনপূর্ব্বক বিনয়াবনত হয়ে আদর সহকারে 'হে মাতঃ হে তাত!' এরূপ সম্বোধন করে বলতে লাগলেন।

প্রেমই এখন হোক, কারণ আমার ও পিতামাতার উভয়েরই এর দ্বারাই পরমানন্দ লাভ হবে।—এরূপ বিচার করে নিজ অন্তরঙ্গ **মায়াং**—যোগমায়াকে বিস্তার করলেন, স্ব-ঐশ্বর্যজ্ঞান আবরিত করার জন্য। **জনমোহিনীং**—"দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি বিনা মৎসেবনং জনা"—এখানে যেমন 'জনা' শব্দে 'ভক্ত'ই উক্ত হল, সেইরূপ এখানেও ভক্তই উক্ত হয়েছে, এই ভক্তদের মোহিত করা স্বভাব যাঁর সেই মায়াকে, অথবা 'জনয়তি ইতি জনৌ' অর্থাৎ জনক-জননী-মোহিনী। শ্রীস্বামিচরণও এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি প্রসন্ন হলে জ্ঞান কি এমন বস্তু যে তাঁদের দুর্লভ হবে? দুর্লভ তো আমার প্রতি পুত্রভাবের প্রেম—এইরূপে কৃষ্ণের অভিপ্রায় বলা হয়েছে - অতএব পিতামাতাকে বাৎসল্য গ্রহণ করাবার জন্য অগ্রিম শ্লোকে তাঁদের প্রতি কপট-উক্তিও দোষের হয়নি, এরূপ বুঝতে হবে। বি॰ ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ তদেব বিবৃণোতি - উবাচেতি। 'উবাচ পিতরাবেত্য' ইতি পূর্ব্বং মোচয়িত্বা গৃহমেব প্রস্থাপিতৌ তাবাগত্যেত্যর্থঃ। কংসাদি-সংস্কারার্থমন্যান্নিযোজ্যেতি ভাবঃ। সাত্বতর্ষভ ইতি স্ববংশ্যত্বেনানুগৃহীতেষু যাদবেষু চ কৃপাং বিস্তারয়িতুমুচিতোঽয়মিতি তদ্দর্শনজাতেষ্বপি তাং বিস্তারিতবানিতি ভাবঃ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে - 'মোহায় যদুচক্রস্য বিততান স বৈষ্ণবীম্' ইতি। সাগ্রজত্বং তৎসাহিত্যেন তয়োরধিকবিশ্বাসার্থম্। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, হে অম্ব তাতেত্যেবং সম্বোধনেন প্রীণন্তৌ প্রীণয়ন্ কিংবা স্বয়মেব হৃষ্যন্ সাদরমুবাচ। জী॰ ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ সেই কথাই বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে - উবাচ ইতি। **পিতরাবেত্য** পূর্বে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করে গৃহে প্রেরিত পিতামাতার নিকট এসে, কংসের পারলৌকিক কার্যের জন্য সকলকে নিয়োজিত করত পিতামাতার নিকট গেলেন, এরূপ ভাব। **সাত্বতর্ষভ**—[সাত্বত + ঋষভ] সাত্বত শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজের বংশের লোক বলে অনুগৃহীত যাদবদের প্রতি কৃপা বিস্তার করার জন্য তাদের নিকট এই যাওয়াটা উচিত - সেই দর্শন বন্ধনমোচন কালে জাত হলেও তাই আরও বিস্তার করার জন্য, এরূপ ভাব। বিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে,—"যদুগণকে মোহিত করার জন্য, তাদের উপর বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করলেন।"— **সাগ্রজ**—বড় ভাই বলরামকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কারণ

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি।
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ ॥৩॥

৩। **অন্বয়ঃ** হে তাত! অস্মত্তঃ (অস্মন্নিমিত্তং) নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োঃ) অপি যুবয়োঃ পুত্রাভ্যাং ক্বচিৎ [ভবদন্তিকে] বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরঃ ন অভবন্।

৩। **মূলানুবাদঃ** হে তাত! আমাদের নিমিত্ত আপনারা সদা উৎকণ্ঠিত থাকলেও আমাদের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর আপনাদের নিকট না কাটায়, অহো আপনাদের সেই সেই অবস্থায় লালনাদি সুখ হয় নি।

বলরাম সঙ্গে থাকলে পিতামাতার অধিক বিশ্বাসাদি হবে। —[শ্রীস্বামিপাদ প্রীণন্—সাদরে বলতে লাগলেন] অথবা, মাতা পিতা সম্বোধনে প্রীতি জন্মিয়ে বলতে লাগলেন, কিম্বা নিজেই হৃষ্ট হয়ে সাদরে বলতে লাগলেন। জী০ ২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা:** হে তাতেতি প্রাধান্যাৎ; কিংবা জ্ঞানপরস্য তস্য স্নেহোৎকট্যমসম্ভাব্য পিতৃবৎ মাতৃবৎ স্নেহনিষ্ঠোদয়ায়। ক্বচিদেকাংশেঽপি তদিদং কৈশোরস্য পূর্ণত্বমাত্রবিবক্ষয়া, ন তু তদতিক্রমবিবক্ষয়া 'কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ' ইত্যুক্তত্বাৎ, ততঃ কৈশোরশব্দেন তৎপূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থেবোচ্যতে। অথাত্র বর্ষক্রমো বিচার্য্যতে—'ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্' (শ্রীভা ১০।২৬।১৪) ইতি শ্রীব্রজবাসিবচনেন তদ্ধারণসময়ে সপ্তহায়নত্বং শ্রূয়তে। তদ্ধারণঞ্চ তৎপূজাসময় কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদানন্তর-তৃতীয়ায়ামেব গম্যতে, বর্ষপূরণসময়স্তু গৌণভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যামিতি মাসদ্বায়দিনদশকাধিক্যেঽপি বাৎসল্যাৎ সপ্তবর্ষমাত্রতাং তে প্রোক্তবন্তঃ, তস্মাত্তন্মর্য্যাদয়া পূর্ব্বপূর্ব্বপর্য্যালোচনয়া চ তদভ্যন্তরলীলাবর্ষাণি গণ্যন্তে। তত্র 'কালেনাল্পেন রাজর্ষে' (শ্রীভা ১০।৮।২৬) ইত্যাদিদৃষ্ট্যা রাজকুমারাদিষু দৃষ্টত্বেন কৈমুত্যপ্রাপ্ত্যা চ নাসম্ভাবনা কার্য্যা। তত্র সতি বর্ষে পূর্ণে তৃণাবর্ত্তবধঃ। তৃতীয়বর্ষারম্ভে কার্ত্তিকে দামোদরলীলা, ততঃ কতিচিদ্দিনান্তে বৃন্দাবনপ্রবেশঃ, প্রবিষ্টে চ বৃন্দাবনে দ্বিত্রমাসানন্তরং বৎসচারণারম্ভঃ. তত্র বৎস-বকব্যোমবধঃ। তদেবং তৃতীয়ে পূর্ণে চতুর্থারম্ভে শরদি বালবৎসহরণং, তত্র পৌগণ্ডস্য প্রবেশেঽপি 'যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্' (শ্রীভা ১০।১২।৪১) ইতি বচনাত্তদ্ধরণহেতোরনুল্লাসেন স্তব্ধঃ, পঞ্চমারম্ভে পৌগণ্ডপ্রকাশঃ, তত্র কার্ত্তিকশুক্লাষ্টম্যাং গোচারণারম্ভঃ, পঞ্চমস্য নিদাঘে কালিয়দমনং,ষষ্ঠে গোচারণকৌতুকমাত্রং, সপ্তমারম্ভে কৈশোরপ্রবেশঃ, তত্রৈব পক্কতালাবসরে ধেনুকবধঃ. তৎসন্ধ্যায়াং 'পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘম্' (শ্রীভা ১০।১৫।৪৩) ইত্যাদিরীত্যা প্রথমতাদৃশভাবাভিব্যক্তিঃ; কালিয়দমনধেনুকবধয়োর্বিপর্য্যয়ঃ প্রতিপন্ন এব, সপ্তমস্য নিদাঘে প্রলম্ববধঃ, অষ্টমস্যাশ্বিনে বেণুগীতং, কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমিতি 'ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ' (শ্রীভা ১০।২৬।১৪) ইতি বচনমনুস্মৃত্য স্থাপিতম্। অথ 'একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ' (শ্রীভা ৩।২।৩৬) ইত্যনুসৃত নিরূপ্যতে, অষ্টমারম্ভে এব কার্ত্তিকশুক্লৈকাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ দ্বাদশ্যাঞ্চ বরুণলোকগমনং, তৎপূর্ণিমায়াং ব্রহ্মহ্রদাবগাহনং, শ্রীবরাহদেবেন তস্যাং তন্মহিমকথনাৎ হেমন্তে বস্ত্রহরণং,

নিদাঘে যজ্ঞপত্নীপ্রসাদঃ, নবমস্য শরদি রাসলীলা, শিবরাত্রিচতুর্দ্দশ্যামম্বিকাবনযাত্রা, ফাল্গুন্যাং শংখচূড়বধঃ, দশমে স্বৈরলীলা, একাদশস্য চৈত্রপৌর্ণমাস্যামরিষ্টবধঃ, দ্বাদশস্য গৌণফাল্গুনদ্বাদশ্যাং কেশিবধঃ, তচ্চতুর্দ্দশ্যাং কংসবধ ইতি দ্বাদশস্তত্র ন পূর্ণ ইত্যেকাদশসমা ইত্যেবোক্তং, কিন্তু নবমান্ত এব পূর্ণকিশোরতা, সা চ ন হ্যবচ্ছিদ্যতে, 'কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ' ইতি (শ্রীভা ১০।৫৫।২৮) ইতি প্রদ্যুম্নস্যাগমনে ঽপি তৎসাম্যাবগমাদিতি প্রস্তুতমনুসরামঃ। জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** হে তাত – মাকে না ডেকে পিতাকে ডাকলেন, —উভয়ের মধ্যে পিতারই প্রাধান্য থাকায়। কিম্বা জ্ঞানপর তাঁর স্নেহের প্রাবল্য না থাকায় পিতৃবৎ স্নেহনিষ্ঠা উদয় করাবার জন্য তাকে 'পিতা' বলে ডাক দিলেন। —তোমাদের ক্বচিৎকৈশোর— কৈশোরের 'ক্বচিৎ' একাংশেরও দর্শন-অনুভব সুখ হয়নি—এই যে কথা, ইহা কৈশোরের পূর্ণত্ব মাত্র বলার ইচ্ছা থাকায় সেই কৈশোর অতিক্রম বলবার ইচ্ছায় নয় – 'তারা দুজন কিশোর বয়স প্রাপ্ত, যৌবন প্রাপ্ত নয়.' এরূপ উক্ত থাকা হেতু। – সুতরাং কৈশোর শব্দে কিশোর বয়সের পূর্বপূর্ব অবস্থাই বলা হয়েছে। অতঃপর এখানে বর্ষক্রম বিচার করা হচ্ছে—

"সাত বৎসরের শিশুই বা কোথায়, আর এই বিশাল পর্বতই বা কোথায়? – (ভা০ ১০।২৬।১৪), ব্রজবাসিগণের এরূপ বাক্যে গোবর্ধন-ধারণের সময়ে কৃষ্ণের যে সাত বৎসর বয়স, তা শোনা যায়। গোবর্ধন-ধারণ ও তৎপূজাকাল কার্তিকশুক্ল প্রতিপদের পর তৃতীয়াতেই, এরূপ বুঝতে হবে – বর্ষপূরণ সময় কিন্তু কৃষ্ণ-জন্মতিথি গৌণ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে— এইরূপে গোবর্ধন-ধারণ সময়ে কৃষ্ণের বয়স ৭ বৎসরের থেকে তুমাস দশদিন বেশী হলেও বাৎসল্যবশে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ সাত বৎসর বললেন (১০।২৬।৩৪) শ্লোকে। – সুতরাং সেই সীমা মেনে নিয়ে পূর্বপূর্ব বর্ষের পর্যালোচনা দ্বারা লীলাবর্ষ-ক্রম গণনা করা হচ্ছে. –"হে রাজন! অল্পকাল মধ্যেই রামকৃষ্ণ হামাগুড়ি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেটেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।" – (ভা০ ১০।৮।২৬) ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টে, এবং রাজকুমারাদিতে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হওয়া হেতু কৈমুতিক ন্যায়ে রামকৃষ্ণ যে অল্প বয়সে গোবর্ধন ধারণের উপযুক্ত বলবান হয়ে উঠল, এতে কোনপ্রকার অসম্ভাবনা করা উচিত হবে না। —

গোবর্ধন ধারণে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্রজের গোপগণ নন্দের নিকট এসে লীলাক্রম বলেছেন— (ভা০ ১০।২৬।৪) পূতনা বধ থেকে (১০।২৬।১৪) গোবর্ধন ধারণ পর্যন্ত। —সেখানেই ৬ শ্লোকে আছে— 'এক হায়ণ ইত্যাদি' অর্থাৎ এক বৎসরের বালককে তৃণাবর্ত হরণ করল। তৃতীয় বর্ষারম্ভে কার্তিকে দামোদরলীলা। অতঃপর কিছুদিন পরে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গমন। বৃন্দাবনে যাওয়ার দু-তিন মাস পর বৎস-চরাণো আরম্ভ। তার ভিতরেই বৎসাসুর বকাসুর ও ব্যোমাসুর বধ। এইরূপে তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হলে চতুর্থ বর্ষ আরম্ভে শরৎকালে ব্রহ্মা কর্তৃক সখাদের ও গোবৎসদের হরণ। সেই সময়ে পৌগণ্ডের

প্রবেশ হলেও "যা কুমার বয়সে হরি করলেন, তাই পৌগণ্ডে পরিকীর্তিত হল" (শ্রীভা০ ১০।১২।৪১) শ্লোকানুসারে হরণহেতু অনুল্লাসে একবৎসর কাল স্তম্ভ—পঞ্চমারম্ভে পৌগণ্ডের প্রকাশ। সেই সময়েই কার্তিকশুক্লাষ্টমীতে গোচারণ আরম্ভ, পঞ্চমবর্ষের গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন। ষষ্ঠবর্ষে গোচারণ কৌতুকমাত্র, সপ্তমবর্ষে আরম্ভে কৈশোরের প্রবেশ—সেই সময়েই পক্কতাল-অবসরে ধেনুকাসুর বধ।—সেই সন্ধ্যাকালেই "মুকুন্দ-মুখ মাধুর্য প্রাণভরে পান করে বিরহ তাপ জুরালেন।" ইত্যাদি রীতিতে প্রথম তাদৃশভাবের অভিব্যক্তি। অতঃপর কালিয় দমন, ধেনুকাসুর বধের মধ্যে লীলাক্রমের উল্টাপাল্টা যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত। সপ্তম বর্ষের গ্রীষ্মকালে প্রলম্ববধ, অষ্টম বর্ষের আশ্বিনে বেণুগীত, কার্তিকে গোবর্ধন ধারণ—'ক্ব সপ্তহায়ণো বালঃ' অর্থাৎ কোথায় ৭ বৎসরের এই বালক, আর কোথায় এই বিশাল পর্বত (—ভা০ ১০।২৬।১৪)। এই শ্লোক অনুসরণেই গোবর্ধন ধারণ কাল নির্ণীত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২।২৬) শ্লোকের 'একাদশ সমা' ইত্যাদি অর্থাৎ 'কৃষ্ণ বলদেবের সহিত নন্দালয়ে একাদশ বৎসর বাস করেছিলেন ঐশ্বর্য গোপন করত।' —এই কথা মনে রেখেই লীলা-কাল নিরূপিত হচ্ছে, অতঃপর অষ্টম-বর্ষ আরম্ভে কার্তিকশুক্লা একাদশীতে গোবিন্দ-অভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণলোক গমন, সেই পূর্ণিমাতেই ব্রহ্মহ্রদ-অবগাহন, শ্রীবরাহদেব কর্তৃক সেই পূর্ণিমাতেই তাঁর মহিমা কীর্তন করা হেতু হেমন্তে বস্ত্রহরণ, গ্রীষ্মে যজ্ঞপত্নী-প্রসাদন; নবম বর্ষের শরৎকালে রাসলীলা, শিবরাত্রি চতুর্দশীতে অম্বিকাবন যাত্রা, ফাল্গুনে শংখচূড় বধ। দশমবর্ষে স্বেচ্ছাচার লীলা, একাদশবর্ষে চৈত্রের পূর্ণিমা তিথিতে অরিষ্ট বধ, গৌণফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশী বধ, সেই চতুর্দশীতেই কংসবধ—অতএব দেখা যাচ্ছে, কংসবধ কালে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় নি, তাই (শ্রীভা০ ৩।২।২৬) শ্লোকে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণ নন্দালয়ে একাদশ বৎসর বাস করেছিলেন।'

কিন্তু নবমবর্ষের অন্তে পূর্ণ কিশোরতা, আর এর বিরাম হয় না অর্থাৎ অতঃপর তিনি নিত্যই এই পূর্ণ কৈশোরে অবস্থিত থাকেন, কখনও-ই ইহা অতিক্রম করে যান না।— লাবণ্যে ঢল ঢল কিশোর বয়সী প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে স্ত্রীগণ রূপ দেখে তাঁকে কৃষ্ণ মনে করে লজ্জায় ইতস্ততঃ লুকায়িত হলেন, (এমনই দু-জনের রূপে বয়সে মিল)—(শ্রীভা০ ১০।৫৫।১৮)। জী০ ৩।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্মত্তঃ অস্মদ্ধেতোর্নিত্যমুৎকণ্ঠিতয়োরপি যুবয়োঃ পুত্রাভ্যামাবাভ্যাং কৃত্বা বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাস্তত্তদবস্থানুভবলালনাদিসুখানি। পুংস্ত্বমার্ষম্। "নন্দু ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনা"বিতি পুরস্ত্রীণামুক্তেঃ কথং কৈশোরস্যাতীতত্বমুচ্যতে। "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনন্তু ততঃ পর"মিতি বচনাৎ। পঞ্চদশবর্ষপর্যন্তমেব কৈশোরং কৃষ্ণস্ত্বেকাদশবর্ষবয়া এব কংসং জঘান। "একাদশসমাস্তত্র গূঢ়োঽর্চিঃ সবলোঽবস"দিত্যুদ্ধবোক্তে-র্ব্রজভূমাবুপনয়নাভাবাচ্চৈত্যতস্তদানীং তয়োঃ কৈশোরস্যারম্ভ এব নতু শেষোঽপীতি, সত্যং যদ্যপি সামান্যতো বয়োগণনা ঈদৃশ্যেব তথাপি 'কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসো ইত্যুক্তে রাজকুমারাদাবপি ক্বচিৎ ক্বচিদিতি সুখিনি পৌগণ্ডবয়স্যপি শরীরবৃদ্ধিমতি কৈশোরচেষ্টাদর্শনাৎ

কৃষ্ণে তু কৈমুত্যপ্রাপ্তের্বৈষ্ণবতোষণী ভক্তিরসামৃতানন্দবৃন্দাবনাদিমতমনুসৃত্যৈবং ব্যবস্থেয়ম। মাসচতুষ্টয়াধিকবর্ষত্রয়স্যৈব কৃষ্ণে পঞ্চবর্ষিয়মাণত্বাৎ তৎপ্রমাণং প্রথমং বয় এব কৌমারং, তত্র কৃষ্ণস্য মহাবনে স্থিতিঃ, ততঃ পরমষ্টমাসাধিকষড়্বর্ষপর্যন্তং বয়ঃ পৌগণ্ডং, তত্র বৃন্দাবনে স্থিতিঃ। ততঃ পরং দশবর্ষপর্যন্তং কৈশোরং, তত্র নন্দীশ্বরে স্থিতিঃ। ততঃ সপ্তমেমাসি চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মথুরাগমনং, চতুর্দশ্যাং কংসবধ ইতি। তত্র দশবর্ষস্তু শেষকৈশোরং তত্রৈব নিত্যস্থিতিরতস্তদনন্তরং সর্বকালমেব তস্য কৈশোরমেব জ্ঞেয়ম্। "কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীণা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হে"তি কিশোরস্য প্রদ্যুম্নস্যাগমনে তৎ "সাম্যাবগমাৎ সন্তং বয়সি কৈশোর" ইতি সামান্যোক্তেশ্চ, আগমাদিষ্বপি তথা দৃষ্টেশ্চ। তস্মাৎ কংসবধদিনে তস্য কৈশোরাপগমঃ কৈশোরানপগমশ্চেতি কৃষ্ণস্য পুরস্ত্রীণাং চ বাক্যং সঙ্গচ্ছতে স্ম ॥ বি০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্মত্ত**— আমাদের নিমিত্ত নিত্য উৎকণ্ঠীত আপনাদেরও পুত্র আমাদের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরের সেই সেই অবস্থার অনুভব অর্থাৎ লালনাদি সুখানুভব হয় নি। —পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পুরস্ত্রীগণ যে পূর্বে (ভা০ ১০।৪৪।৮) শ্লোকে বললেন—"কোথায় পর্বত সদৃশ এই মল্ল, আর কোথায় অতি সুকুমার কায় অপ্রাপ্ত যৌবন কৈশোর বয়সের এই রামকৃষ্ণ" তা হলে কি করে বলা চলে, এদের কৈশোর অতীত হয়ে গিয়েছে।—'কৌমার' পঞ্চমবর্ষের পঞ্চম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'পৌগণ্ড' পাঁচ বৎসরের পর, দশমবর্ষের যাবৎকাল। 'কৈশোর' দশম থেকে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ কাল। এরপর 'যৌবন'। —এই বচন থাকা হেতু, পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর, কৃষ্ণ কিন্তু একাদশ বর্ষ বয়সেই কংস বধ করলেন। "একাদশ বয়স পর্যন্ত কৃষ্ণ বলরামের সহিত গোপনে ব্রজে বাস করেছেন"— এইরূপ উদ্ধবের উক্তি থাকা হেতু, আরও ব্রজভূমিতে রামকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কারের অভাব হেতু সেই ব্রজে তাঁদের কৈশোরের আরম্ভই হয়েছিল, শেষও হয়েছিল, এমন নয়—সত্যই যদিও সামান্যভাবে বয়স-গণনা এরূপই, তথাপি "হে রাজন্! অল্প কাল মধ্যেই রামকৃষ্ণ হামাগুড়ি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেটেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।" —(শ্রীভা০ ১০।৮।২৬)। এইরূপ উক্তি হেতু, রাজকুমারাদিতেও কখনও কখনও অতি-সুখী পৌগণ্ড বয়সেও শরীরবৃদ্ধিতে অতি কৈশোর-চেষ্টা দর্শন হেতু কৈমুতিক ন্যায়ে কৃষ্ণের পৌগণ্ড বয়সেই কিশোর-দশা প্রাপ্ত হবে, এতে আর বলবার কি আছে, তাই বৈষ্ণবতোষণী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, আনন্দ-বৃন্দাবনাদির মত অনুসরণ করে বয়স গণনার যে বিধি স্থাপন করা হয়েছে, তা এইরূপ— চারমাস অধিক তিন বছরেই কৃষ্ণে পাচবছর বয়সের দৈহিক গঠনের প্রকাশ পাওয়া হেতু, সেই পরিমাণ মত প্রথম বয়সই 'কৌমার,' সেই সময়ে কৃষ্ণের মহাবনে স্থিতি, এই বয়সের পরে আটমাস অধিক ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত বয়স 'পৌগণ্ড' সেই সময় বৃন্দাবনে স্থিতি। তারপরে দশবর্ষ পর্যন্ত 'কৈশোর', সেই সময়ে নন্দীশ্বরে স্থিতি। অতঃপর সপ্তম মাসে চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশীতে মথুরা গমন, চতুর্দশীতে কংস-বধ। তথায় দশমবর্ষ শেষ-কৈশোর, তথায়ই নিত্যস্থিতি—অতএব অতঃপর সর্বকালই তাঁর কৈশোর, এরূপ বুঝতে হবে— "লাবণ্য ঢল ঢল কিশোর বয়সী প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে রূপে গঠনে তাঁকে কৃষ্ণ সম দেখে স্ত্রীগণ লজ্জায় ইতস্ততঃ লুকিয়ে পড়লেন।"—(শ্রীভা০ ১০।৫৫।২৮) এইরূপ সামান্য উক্তি হেতু, এবং

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্ব্বাসো নৌ ভবদন্তিকে।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দতে লালিতামুদম্ ॥৪॥

৪। **অন্বয়** ঃ দৈবহতয়োঃ নৌ (আবয়োঃ) ভবন্তিকে বাসঃ ন লব্ধঃ পিতৃগৃহস্থাঃ লালিতাঃ বালাঃ যাং মুদং (সুখং) বিন্দন্তে (লভন্তে সা মুদমপি ন লব্ধা ইতি শেষঃ)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ আর আমরাও ভাগ্যহীন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৈব বিড়ম্বনা হেতু আমাদেরও অপনাদের নিকট বাস ঘটে নি, তাই পিতৃগৃহে লালিত হয়ে বালকগণ যে সুখ পায়, তা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নি।

আগমাদিতেও বিংশ অক্ষরাদি মন্ত্র সকলে দ্বারকালীলাময় ধ্যানেও তথা দেখা যাওয়া হেতু। সুতরাং কংসবধ-দিনে কৃষ্ণের কৈশোর অপগম ও কৈশোর অনপগমও বটে,—এইরূপে (২০।৪৫।৩) শ্লোকের কৃষ্ণ বাক্যও পুর-স্ত্রীগণের (১০ ৪৪।৮) শ্লোক বাক্যের সামঞ্জস্য হল। বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নেতি তৈরবতারিতম্। তত্র কিঞ্চেতাস্য ন কেবলং যুবয়োরেব হানিঃ, কিন্ত্বাবয়োরপীত্যর্থঃ। অতএব কারণেন তৌ ব্যাবর্ত্তেতাং, কিন্ত্বসা পুত্রজাতীয়া এবেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, মাদৃশয়োরপ্রয়োজনকয়োঃ পুত্রয়োস্তেনাপি যুষ্মৎসুখদত্বং ন স্যাদেব, কিন্ত্বাবয়োরেব সর্ব্বসুখহানির্জাতেত্যাহ—নেতি। কর্ত্তরি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী। অকারপ্রশ্লেষেণাদৈবহতয়োঃ কর্ম্মাধীনতারহিতয়োরিতি তত্ত্বার্থঃ। পিতৃগেহস্থত্বাদেব পিতৃভ্যাং লালিতাঃ সন্তঃ; যদ্বা, পিতৃগেহস্থা এব স্বভাবতো যাং মুদং বিন্দন্তে, বিশেষতস্তাভ্যাং লালিতা ইতি। জী ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'ন ইতি' শ্লোকটি স্বামিপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেই ব্যাখ্যার 'কিঞ্চ ইতি' পদের বিবৃতি—কৃষ্ণ বলছেন. এই সুখের হানি কেবল যে আপনাদেরই তা নয়, কিন্তু আমাদেরও, অতএব দ্বিতীয় পয়ারে 'পিতৃগৃহস্থরা সুখে লালিত', এই কারণের উল্লেখের দ্বারা রামকৃষ্ণকে পিতৃগৃহস্থিত বালকদের থেকে পৃথক্ করা হল। —অথবা আমাদের মতো অপ্রয়োজনীয় পুত্রদ্বয় কাছে থাকলেও আপনাদের সুখদ হত না, কিন্তু দূরে থাকাতে আমাদের তো সর্বসুখ হানি হয়েছে, এই আশয়ে **ন ইতি**—অকার প্রশ্লেষ করত **অদৈব হতয়োঃ**—কর্মাধীন রহিত আমাদের আপনাদের নিকট বাস হয় নি। **পিতৃগেহস্থা**—পিতামাতার ঘরে থাকলে তাঁদের দ্বারা লালিত হতাম। বা, পিতামাতার ঘরে থাকলেই **যাং মুদং বিন্দন্তে**—স্বভাবতঃই যে সুখ পেতাম, বিশেষতো তাঁদের হাতে লালিত হয়ে, তা আমরা পাই নি। জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিঞ্চাবামেব ভাগ্যহীনাবিত্যাহ—নেতি। দৈবহতয়োর্হতভাগায়োর্ভাগ্যেন প্রাপ্তয়োরিতি বাস্তবোঽর্থঃ। তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। বালা যাং মুদং বিন্দন্তে সা চ ন লব্ধেতি শেষঃ। বি০ ৪।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আরও আমরাও ভাগ্যহীন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ন ইতি। **দৈবহতয়োঃ**- হতভাগ্য আমরা। সরস্বতী দেবীর বাস্তবার্থ—'দৈবেন' ভাগ্যবশে প্রাপ্ত (বাস)

সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা ॥৫॥

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥ ৬ ॥

৫। **অন্বয়ঃ** সর্বার্থ সম্ভবঃ (সর্বেষাং ধর্মাদি অর্থানাং সম্ভবো যস্মিন্ সঃ) দেহঃ যতঃ (যাভ্যাং পিতৃমাতৃভ্যাং) জনিতঃ (উৎপাদিতঃ) পোষিতঃ মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শতায়ুষা (শতসম্বৎসর মাত্রেণায়ুষা অপি) তয়োঃ পিত্রোঃ নির্বেশং (নিষ্কৃতিং আনৃণ্যং ন যাতি (ন প্রাপ্নোতি)।

৬। **অন্বয়ঃ** যঃ আত্মজঃ কল্পঃ (সমর্থঃ সন্ অপি) আত্মনা চ (দেহেন চ) ধনেন চ তয়োঃ (পিত্রোঃ) বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য লোকান্তরে যমদূতাঃ স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি।

৫। **মূলানুবাদঃ** ধর্মাদি যাবতীয় অর্থসাধক এই শরীর যে পিতামাতার থেকে জাত হয়ে রক্ষিত হয় সেই পিতামাতার ঋণ মানুষ শতবর্ষ আয়ু পেলেও শোধ করতে সমর্থ হয় না।

৬। **মূলানুবাদঃ** যে পুত্র সমর্থ হয়েও দেহ ও ধন দিয়ে পিতামাতার জীবিকা সম্পাদন না করে, তাকে লোকান্তরে নিজ মাংসই যমদূতগণ খাইয়ে থাকে।

['দৈবং হতং যয়ো ; অর্থাৎ আমাদের দ্বারা দৈব হত তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী] 'যাং বালা' ইতি—বালকগণ যে আনন্দ লাভ করে, তা আমরা পাইনি ॥ বি০ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** জননপোষণে পৃথগেব কারণে বিবক্ষিতে, তাভ্যাং পোষণাভাবাৎ ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** রামকৃষ্ণ নন্দ-যশোদা কর্তৃক পালিত, দেবকী-বসুদেব তাদের পালন করতে পারেননি কংস ভয়ে। তাই জনন-পোষণ বিষয়ে পৃথক্ পিতামাতাই এখানে বক্তব্য। জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সর্বেষাং ধর্মাদ্যর্থানাং সম্ভবো যস্মিন্ স দেহো যতো যাভ্যাম্। নির্বেশমানৃণ্যম্ ॥ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সর্বার্থ সম্ভবঃ— ধর্মাদি প্রয়োজন সকল জাত হয় যথায়, সেই দেহ যাদের থেকে জাত হয়, সেই পিতা মাতার কাছে নির্বেশং— অঋণী হওয়া যায় না। বি০ ৫।

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** যস্তয়োরিত্যত্র টীকায়াং তন্মধ্যেঽপি ত্বিত্যেব পাঠঃ, ন তু পিতুরিতি স্বস্য তস্যৈব মাংসং তং খাদয়ন্তি ॥

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্লোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ। ৭॥

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চ্চতোঃ॥ ৮॥

৭। **অন্বয়ঃ** কল্পঃ (সমর্থঃ অপি যঃ) মাতরং বৃদ্ধং (কুলবৃদ্ধং) সাধ্বীং ভার্যাং, শিশুং সুতং, গুরং বিপ্রং প্রপন্নং চ অবিভ্রৎ (অপুষ্ণন্, স) শ্বসন্ মৃতঃ (জীবন্নপি মৃতপ্রায়ঃ)।

৮। **অন্বয়ঃ** তৎ (তস্মাৎ) অকল্পয়ো (অসমর্থয়োঃ) নিত্যং কংসাৎ উদ্বিগ্ন চেতসঃ বাং (যুবাম্) অনর্চতোঃ নৌ (আবয়োঃ) এতে দিবসাঃ মোঘং (ব্যর্থমেব) ব্যতিক্রান্তাঃ (গতাঃ)।

৭। **মূলানুবাদঃ** সমর্থ হয়েও যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, সাধ্বীভার্যা, শিশু পুত্র, গুরু, ব্রাহ্মণ ও শরণাগত জনকে পোষণ না করে তারা বাঁচিয়াও মৃতপ্রায়।

৮। **মূলানুবাদঃ** আমরা দুজন এতদিন কংসের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকায় আপনাদিগকে সেবা করতে পারিনি, অতএব ঐ সব দিন আমাদের ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** যস্তয়োরিতি—এই বাক্যের স্থানে শ্রীস্বামিপাদের টীকায় 'তন্মধ্যেঽপিতু' পাঠ ধরে ব্যাখ্যা দেখা যায়। তু-(ন তু পিতুঃ) পিতার মাংস নয়, স্ব-(স্বস্য-তস্যৈব) অর্থাৎ তারই মাংস তাকে যমদূতগণ খাওয়ায়।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যস্তু কল্পঃ সমর্থঃ শাস্ত্রবিধিনা দাতুং যোগ্যঃ কর্মবর্ত্মনি স্থিত ইতি যাবৎ। বৃত্তিং জীবিকাং তং প্রেত্য মৃত্বা বর্তমানং যমদূতাঃ স্বস্য তস্যৈব মাংসং বলাৎ তং খাদয়ন্তি॥ বি০৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যঃ যে ব্যক্তি কল্প—সমর্থ, অর্থাৎ শাস্ত্র বিধি অনুসারে দিতে যোগ্য, কর্মমার্গে অবস্থিত হওয়া হেতু। বৃত্তিং—জীবিকা (দেয় না) তং প্রেত্য—মরণের পর পুনর্জন্মের পূর্বাবস্থায় স্থিত তাকে যমদূতগণ নিজের মাংস জোর করে খাইয়ে দেয়॥ বি০ ৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বৃদ্ধং কুলবৃদ্ধং, কল্পঃ সমর্থোঽপি শ্বসন্মৃত এব, অকল্পস্তু সুতরামিত্যর্থঃ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** বৃদ্ধং—কুলবৃদ্ধ। কল্পঃ—সমর্থ হয়েও শ্বসন্মৃত—জীবন্মৃতই, সুতরাম্ 'অকল্পঃ' অসমর্থ॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অবিভ্রৎ অপুষ্ণন্॥ ৭।

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অবিভ্রৎ—পালন করেনা, এমন (কল্প)। বি০ ৭।

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তদেবাত্মনো নির্দ্দিশতি তদিতি। অকল্পত্বে হেতুঃ—কংসাদিতি 'বাং' যুবাম্॥

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥ ৯॥

৯। **অন্বয়ঃ** হে তাত! হে মাতঃ পরতন্ত্রয়োঃ দুঃহৃদা (শত্রুনা কংসেন) ভৃশম্ ক্লিষ্টয়োঃ বাং (যুবয়োঃ) শুশ্রূষাং (সেবাম্) অকুর্বতোঃ নৌ (আবয়োঃ) তৎ (অনর্চনং) ক্ষন্তুং অর্হথঃ।

৯। **মূলানুবাদঃ** হে পিতা হে মাতা! অজ্ঞাত বাস জনিত পরাধীনতা বশতঃই দুষ্টবুদ্ধি কংসের দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত আপনাদিকে আমরা সেবা করতে পারিনি, কাজেই আমরা ক্ষমা যোগ্য।

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** উপরের ঐ নীতিকথা নিজেদের সম্বন্ধে নির্দেশিত হচ্ছে, তদিতি। নিজেরা অসমর্থ হওয়ার হেতু হল, কংস থেকে উদ্বেগগ্রস্থ থাকা **বাং**—আপনাদিকে। জী° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তত্তস্মাৎ নৌ আবয়োঃ অকল্পয়োঃ। অত্রাকল্পশব্দঃ কেবলাসমর্থস্যৈব বাচকঃ। তত্র হেতুঃ কংসাদিতি। অতএব মোঘমিতি দোষোক্তিঃ। ন বিদ্যতে কল্পো যাভ্যাং তয়োঃ কংসাৎ কংসমাকর্ণ্য যুদ্ধোৎসাহবশাৎ নিত্যমুদোরতএব বিপ্লচেতসোঃ পুরীং প্রতি চলিতচেতসোঃ। "ওবিজী ভয়চলনয়োঃ" মোঘমিত্যাদিঃ কাকুক্তিরিতি বাস্তবোঽর্থঃ ॥ ৮ ॥

৮। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **তৎ**-সেই হেতু **অকল্পয়োঃ**—অসমর্থ **নৌ** আমাদের। এখানে 'অকল্প' শব্দ কেবল 'অসমর্থ' শব্দের বাচক। তথায় হেতু কংস থেকে উদ্বিগ্নতা। অতএব **মোঘংইতি**—ব্যর্থ গিয়েছে আমাদের দিন, ইহা নিজেদের প্রতি দোষ উক্তি। এখানে বাস্তব অর্থ—কংসকে বাধা দিতে যাদের সামর্থ্য নেই। সেই অতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্ত তোমাদের অবস্থা জেনে যুদ্ধোৎসাহে হর্ষোচ্ছল, মথুরা যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত আমাদের এতদিন বৃথায় কেটেছে। —"ওবিজী ভয় চালনয়ো" 'মোঘ' ইত্যাদি কাকু-উক্তি।

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তদনর্চ্চনং হে তাত মাতরিতি পুনঃ সম্বোধনং স্নেহভরজননার্থং তাত মাতৃত্বাদেব শুশ্রূষামকুর্বতোরপি নৌ ক্ষন্তুমর্হথঃ। কিঞ্চ, পরতন্ত্রয়োর্নিহ্নু তবাসেনাস্বাধীনয়োরতো দুর্হৃদা কংসেন ক্লিষ্টয়োরাবয়োরসামর্থ্যাচ্চেতি ভাবঃ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আপনাদের সেবা না করায় যে অপরাধ, তা ক্ষমা করুন। হে তাত-মাতঃ, পুনরায় এই সম্বোধন স্নেহাতিশয্য জন্মানোর জন্য—পিতামাতা হওয়া হেতু সেবা না করলেও ক্ষমা করবেন, স্বাভাবিক স্নেহবশেই। **পরতন্ত্রয়োঃ ইতি**—আমরা অজ্ঞাত বাস হেতু পরাধীন, তাই দুষ্টবুদ্ধি কংসের দ্বারা ক্লিষ্ট আমাদের অসামর্থ্যতা হেতুই এরূপ হয়েছে, তাই ক্ষমা করবেন এরূপ ভাব।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নৌ আবয়োঃ দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। পক্ষে পরতন্ত্রয়োরিতি দুর্হৃদা কংসেন ক্লিষ্টয়োরিতি বামিত্যস্য বিশেষণে জ্ঞেয়ে ॥ ৯॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০॥
সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ।
নকিঞ্চিদূচতু রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥ ১১॥

১০। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—বিশ্বাত্মনঃ (বিশ্বস্যাপি নিরুপাধি—পরমপ্রেমাস্পদস্য) মায়ামনুষ্যস্য হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইতি (ইত্থং) গিরা (বাক্যেন) মোহিতৌ পিতরৌ [কৃষ্ণরামৌ] অঙ্কং আরোপ্য পরিষ্বজ্য মুদং আপতুঃ।

১১॥ **অন্বয়ঃ** হে রাজন্! অশ্রুধারাভিঃ সিঞ্চন্তৌ স্নেহপাশেন চ আবৃতৌ [পুত্রৌ] বাষ্পকণ্ঠৌ বিমহিতৌ [সন্তৌ তৌ] কিঞ্চিৎ ন উচতুঃ (ন বক্তুং সমর্থৌ বভূবতুঃ)!

১০। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—পরমাত্মা বলে বিশ্বেরও নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যে মেহিত পিতামাতা বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণরামকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করত অতিশয় আনন্দিত হলেন।

১১। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! তৎকালে তাঁরা দুজন স্নেহপাশে আচ্ছন্ন হওয়ায় বিমুগ্ধ হলেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হওয়ায় কিছু বলতেও পারলেন না. কেবল অশ্রুধারায় রামকৃষ্ণকে স্নান করাতে লাগলেন।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** নৌ [আবয়োঃ] দ্বিতীয়া অর্থে ষষ্ঠী,—আমাদিকে ক্ষমা করুন। পক্ষে দুহৃদা ক্লিষ্টযোঃ—দুষ্টমনা কংসের দ্বারা অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত, বাং—[যুবযোঃ] পরতন্ত্র আপনাদের সেবা করতে পারিনি। ক্লীষ্ট ও পরতন্ত্র এ দুটি পদ 'বাং' অর্থাৎ শ্রীবসুদেব দেবকীর বিশেষণ করে অর্থ॥ বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তত্র শ্রীশুক উবাচেতি ক্বচিদস্তি। মোহিতৌ বিস্মারিত-বাৎসল্যব্যতিরিক্তসর্ব্বৌ। তত্র হেতবঃ—মায়ামনুষ্যস্যেতি। কৃপাপ্রধানেন নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ। হরে-রসমোর্দ্ধমাধুর্য্যেণ সর্ব্বমনোহরস্য বিশ্বাত্মনঃ পরমাত্মত্বেন বিশ্বস্যাপি নিরুপাধি-পরমপ্রেমাস্পদস্যেতি অঙ্কমা-রোপ্য তাবিতি শেষঃ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** পাঠ কোথাও কোথাও 'শ্রীশুক উবাচ' **মোহিতৌ**—বাৎসল্য ছাড়া আর সবকিছু ভুলে গেলেন বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণের বাক্যে—এ বিষয়ে হেতু **মায়ামনুষ্যস্য**—কৃষ্ণ মায়ামানুষ (মায়া শব্দে করুণা) করুণা শক্তির সর্বাধ্যক্ষরূপে বিরাজমান তিনি। নরাকৃতি পরব্রহ্ম **বিশ্বাত্মনঃ**—পরমাত্মা বলে বিশ্বেরও নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ **হরেঃ**—হরির (বাক্যে মোহিত হয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন)॥ জী° ১০॥

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মাতামহন্তুগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥১২॥

১২। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ দেবকীসুতঃ পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) এবং আশ্বাস্য মাতামহং উগ্রসেনং তু যদূনাং নৃপং অকরোৎ (কৃতবান্)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পিতামাতাকে আশ্বস্ত করে মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন।

১০। **বিশ্বনাথ টীকা** ঃ ইতি এবং মায়া কপটং মনুষ্যেষু যস্যেতি গত্বাদি ॥ ১০ ॥

১০। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপ বাক্যে **মায়ামনুষ্যস্য**—মানুষ রূপটি যার কপটতা সেই মায়া মানুষ শ্রীকৃষ্ণ ॥ বি° ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ চকার উক্তসমুচ্চয়ে। স্নেহপাশেনাবৃতৌ সন্তৌ পাশাস্ত্রবদপরিহার্যেণ দীর্ঘেণ চ প্রেম্ণা বহিরন্তর্ব্যাপ্যমানৌ, অতএব বিমোহিতৌ, ন কিঞ্চিদপ্যনুসন্ধাতুং সমর্থৌ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠৌ চ সন্তৌ ন কিঞ্চিদপ্যূচতুশ্চ; কিন্তু কেবলমশ্রুধারাভিঃ সিঞ্চন্তৌ তয়োরভিষেকমিব কুর্ব্বন্তৌ স্থিতাবিত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি স্নেহভর-স্বভাবো ভবতা গম্য এবেতি ভাবঃ। তদিদং বৃত্তং শ্রীনন্দাদীনামগোচর এব জ্ঞেয়ম্, উভয়ত্রৈব ভগবতা পিতৃত্বব্যঞ্জনাৎ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'চ' কার উক্ত বিশেষণগুলির সমুচ্চয়ে। **স্নেহপাশেন চাবৃতৌ**—স্নেহরূপ পাশ (যুদ্ধাস্ত্র যা লম্বায় দশ হাত), তার দ্বারা আবৃত হল অর্থাৎ পাশাস্ত্রবৎ অপরিহার্য ও দীর্ঘ প্রেমে বহিরন্তর আচ্ছাদিত হল বসুদেব-দেবকীর, অতএব **বিমোহিতৌ**—বিমোহিত হলেন তাঁরা অর্থাৎ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না, **বাষ্পকণ্ঠৌ**—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হওয়ায় বলতেও পারলেন না কিছুই। কিন্তু কেবল **সিঞ্চন্তৌ**—আশ্রুধারায় রামকৃষ্ণকে স্নান করাতে লাগলেন, যেন অভিষেক করানো হচ্ছে, এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। **হে-রাজন্**—এই সম্বোধনের ধ্বনি—স্নেহাতুর স্বভাব আপনি ইহা জ্ঞাত আছেন এরূপ ভাব। —এ সব ব্যাপার শ্রীনন্দ-অগোচরেই হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে, উভয়স্থানেই কৃষ্ণ কর্তৃক পিতামাতা-ভাবে ব্যবহারের প্রকাশ থাকা হেতু। জ০ ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ মাতামহমিত্যবশ্যমান্যত্বেন পিতৃভ্যাং সহ সম্বন্ধবিশেষেণ তৎসম্মতত্বেন চ যদুরাজযোগ্যতোক্তা। অতএব তু-শব্দস্তদ্বিধানে মুখ্যং প্রয়োজনং, স্বস্য গোকুলগমনেচ্ছয়ৈব জ্ঞেয়ম্; তথা চ শ্রীহরিবংশে তং প্রতি শ্রীভগদ্বাক্যম্—'অহং স এব গোমধ্যে গোপৈঃ সহ বনেচরঃ। প্রীতিমান্ বিচরিষ্যামি কামচারী যথা গজঃ ॥ এতাবচ্ছতশোঽপ্যেব' সত্যেনৈব ব্রবীমি তে। ন মে কার্য্যং নৃপত্বেন বিজ্ঞাপ্যং ক্রিয়তামিদম্ ॥ ভবান্ রাজা তু মান্যো মে যদূনামগ্রণীঃ প্রভুঃ। বিজয়ায় ভিষিচ্যস্ব স্বরাজ্যে রাজসত্তম।' ইতি নৃপং রাজানমকরোন্ন তু পূর্ব্ববদধিপং, যতো ভগবান্ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থত্বাৎ। ভক্তবাৎসল্যেন যযাতিশাপমপি নাপেক্ষিতবানিতি ভাব'। অতঃ পূর্ব্বেষাং রাজত্বন্তু স্বকপোলকল্পিত-

আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
যযাতিশাপাদ্‌যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥১৩॥

১৩। **অন্বয়** ঃ [তং উগ্রসেনং প্রতি] আহ চ [হে] মহারাজ তং প্রজাঃ (অধীনজনান্) অস্মান্ আজ্ঞপ্তুং অর্হসি [নন্বু ত্বমেবাজ্ঞপয়, ইত্যাহ] যযাতিশাপাৎ যদুভিঃ নৃপাসনে ন আসিতব্যং (নোপবেষ্টব্যং)।

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর তাঁকে বললেন—হে মহারাজ আমরা আপনার প্রজা – আমাদিকে আপনি আদেশ তো করতেই পারেন। যযাতি-শাপে যাদবদের সিংহাসনে অধিকার নেই।—(যাদব হলেও আমার আদেশে সিংহাসন আরোহণে আপনার দোষস্পর্শ হবে না।

মিত্যায়াতম্। অস্য রাজত্ববিধানং বন্ধনান্মোচয়িত্বা ইতি জ্ঞেয়ং, প্রথমাধ্যায়ান্তে নিগৃহ্যেত্যুক্তেঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি—'উগ্রসেনং ততো বন্ধান্মুমোচ মধুসূদনঃ। অভ্যষিঞ্চত্তথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাত্মজম্ ॥' ইতি। হরিবংশে তু যদূগ্রসেনস্য কংসশোকাদিকং, তত্তু লোকব্যবহারমাত্রেণানুকৃতমিতি শ্রীশুকেনানাদৃতং, যচ্চ তস্য বসুদেবাদেরপি কংসেনানিগ্রহণং, তাদৃশমন্যচ্চ কল্পভেদেন ব্যবস্থিতম্ ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **মাতামহং**—মাতামহ হওয়ায় অবশ্য মান্য বলে, এবং পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধবিশেষ হেতু কৃষ্ণের নিজেরও সম্মত হওয়ায় উগ্রসেনের, যে যদুরাজ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তাই বলা হল। —এখানে 'তু' শব্দ প্রয়োগে বুঝতে হবে উগ্রসেনকে যদুদের রাজ-আসনে বসানোটাই মুখ্য প্রয়োজন,—নিজের গোকুল-গমন-ইচ্ছা হেতু। শ্রীহরিবংশে উগ্রসেনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বাক্যই আছে, যথা—"প্রীতিমান্ আমি সেই ধেণুকুলের মধ্যে শ্রীদাম-সুদামাদি গোপবালকদের সহিত বৃন্দাবনের বনে ঘুরে বেড়াব কামাধীন গতি গজের মতো।—এতদ্বারা শতশত শপথ করে তোমাকে বলছি আমার রাজা হওয়ার প্রয়োজন নেই—এই যা ঘোষিত হল, তা করুন। আপনি রাজা আমার মান্য যদুকুলের শ্রেষ্ঠ প্রভু। হে রাজসত্তম! আপনি স্বরাজ্যে কৃতাভিষেক হউন।"—করলেন-কিন্তু 'রাজা', পূর্বের মতো অধিপতি নয়, কারণ 'ভগবান্ করতে, না-করতে, অন্যথা করতে সমর্থ'—যযাতির যে অভিশাপ 'যদুবংশে কেউ রাজা হবে না', তাও ভক্ত বাৎসল্যে অপেক্ষা করলেন না, এরূপ ভাব। অতঃপর এর থেকে, এরূপ সিদ্ধান্ত আসে যে, পূর্ববর্তী যদুবংশীয়দের রাজত্ব স্বকপোল কল্পিতই ছিল আরও উগ্রসেনের রাজত্ব-বিধান বন্ধন মোচন পূর্বকই হল, এরূপ বুঝতে হবে, কারণ উগ্রসেনকে কারাগারে বন্ধন পূর্বকই কংস রাজা হয়ে বসেছিল, এরূপ প্রথম অধ্যায়ের শেষে উক্ত আছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায় "অতঃপর উগ্রসেনকে মধুসূদন বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন, অতঃপর হত-পুত্র একে নিজরাজ্যে অভিষেক করলেন।" হরিবংশে যে অন্যরকম দেখা যায়, উগ্রসেনের পুত্র-কংসের জন্য শোক, তা লোক-ব্যবহার মাত্রে অনুকরণ, তাই শ্রীশুকের দ্বারা অনাদৃত —আরও উগ্রসেনও বসুদেবাদির যে কংস কর্তৃক বন্ধন না-করা, আরও অন্য কিছু কর্ম, তা কল্প ভেদে ব্যবস্থিত। জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এবমাশ্বাস্যেত্যাদিকং শ্রীনন্দস্য পরোক্ষমেব। মৎপুত্রং যুদ্ধশ্রান্ত-

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপা ॥১৪॥

১৪। **অন্বয়ঃ** ময়ি ভৃত্যে উপাসীনে (ত্বাং সেবমানে সতি) বিবুধাদয়ঃ (দেবাদয়ঃ অপি) অবনতাঃ (সন্তঃ) ভবতঃ বলিং (উপহারম্) হরন্তি (দাস্যন্তীত্যর্থঃ) অন্যে নরাধিপাঃ কিমুতঃ (বলিং হরন্তীত্যত্র কিং বক্তব্যং অবশ্যমেব দাসন্তীত্যর্থঃ ॥

১৪। **মূলানুবাদঃ** আমি ভৃত্যরূপে আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকলে দেবগণও ভক্তিপূর্বক অবনত হয়ে আপনাকে উপহার প্রদান করবে, অন্য রাজা সম্বন্ধে আর বলবার কি আছে?

মেতে পরমানন্দমত্তাঃ স্নেহেন ভোজয়িতুমন্তঃপুরং নয়ন্তি, তন্নয়নন্ত অহন্ত সংপ্রতি পুত্রার্থে গতভীঃ স্বাবাসে এবাহ্নিকং কৃত্যং করবৈ ইত্যুক্ত্বা তেন তত্রৈব গতত্বাৎ। বি০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এবং আশ্বাস্য ইত্যাদি**— এইরূপে পিতামাতা বসুদেব-দেবকীকে আশ্বস্ত করত পিতা শ্রীনন্দকেও আশ্বস্ত করলেন, কিন্তু আড়ালে। —'আমার পুত্র যুদ্ধশ্রান্ত', এরূপ মনে করে পরমানন্দমত্তা বসুদেবাদি সকলে স্নেহে পুত্রদের খাওয়াবার জন্য অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন— এই যে 'অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া' তাও 'আমরা সম্প্রতিপুত্রের জন্য ভয়শূণ্য হয়েছি, নিজ ঘরেই আহ্নিক কৃত্য করব, এই বলে তাঁর সেখানে যাওয়া হেতু। বি০ ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অস্মান্ যাদবান্, নন্থ ভবদ্বিধাজ্ঞাপনে মম কা যোগ্যতা? তত্রাহ—প্রজা ইতি, ত্বদধীনানিত্যর্থঃ। তু-শব্দো নির্দ্ধারণে, হে মহারাজেতি যদুরাজত্বেন সাম্রাজ্যমপ্যভিপ্রেতম্। অন্যত্তৈঃ। কিন্তু যদ্যপি ভবতামপি যদুত্বমেব, তথাপি ভবতাং ভোজানাং প্রায়ঃ পরম্পরারাজ্য-প্রাপ্তেরস্মাকং বৃষ্ণীনাং তু প্রায়স্তদপ্রাপ্তের্ভবতামেব রাজ্যং যোগ্যমিতি বিশেষতো ভাবঃ। জী০ ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ অস্মান্**—যাদব আমাদিগকে (আজ্ঞা করতে পারেন)। আচ্ছা, আপনাদের মতো জনদের আদেশ করার আমার কি যোগ্যতা? এরই উত্তরে, প্রজা ইতি—আমরা আপনার অধীন তাই যোগ্য। (১২ শ্লোকের) 'তু' শব্দ নির্ধারণে—'হে মহারাজ!' এই সম্বোধনের ধ্বনি—যদুরাজরূপে উগ্রসেনের সাম্রাজ্যের আধিপত্যও অভিপ্রেত [স্বামিপাদ—কৃষ্ণ উগ্রসেনকে বললেন, আপনি যাদব হলেও, আমার আজ্ঞায় রাজ-আসন নিলে দোষ হবে না]—কিন্তু যদিও আপনারা যদুই, তথাপি ভোজবংশ হওয়া হেতু আপনাদের পরম্পরা প্রায়ই রাজ্যপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, বৃষ্ণিবংশ আমাদের প্রায় রাজ্য-অপ্রাপ্তি হেতু আপনাদের পক্ষেই রাজ্য যোগ্য, বিশেষরূপে এরূপ ভাব। ।জী০১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভগবংস্ত্বমেব নৃপো ভব ত্বমেবাস্মানাজ্ঞাপয়েতি মা বদেত্যাহ,— যযাতিশাপাদিতি। তব তু যাদবত্বেঽপি মদাজ্ঞয়া নাস্তি দোষ ইতি ভাবঃ। বি০১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীউগ্রসেনের প্রতি কৃষ্ণ-উক্তি—হে ভগবান্! অপনিই রাজা হোন, আপনিই আমাদের আজ্ঞা করার যোগ্য। 'যযাতির শাপেযদুদের তো নৃপাসনে বসা নিষিদ্ধ।

সর্বান্ স্বান্ জ্ঞাতি সম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্।
যদু বৃষ্ণ্যন্ধক-মধু-দাশার্হ-কুকুরাদিকান্ ॥১৫॥
সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥১৬॥

১৫-১৬। অন্বয়ঃ [ততঃ] বিশ্বকৃৎ (বিশ্বকর্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) কংস ভয়াৎ গতান্ (পলায়িতান্) যদু-বৃষ্ণ্যন্ধক-দাশার্হ-কুকুরাদিকান্ [যাদবাদীন্] সর্বান্, বিদেশবাসকর্ষিতান্ (পরদেশবাসেন কৃশীভূতান্ তান্) স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান (স্বান্ জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধান্ চ) দিগ্‌ভ্যঃ (নানা দিগ্‌দেশেভ্যঃ) সমাশ্বাস্য (আনয়িত্বা) সভাজিতান্ (সমর্চিতান্ তান্) বিত্তৈঃ সন্তর্প্য স্বগৃহেষু ন্যবসয়ৎ (সংস্থাপিতবান্)।

১৫-১৬। মূলানুবাদঃ কংস ভয়ে ব্যাকুল ও বিদেশবাসে কৃশতাপ্রাপ্ত যদু-বৃষ্ণি-মধু দাশার্হ-কুকুরাদি নিখিল বন্ধুদের, বিবাহাদি সূত্রে আত্মীয়দের, এবং জ্ঞাতি সকলকে দেশ-বিদেশ থেকে আনয়ন করলেন বিশ্বকর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতঃপর তাঁদিকে সান্ত্বনা, সম্মান ও অর্থাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করত নিজ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই কথা যদি বলেন তবে শুনুন, যাদব হলেও আপনার কোন দোষ হবে না আমার আজ্ঞায় রাজাসনে বসলে, এরূপ ভাব। বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ তদেব দর্শয়তি—ময়ীতি। অবনতা ভক্ত্যা নম্রাঃ সন্তঃ বলিং হরন্তিত্যাজ্ঞা। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যযাতিশাপাদ্ধংশোঽয়মরাজ্যার্হোঽপি সাম্প্রতম্। ময়ি ভৃত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ।' ইতি। হরন্তীতি পাঠঃ হরিষ্যন্তীর্থঃ। অন্যে ইতরেভ্যো ন্যূনা ইত্যর্থঃ। নরাধিপা অপ্যন্যে ইতি বা। জী০ ১৪।

১৪। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ উপরে যা বলা হল, তাই দেখাচ্ছেন 'ময়ি ইতি' **অবনতা**—ভক্তিতে নম্র হয়ে **বলিং হরন্তি**—উপহার সমর্পন করবেন। —শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেইরূপই দেখা যায়—"কৃষ্ণ বলছেন - যযাতি শাপে এই বংশ রাজ্য-যোগ্য না হলেও সম্প্রতি আমি ভৃত্যরূপে উপস্থিত থাকায় দেবতাদেরও আজ্ঞা করতে পারেন আপনি, অন্যান্য রাজাদের কথা আর বলবার কি আছে? জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মম তাদৃশী শক্তির্নাস্তীতি চেত্তত্রাহ—ময়ি ভৃত্যে তত্রাপ্যুপাসীনে ত্বদুপাসনাং কুর্বতি সতি। বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উগ্রসেন যদি বলেন, আমার রাজ উপযুক্ত শক্তি নেই, এরূপ কথার আশঙ্কায় কৃষ্ণ বলছেন, আমি ভৃত্যরূপে আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকলে (দেবতাগণও) আপনাকে সেবা করবে)। বি০ ১৪॥

কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-ভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণ-রাম-গতজ্বরাঃ ॥১৭॥
বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দ-বদনাম্বুজম্।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়-স্মিত-বীক্ষণম্ ॥১৮॥

১৭-১৮। অন্বয়ঃ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-ভুজৈঃ গুপ্তাঃ (কংসভয়াদিতো রক্ষিতাঃ) কৃষ্ণরাম-গতজ্বরাঃ (কৃষ্ণরামাভ্যাং গতঃ জ্বরঃ যেষাং তে) লব্ধ মনোরথাঃ সিদ্ধাঃ (পূর্ণ কামাঃ) প্রীতাঃ অহরহঃ প্রমুদিতং সদয়স্মিত বিক্ষণং শ্রীমৎমুকুন্দ-বদনাম্বুজম্ বীক্ষন্তঃ (পশ্যন্তঃ)।

১৭-১৮। মূলানুবাদ: রামকৃষ্ণের ভুজবলে পরিরক্ষিত এবং নিজ নিজ অভীষ্টলাভে পূর্ণকাম হলেন যদুবৃষ্ণি প্রভৃতিরা। রামকৃষ্ণের স্বরূপের প্রভাবেই সকল সন্তাপ দূর হল তাঁদের। সর্বার্থসিদ্ধি প্রাপ্ত তাঁরা নিত্যপ্রমুদিত, পরমশোভন, সদয়হাস্য ও কাটাক্ষে মনোমোহন মুকুন্দের বদনকমল অহরহ নিরীক্ষণ করতে করতে আনন্দে নিজ নিজ গৃহে বিহার করতে লাগলেন।

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ সর্ব্বানিতি যুগ্মকম্। স্বে আত্মীয়াঃ সম্বন্ধাশ্চ কৃত-বৈবাহিকাদি সম্বন্ধাঃ। দিগ্‌ভ্য আনায্যেতি শেষঃ। দিগ্‌ভ্য ইতি কর্ম্মণি চতুর্থী বা, গতানিত্যনেনান্বয়াৎ। যদ্বিতি—যদুভেদাঃ ভোজাদয় ইত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন সাত্বতাদয়ঃ, ভোজাশ্চ প্রায়োঽক্রুরেণ সহ তত্রৈবাসন্, ইত্যেতে যাদবানামষ্টৌ ভেদা মুখ্যতমা জ্ঞেয়াঃ॥

সভাজিতান্ সতঃ, শীঘ্রং যানপ্রস্থাপনাদিমানেনেত্যর্থঃ। অতঃ সম্যক্ শীঘ্রং চানায্য বিদেশাবাসেন কর্ষিতান্ কৃশতাং প্রাপিতান্ অতো বহুল-ধনেন সন্তর্প্য নিতরাং গৃহাদ্যুপস্কারপরিচ্ছদবৃত্তি-প্রদানাদিনা সমহোৎসবমবাসয়ৎ। নন্বসংখ্যানাং কথং তথা নিবাসনং দ্রুতমেব সম্ভবেৎ? তত্রাহ—বিশ্বকৃদিতি। অতস্ত-দ্বৈভবস্যেন্দ্রাদিতুর্ল্লভত্বমপি সূচিতম্। তত্র শ্রীরোহিণীমপি ব্রজাদানেষ্যতীতি জ্ঞেয়ম্। জী° ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ: ১৫-১৬ যুগল শ্লোক **স্বান্ জ্ঞাতি সম্বন্ধান্** — বান্ধব, বিবাহাদি দ্বারা কৃত-সম্বন্ধ ব্যক্তি ও জ্ঞাতি। **দিগ্‌ভ্যঃ**—চতুর্দিক থেকে বন্ধু জ্ঞাতি প্রভৃতিকে আনিয়ে নিয়ে ইত্যাদি। অথবা, (কর্মণি ষষ্ঠী) চতুর্দিক্-গত বন্ধু জ্ঞাতি প্রভৃতিকে আনিয়ে। **যদু**—যদুকুলের মধ্যে ভোজাদি, 'কুকুরাদির' আদি শব্দে সাত্বতাদি—(যদুকুলের শাখা আট প্রকার—সাত্বত, ভোজ, যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর)—সাত্বত ও ভোজগণ প্রায় অক্রূরের সঙ্গে মথুরাতেই বাস করতেন।—

সভাজিতান্ [সতঃ]-অর্থাৎ শীঘ্র শকটাদি যান পাঠিয়ে দেওয়া প্রভৃতি সম্মানের দ্বারা **সমাশ্বাস্য**-সম্যক্ সুখ দান করে ও শীঘ্র আনিয়ে **বিদেশবাসকর্ষিতান্**—বিদেশবাসে কৃশতা প্রাপ্ত জ্ঞাতি প্রভৃতিকে অতঃপর **বিত্তৈঃ**—বহু ধনের দ্বারা **সন্তর্প্য**-তুষ্ট করে **ন্যবাসয়ৎ**—[নি+অবাসয়ৎ] 'নিতরাং' অর্থাৎ গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছদ-জীবিকা প্রদানাদি দ্বারা সমহোৎসব স্ব স্ব গৃহে বাস দিলেন।

পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অসংখ্য-তাঁদের কি করে এত দ্রুত বাস দেওয়া সম্ভব হল ? এরই উত্তরে বিশ্বকৃৎ –বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, অতএব তাঁর বৈভবের ইন্দ্রাদি দুর্লভত্বও সূচিত হল এই বাক্যে —শ্রীরোহিণী দেবীকেও ব্রজ থেকে মথুরা আনালেন, এরূপ বুঝতে হবে। জী॰ ১৫-১৬ ॥

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** অথ তেষাং সর্ব্বোত্তমাং স্থিতিমাহ ত্রিভিঃ। তত্র কৃষ্ণেতি যুগ্মকম্। প্রথমং তাবৎ কংসাদিবধেন গতজ্বরাঃ, ততশ্চ পুনর্বাসাদিনা লব্ধমনোরথাঃ তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈর্গুপ্তাঃ পালিতাঃ। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণপরিকরতাপ্রাপ্ত্যসিদ্ধাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিযুক্তাঃ ততশ্চ বীক্ষন্ত ইত্যাদি-লক্ষণা রেমিরে ইত্যাদিক ক্রম-ক্রমেণ যোজ্যম্। কংসভয়াদিতো রক্ষিতাস্ততস্তৈরেব লব্ধমনোরথাঃ, তদর্পিত-স্বাবির্ভাবসহিত-তাদৃশ-মথুরাবাসাদিনা পূর্ণকামাঃ সন্তো রেমিরে, তাভ্যাং ক্রীড়াং চক্রুঃ তেনৈব সিদ্ধাঃ কৃতকৃত্যাশ্চ বভূবুঃ। তত্র চ কৃষ্ণরামাভ্যামন্যনিরপেক্ষতয়া তৎস্বরূপমাত্রাভ্যাং গতজ্বরা বভূবুঃ। তাভ্যাং ব্যতিরিক্তে সর্ব্বত্রৈব তাপঃ সুখন্তু তয়োরেব যেষাং তথা বভূবুরিত্যর্থঃ! তত্তদর্থযোগ্যতত্তন্নামনিরুক্তিস্তূন্নেয়া ॥

মুখমেব বিবৃণোতি—বীক্ষ্যন্ত ইতি। বিশেষেণ সন্নিকৃষ্টত্বাদিনা মুখমীক্ষমাণাঃ, তত্রাপ্যহরহর্বীক্ষমাণাঃ প্রীতা বভূবুরিতি দর্শনসৌখ্যং নিত্যমেবাধিকং দর্শিতম্, তেনাতৃপ্তিরপি দর্শিতা। তত্র হেতবঃ —নিত্যপ্রমুদিতং ক্ষণক্ষণমেব প্রকর্ষেণ হৃষ্যৎ। অতো নিত্যেতি সর্ব্বত্রৈব ব্যাঙ্গ্যম্। ক্ষণক্ষণমেব শ্রীমৎ প্রশস্তশোভম্, তথা সদয়েত্যাদিনা চ ॥

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর যদু-আদি সকলের সর্বোত্তম স্থিতি তিনটি শ্লোকে বলা হচ্ছে –তথায় 'কৃষ্ণ ইতি' যুগল শ্লোক প্রথমে কংস ও তার অনুগত যত আছে, সব বধ হওয়া হেতু যহ বৃষ্ণিগণ গতজ্বরা—নিবৃত্ততাপ, অতঃপর পুনরায় বাসস্থান পাওয়াতে লব্ধমনো'রথ, তারপর কৃষ্ণ বলরামের ভুগবলে গুপ্তাঃ পালিত, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরতা প্রাপ্তিতে সিদ্ধাঃ— সর্বার্থসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন—অতপর তাঁরা নিত্য প্রমুদিত, পরমশোভন, সদয় হাস্যে ও কটাক্ষে মনোমোহন মুকুন্দের বদন কমল অহরহ নিরীক্ষণ করতে করতে আনন্দে নিজ নিজ গৃহে বিহার করতে লাগলেন। এখানে ক্রমটি এইরূপ যথা—কৃষ্ণরামের দ্বারা কংসভয়াদি থেকে রক্ষিত অতঃপর তাদের দ্বারাই লব্ধ মনোভিলাষ। কৃষ্ণদত্ত অভিলষিত বস্তু ও তার অবির্ভাবিত শ্রীমূর্তির সহিত একত্র বাসাদি দ্বারা পূর্ণকাম হয়ে রেমিরে বিহার করতে লাগলেন—তার দ্বারাই সিদ্ধাঃ—কৃতার্থও হয়ে গেলেন। এর মধ্যেও আবার অন্য নিরপেক্ষভাবে সেইরূপ মাধুর্যর দ্বারাই নিবৃত্ত-তাপ হয়ে গেলেন সেই বিদেশাগত যদু প্রভৃতিরা,—তাঁদের দুজনকে ছাড়া সর্বত্রই তাপ যাঁদের, তাঁদের সুখওতো তাঁদের নিয়েই হবে।

কৃষ্ণ মুখ মাধুর্য বিবৃত করা হচ্ছে— বীক্ষ্যন্ত ইতি—(বি + ঈক্ষন্তঃ) 'বি' মুখের একেবারে কাছে গিয়ে নয়নদ্বারে যেন মুখ মাধুর্য পান, এভাবে অতিশয় আবেশে মুখখানা দেখতে লাগলেন,—আরও কিছু প্রতিদিন দেখতে লাগলেন এইরূপে নিরীক্ষমান তাঁরা পরমানন্দিত হলেন। দর্শন সুখ নিত্যই অধিক অধিক হল, এরূপ দেখান হল –এতে অতৃপ্তিও দেখান হল। এ বিষয়ে হেতু – নিত্যপ্রমুদিতং—ক্ষণে

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজ-সুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** তত্র (তযু মধ্যে) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধাঃ) অপি অক্ষৈঃ মুহুঃ মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজ-সুধাং পিবন্তঃ [সন্তঃ] অতিবলৌজসঃ (অতিশয়িতং বলং ওজশ্চ যেষাং (তে) যুবানঃ (তরুণাঃ) আসন্ (অভবন্)।

১৯। **মূলানুবাদঃ** তন্মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁরাও স্বীয়নেত্রে কৃষ্ণ মুখকমলসুধা প্রতিক্ষণ পান করতে থাকলেন, আর প্রতিক্ষণেই তাঁদের শরীর ইন্দ্রিয় বলবান ও তেজস্বী হতে থাকল!

ক্ষণেই অধিক অধিক আনন্দে উদ্ভাষিত ঐ মুখ। অতএব 'নিত্য' শব্দটি সর্বত্রই বাঞ্জনা।—ক্ষণে ক্ষণেই শ্রীমৎ—ছটায় চতুর্দিক আলো করা শোভাবিশিষ্ট মুখ কমল। তথা 'সদয়' ইত্যাদি দ্বারা উদ্ভাসিত মুখ কমল।। জী ১৭-১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা**— তত্র ভগবৎপার্ষদত্বমেব তদাবরণপূজ্যদেবতানাং শ্রীমদুদ্ধবাদীনামিতি প্রবয়স্ত্বং ন স্যাদেব; যে কেচিদন্ধকাদয়ো বা প্রাচীনবৃদ্ধাস্তেঽপীত্যপি-শব্দার্থঃ। অতঃ 'স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ' (শ্রীভা ৩।২।৩) ইতি শ্রীমদুদ্ধবমুপদিশ্য শ্রীবিদুরবাক্যন্তু প্রাক্ট্যাবসর প্রমাণ-চরমকক্ষাং গত ইত্যেবাভিদধাতি অলৌকিকগুণাস্বাদশালিত্বাৎ; সুধেব সুধা সৌন্দর্য্যং মুখাম্বুজস্য সুধামিতি তথাপ্যলৌকিকত্বম্, তামক্ষৈভিঃ পিবন্ত ইতি তেনৈব তাদৃশং কমলমিতি চ পুনস্তয়োঃ পরমালৌকিকত্বং ব্যঞ্জিতম্। মুহুঃ প্রতিক্ষণং পিবন্তঃ প্রতিক্ষণমতিশয়েন যুবানঃ শরীরেন্দ্রিয়বলযুক্তাশ্চাসন্। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ সহ আদীনামিতি।। জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** তত্র প্রবয়সঃ— তার মধ্যে বৃদ্ধগণও তরুণভাব প্রাপ্ত হলেন।—এই বৃদ্ধগণ কারা? এরই উত্তরে—শ্রীমৎ উদ্ধবাদি তদাবরণ পূজ্যদেবতা হওয়া হেতু নিত্যপার্ষদ, এরা বৃদ্ধই হন না।—কেউ কেউ যাঁরা যদুবংশীয় অন্ধকাদি শাখাগত, বা প্রাচীন বৃদ্ধ তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে এখানে। এঁরাই কৃষ্ণমুখ-সুধা পানে যুবা হয়ে উঠলেন। সুতরাং উদ্ধবকে উদ্দেশ্য করে বিদুরের 'কালেনজরসং গতঃ' ইত্যাদি (শ্রীভা° ৩।২।৩) উক্তির অভিধা বৃত্তিতে অর্থ এরূপ করণীয়, যথা—উদ্ধবের প্রকটস্থিতি কাল নিরতীশয় দীর্ঘ। যেহেতু তিনি কৃষ্ণের অলৌকিক গুণ আস্বাদনশালী। মুখাম্বুজ-সুধাং সুধার মতো তাই সুধা অর্থাৎ সৌন্দর্যই মুখকমলের সুধা, তথাপি অলৌকিক, যেহেতু এই সুধা নয়নের দ্বারা পান হয়। পানের এই অলৌকিত্বের দ্বারাই কমল তাদৃশ অলৌকিক হয়ে উঠল - তার দ্বারই পুনরায় সুধা ও কমল দুয়েরই পরম অলৌকিকত্ব ব্যঞ্জিত হল। মুহুঃ পিবন্তঃ— প্রতিক্ষণ পান করতে থাকল। যুবানো ইতি বলৌজসঃ— আর প্রতিক্ষণেই শরীর ইন্দ্রিয় বলযুক্ত হতে থাকল—আরও উপলক্ষণে 'প্রীতি' প্রভৃতিও বৃদ্ধি পেতে লাগল। জী° ১৯॥

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

২০। **অন্বয়ঃ** রাজেন্দ্র (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) অথ ভগবান্ দেবকীসুতঃ সঙ্কর্ষণঃ চ নন্দং সমাসাদ্য (সম্প্রাপ্য) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য চ) ইদং ঊচতুঃ।

২০। **মূলানুবাদঃ** হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম নন্দমহারাজের নিকট গিয়ে আলিঙ্গন পূর্বক এরূপ বলতে লাগলেন (তিনটি শ্লোকে)।

১৯। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রবয়সো বৃদ্ধা অপি ॥ ১৯ ॥

১৯। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** প্রবয়সো—বৃদ্ধগণও।

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথ শ্রীমদ্ব্রজরাজস্য প্রস্থাপনং প্রক্রমমাণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবত্তায়াং দেবকীসুততায়াঃ প্রস্তাবে চ পরীক্ষিতঃ সমুল্লসন্মুখতামবেক্ষ্য রাজেন্দ্রেতি সম্বোধনেন তন্মুখমবলোক্য তদীপ্সিততানুরূপং বদন্নপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বচনপরিপাটীভির্নিজাভীপ্সিতং স্থাপয়িষ্যন্নাহ—অথেতি। অথ যাদবানাং তথা ভাবাদনন্তরমিতি। অদ্য সায়মস্মাভিঃ প্রস্থাপিতব্যং, সায়ঞ্চ সতি। প্রাতরিত্যেবং যদুকুলাশ্বাসন-পৌরসম্মাননাদ্যবশ্য-কৃত্যাদ্যপেক্ষয়া দিনকতিপয়-বিলম্ববিধানাৎ। যদ্যহং সহসৈব গোকুলে গচ্ছামি, তদা জরাসন্ধ্যাদি-সম্মর্দ্দস্তত্র স্যাদত্রত্যানামরক্ষা চেত্যঙ্গীকৃতনরলীলাঘটিতয়া শঙ্কয়া তদসমাপ্তৌ তু কদাচিদেকান্তে সম্যগাসাদ্য পুত্রোচিতনমস্কারাদিসদ্ব্যবহারেণোপেত্য কেবলবাল্যোচিত-ভাবাবিষ্কারেণ পরিষ্বজ্য চ। ইদং শ্লোকত্রয়েণ বক্ষ্যমাণং কেবলতৎপুত্রোচিতমব্রবীৎ। কোঽসৌ ভগবান্? ইত্যয়মর্থঃ—যো ভগবান্ দেবকীসুততয়া ভবতামত্যন্তমাপ্তঃ, স এব স্বয়ং পূর্ণসর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ নিরপেক্ষঃ, যশ্চ দেবকীসুতঃ দেবক্যাং প্রকটিতজন্মা স এব তথা সঙ্কর্ষণশ্চ। তত্তন্নিরুক্ত্যা যো বসুদেবাত্মজত্বং প্রাপ্তস্তদনুষঙ্গেন স চৈবোচতুরিতি ভবদ্ভির্যথার্থমেব মন্তব্যম্, ন চ শ্রীবসুদেব-দেবক্যোরিব যৎ কিঞ্চিদন্যথাকর্ত্তুং তত্র সিদ্ধান্তস্য প্রায়ো বিরুদ্ধত্বাদত্র তু 'নন্দস্ত্বাত্মজ' (শ্রীভা ১০/৫/১) ইত্যাদৌ সিদ্ধান্তস্য দর্শিতত্বাৎ। তথা তত্র মায়াং 'ততান জনমোহিনীম্' (শ্রীভা ১০/৪৫/১) ইতিবদত্র শ্লেষেণাপ্যনুক্তত্বাৎ শ্রীনন্দপ্রভৃতীনাং ভাবস্য শ্রীব্রহ্মশুকোদ্ধবাদিভিঃ স্বাভাবিকত্বেন সর্বদুর্ল্লভত্বেন স্তুতত্বাচ্চ। 'অহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০/১৪/৩২) ইত্যাদিভিঃ, 'নেমং বিরিঞ্চ' (শ্রীভা১০/৯/২০) ইত্যাদিভিঃ 'যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩০) ইত্যাদিভিশ্চেতি। তত্র রাজেন্দ্রেতি—রাজেন্দ্রাণাং ভবতাং মহারাজকন্যায়াঃ প্রপিতামহ্যাঃ সম্বন্ধেন তত্রৈব নিষ্ঠা যুক্তা। ভিক্ষুকাণামস্মাকং তু যথারুচ্যেবেতি ভাবঃ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর শ্রীব্রজরাজের মথুরা থেকে প্রস্থানের উপক্রম করা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার বিষয়ে ও দেবকীসুতত্বের প্রস্তাবে পরীক্ষিতের মুখ অতিশয় উল্লসিত হয়ে উঠতে দেখার পর এই 'রাজেন্দ্র' বলে তাকে সম্বোধনের সহিত তাঁর মুখ অবলোকন

করত তার অভিপ্রায় অনুরূপ বলতে গিয়েও শ্রীকৃষ্ণের মুখের বচনপরিপাটি দ্বারাই শ্রীশুকদেব নিজের অভিপ্রায়ই স্থাপন করতে করতে বললেন—অথ ইতি। **অথ**—অতঃপর অর্থাৎ যাদবদের সেই ভাব বর্ণনের পর (এই বার নন্দাদি গোপেদের কথা বলা হচ্ছে)। —আজ সন্ধ্যার সময় পিতা ব্রজরাজ ও অন্যান্য ব্রজবাসিদের ব্রজে পাঠিয়ে দেওয়াই সমুচিত। কিন্তু আজ সন্ধ্যা তো হয়েই গিয়েছে।—কাল প্রাতেই পাঠিয়ে দিব। যদুকুলকে আশ্বাসন ও পরে মথুরার লোকদের সম্মানাদি অবশ্য কৃত্যাদির অপেক্ষায় আমাদের দিন কয়েক বিলম্ব হয়ে যাবে।—যদি আমি সহসাই গোকুলে চলে যাই, তাহলে গোকুলে জরাসন্ধাদির উৎপাত হওয়ার সম্ভাবন', আর ওদিকে মথুরাবাসিদেয় রক্ষা করা বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে আছি—এইরূপ নরলীলা ঘটিত শঙ্কায় রামকৃষ্ণ ব্রজে গমন ব্যাপারটা অসমাপ্ত রাখলেন।—প্রাতে কোন এক সময়ে **নন্দংসমাসাদ্য**—মথুরা-প্রান্তে নন্দের তাঁবুতে [সম্যক আসাদ্য] পুত্রোচিত নমস্কারাদি সাধু ব্যবহারের সহিত তাঁর নিকটে এসে শুদ্ধবালোচিত-ভাব আবিষ্কার পূর্বক আলিঙ্গন করলেন। নীচের (২১-২৩) শ্লোকত্রয়ে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণরামের বক্তব্য শুদ্ধ পুত্রোচিত ভাবেই প্রকাশ করেছেন।

ভগবান্ দেবকীসুতঃ—সম্মুখের এই কৃষ্ণ কে? ইনি ভগবান্। এখানে 'ভগবান্ দেবকীসুত' পদের অর্থ—যে ভগবান্ দেবকীসুত রূপে আপনার অত্যন্ত আপন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণ সর্বৈশ্বর্যে নিরপেক্ষ। **সঙ্কর্ষণশ্চ**—দেবকীর গর্ভেজাত হওয়ায় নামে যিনি দেবকীসুত, তিনিই 'সঙ্কর্ষণ' নামে বিখ্যাত, নামের এই নিরুক্তি অনুসারে, যথা—['সঙ্কর্ষণ' সম+কর্ষণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আকর্ষণ। নামকরণ কালে গর্গের উক্তি—"হে নন্দ, শ্রীবসুদেবাদির এবং তোমাদের এই বালকে একইরূপ পিতৃত্বাদি ভাব থাকায় এই বালকের দ্বারা উভয় কুলেরই আকর্ষণহেতু নাম এর 'সঙ্কর্ষণ'—(শ্রীজীব টীকা ভা° ১০।৮।১২)। আরও একটি নিরুক্তি,—মাতা দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে মাতা রোহিণীতে স্থাপন ও তাঁর থেকে জাত যিনি তাঁর নাম হল সঙ্কর্ষণ—বলাধিক্যে আর এক নাম বলরাম]— সেই সেই নিরুক্তি অনুসারে যিনি 'বসুদেবাত্মজ' অর্থাৎ বসুদেবের অঙ্গ থেকে জাত, সেই তিনিই 'সঙ্কর্ষণ'। —সেই নির্দেশ অনুসারে দেবকীসুতই সঙ্কর্ষণ—কৃষ্ণ থেকে অন্য। এর দু ভাই কৃষ্ণবলরাম নন্দকে বলতে লাগলেন, তাই দ্বিবচনে 'উচতুঃ' শব্দ ব্যবহার করা হল। শ্রীশুক উক্তি—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনাদের বিচার সঠিক পথে চলা উচিত,—বসুদেব হলেন মথুরার ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্ত, আর নন্দ শ্রীবৃন্দাবনের শুদ্ধমাধুর্যপ্রধান ভক্ত, এই ভাবের তফাৎটি মনে রেখেই কৃষ্ণরামের সঙ্গে তাঁদের পিতামাতার কথা বার্তার তফাৎ বুঝে নিতে হবে। এখানে নন্দের ক্ষেত্রে তো 'নন্দস্যাত্মজ' (ভা° ১০।৫।১) অর্থাৎ 'নন্দের অঙ্গ জাত পুত্র ইত্যাদিতে সিদ্ধান্ত দেখানোই রয়েছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্ত বসুদেব-দেবকীর ক্ষেত্রে—প্রথম শ্লোকে মায়াং ততান জনমোহিনীম্ (ভা° ১০।৪৫।১) অর্থাৎ 'জনমোহিনী মায়া বিস্তার করলেন' যেমন বলা হল—এই শ্লোকে কিন্তু, অর্থান্তরেও সেরূপ কিছু বলা হল না—তাই নন্দ প্রভৃতি ব্রজজন-

শুদ্ধ মাধুর্যপর ভাবের স্তব করেছেন শ্রীব্রহ্মা-শিব উদ্ধবাদি স্বাভাবিক ওসর্বদুর্লভ বলে, যথা – ব্রহ্মার স্তব ঃ 'অহোভাগ্যং'—(ভা০ ১০।১৪।৩২)— 'অহোভাগ্য অহোভাগ্য নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসিগণের'—শ্রীশুক উক্তি—"নেমং বিরিঞ্চি" (শ্রীভা০ ১০।৯।২০) অর্থাৎ প্রেমদাতা কৃষ্ণ থেকে গোপীযশোদা যে অনির্বচনীয় প্রসাদ পেলেন, 'তা ব্রহ্মা শিব-লক্ষ্মীদেবীও পায়নি'। শ্রীউদ্ধবের উক্তি – "যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ" —(শ্রীভা০ ১০।৪৬।৩০)—অর্থাৎ 'হে মানদ নিখিল গুরু নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের ঈদৃশ অনুরাগ, আপনারা জগতের পূজ্য।' ইত্যাদি দ্বারা স্তুতি। (শ্রীশুকোক্তি) -**হে রাজেন্দ্র**- হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সম্বোধনের ধ্বনি – যদুকুলের শূরসেনের কন্যা আপনার পিতামহী কুন্তিদেবীর সম্বন্ধে যদুকুলের বসুদেবেই আপনার নিষ্ঠা থাকা যুক্তিযুক্ত। – যথা ভিক্ষুক আমাদের তথায় অরুচি – ইহা দৈন্যোক্তি॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বহুদিবসীয় কথাং কথয়িত্বা কংসবধদিবসস্য পরেদ্যুরি কস্যচিদতিমুখ্যায়াঃ দুরধিগমার্থায়াঃ কথনারম্ভবোধনায় অথশব্দঃ। নন্দং সম্যগসাদ্যেতি তৎপুত্রত্বাভিমানবত্ত্বেনৈবেত্যর্থঃ। দেবকীসুত ইতি দেবকীসুতত্বাভিমানমপি গৃহন্নিত্যর্থঃ। ভগবানিত্যুভয়োঃ সমাধাত্রীং স্বীয়ামৈশ্বর্যশক্তিমেবাশ্রিত্যেতি ভাবঃ। সঙ্কর্ষণশ্চেতি "যদুনামপৃথগ্ভাবাং সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপী"তি স্বনাম্নো ব্যুৎপত্তিং দর্শয়ন্নিতি ভাবঃ। পরিষ্বজ্যেতি প্রণামেঽবসরাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ তদবসরপ্রাপ্ত্যভাবশ্চ তয়োর্দর্শনমাত্রেণৈব অর্গলোপমাভ্যাং ভুজাভ্যাং শ্রীনন্দেনানন্দসমুদ্রনিমগ্নেন যুগপদেবোদ্ধৃত্যাতিবিস্তীর্ণে স্ববক্ষসি তয়োর্দ্বয়োরেব ধারণাং। অতস্তয়োরত্র পরিষঙ্গকর্মত্বেনৈব পরিষঙ্গকর্তৃত্বমভূদিতি বুধ্যতে। উচতুরিতি। তদনন্তরমুপবিষ্টে ব্রজরাজে তদাসনমধ্যাস্য তদ্ভুজাশ্লিষ্টাবেব তৌ সংপ্রশ্নোত্তরবহুবৃত্তান্তকথনানন্তরমিদং সবিনয়ং সান্তঃ সঙ্কোচং যাদবজনতোঽপরোধজ্ঞাপনপূর্বকং সাশ্বাসং সসান্ত্বমুচতুঃ॥ বি ২০ ॥

২০। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বহুদিবসীয় কথা বলবার পর কংসবধ – দিবসের পরদিন কোনও অতিমুখ্য, দুরধিগম্য অর্থযুক্ত কথার কথন-আরম্ভ বুঝাবার জন্য 'অথ' শব্দটি ব্যবহার করা হল। **নন্দংসম্যাসাদ্য** – নন্দের নিকট প্রকৃষ্ট রূপে আগমন করে অর্থাৎ নন্দপুত্রত্ব-অভিমানে নিষিক্ত হয়ে আগমন করত। **দেবকীসুত**—দেবকীসুত অভিমানও হৃদয়ে ধারন করত, এরূপ অর্থ। **ভগবান্**—উভয়ের সমাধানকারিনী নিজঐশ্বর্য শক্তিকে আশ্রয় করে, এরূপ ভাব প্রকাশ করছে এই 'ভগবান্' শব্দটি এখানে। **সঙ্কর্ষণশ্চ**—কৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গমুনি বলছেন, "শ্রীবসুদেবাদির এবং হে নন্দ তোমার এই বালকের হৃদয়ে নির্বিশেষ পিতৃত্বাদি ভাব থাকায় এই বালকের দ্বারা নিজেতে উভয় কুলেরই আকর্ষণ হেতু এর নাম হবে 'সঙ্কর্ষণ'।"— এইরূপে এখানে ভগবান্ নিজনামের বুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ করে সমাধান করলেন। **পরিষ্বজ্য** – আলিঙ্গন পূর্বক।— প্রণাম করার অবসর না পাওয়াতেই আলিঙ্গন, এরূপ ভাব। এই অবসর না পাওয়ার কারণ হল, কৃষ্ণ-বলরামকে দর্শনমাত্রেই শ্রীনন্দমহারাজ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ত তাঁর

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্ ।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥ ২১

২১। **অন্বয়ঃ** [হে] পিতঃ [আবাম্] স্নিগ্ধাভ্যাং যুবাভ্যাং ভৃশং (আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন) পোষিতৌ, লালিতৌ হি যস্মাৎ) আত্মনোঽপি পিত্রোঃ আত্মজেষু অত্যধিকা প্রীতিঃ (স্যাৎ ইতি শেষঃ)]

২১। **মূলানুবাদঃ** জ্যেষ্ঠ বলে বলদেবই প্রথমে বললেন—হে পিতঃ ! স্নেহশীল আপনারা নিজ দেহ থেকেও অধিক যত্নে আমাদের লালন পালন করেছেন, পুত্রের প্রতি পিতামাতার অধিক প্রীতি থাকায় আপনাদের পক্ষে এরূপ করা আশ্চর্য নয়।

অর্গল উপম বাহুযুগলে তাঁদের দুজনকে যুগপৎ উঠিয়ে নিয়ে অতিপ্রশস্ত নিজবক্ষে ধারণ করলেন।—অতঃপর নন্দের এই উপস্থিত আলিঙ্গন-কর্মের দ্বারাই তাদের উপর আলিঙ্গন কর্তৃত্ব আরোপিত হল। এরূপ বুঝতে হবে। **উচতু ইতি**—অতঃপর ব্রজরাজ উপবিষ্ট হলে তাঁর বাহুতে আলিঙ্গিত অবস্থাতেই তাঁরা দুজনে সংপ্রশ্নোত্তর-গত বহুবৃত্তান্ত কথনের পর সবিনয়ে অন্তঃ-সঙ্কোচের সহিত যাদব জনদের উপরোধ জ্ঞাপন পূর্বক স-আশ্বাসন সান্ত্বনা দানের সহিত 'উচতু' বলতে লাগলেন ॥ বি০ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তথৈব হেতুর্হে পিতঃ, হি যস্মাৎ আত্মানমপ্যতিক্রম্য পিত্রোরাত্মজেষ্বেবংরসেষু অত্যধিকা প্রীতিঃ স্যাত্তস্মাদেব ভৃশমত্যর্থং স্নিগ্ধাভ্যাম্ যুবাভ্যাং ভোজনাদিনা পোষিতৌ স্নপনাদিনা লালিতৌ চ, তদিদং নাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** (পূর্বের শ্লোকে যা বলা হল) সেই যুক্তিতেই বলছেন—হে পিতঃ। হি—যেহেতু নিজের দেহকেও অতিক্রম করত পিতা-মাতার নিজ অঙ্গজাত পুত্রে অধিক প্রীতি, সেহেতুই **ভৃশম্ ইতি**—অত্যধিক যত্নে অর্থাৎ স্নিগ্ধ আপনাদের দ্বারা ভোজনাদি দ্বারা-পালিত, স্নানাদিদ্বারা লালিত—এ আশ্চর্য কিছু নয় ॥ জী০ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রথমং জ্যেষ্ঠত্বাদ্বলদেব আহ—দ্বাভ্যাম্। হে পিতর্যুবাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যাং যশোদানন্দসংজ্ঞাভ্যামিত্যর্থঃ। এতচ্চ যুক্তমেবেত্যাহ,—পিত্রোরিতি। আত্মনো দেহাদপি আত্মজেষ্বভ্যধিকা প্রীতিঃ স্যাদেব। পোষিতৌ লালিতাবিত্যত্র দ্বিবচনেন মিত্রপুত্রে ময়ি স্বপুত্রে কৃষ্ণস্য তথা মমাপীত্যাবয়োরপি পিতরাবিতি দ্যোতয়িত্বা যুবাং লালকৌ বিনা কোটিপ্রাণপ্রিয়তম, কৃষ্ণং ভ্রাতরং চ বিনাত্র পুর্ধামপরিচিতয়োর্দেবকী-বসুদেবয়োঃ পিত্রোর্গৃহে ময়া স্থাতুং ন শক্যতে ইত্যনুদ্যোতিতম্ ॥ বি০ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** প্রথমে জ্যেষ্ঠ বলে বলদেবই বললেন—দুটি শ্লোকে। **হে পিতঃ**—হে পিতা **যুবাভ্যাং ইত্যাদি**—যশোদা-নন্দ নামক মাতা পিতা আপনাদের দ্বারা আমরা লালিত পালিত। হ্যা, এতো যুক্তিযুক্তই, এই আশয়ে বলছেন—**পিত্রোরিতি**—নিজের দেহ থেকেও

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে ॥২২॥

২২। **অন্বয়ঃ** পোষরক্ষণে অকল্পৈঃ (অসমর্থৈঃ) বন্ধুভিঃ উৎসৃষ্টান্ (ত্যক্তান্) শিশূন্ যৌ স্বপুত্রবৎ পুষ্ণীতাং স পিতা সা চ জননী।

২২। **মূলানুবাদঃ** রামের কথার অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন পোষণ-রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশু সন্তানকে যারা নিজের পুত্রের ন্যায় যত্নে লালন-পালন করেন, তারাই পিতা এবং মাতা।

নিজদেহ থেকে জাত সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিক প্রীতিই হয়ে থাকে। এখানে 'পোষিতৌ-লালিতৌ' এই দ্বিবচন ব্যবহারে বলরাম বলতে চাইছেন মিত্র পুত্র আমাতে ও স্বপুত্র কৃষ্ণে আপনাদের তুল্য বাৎসল্য আমার দেখাই আছে, তাই বলছি, আপনারা দুজন যথা কৃষ্ণের তথা আমারও পিতা-মাতা—এইরূপে তাঁদের পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রকাশ করে তার অনুধ্বনিতে আরও কিছু প্রকাশ করছেন, যথা লালক আপনাদের দুজন বিনা ও কোটিপ্রাণপ্রিয়তম ভাই কৃষ্ণ বিনা এই অপরিচিত মথুরাপুরিতে দেবকী-বসুদেব গৃহে আমি থাকতে পারব না॥ বি০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অত্র সঙ্কর্ষণোঽপি নান্যথা মন্তব্য ইতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আহ—স পিতেতি। চকারোঽপ্যর্থে। সোঽপি তস্মাৎ সঙ্কর্ষণোঽপি নন্যথা মন্তব্য ইতি, মম তু জন্মাদিত্রয়-হেতু এব ভবন্তাবিতি ভাবঃ। যদ্বা, স এব পিতা, সৈব জননী, ন তু ত্যক্তবন্তঃ পূর্ব্বপিত্রাদয়ঃ। তস্মাদযন্যতো জন্ম স্যাত্তথাপি কিমুতাত্মজাদিত্রয়মিত্যাদি॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** মনে করবেন না সঙ্কর্ষণ বিপরীত কিছু বলছে, এই আশয়ে তার কথার জের টেনে কৃষ্ণ নিজেই বলতে লাগলেন - **স চ পিতা ইতি**—['চ' অপি অর্থে] ভরণপোষণে অসমর্থ হয়ে পিতাদি পরিত্যাগ করলে যারা লালনপালন করেন তারাও পিতামাতারূপে গণ্য —সে হেতু সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধেও অন্যপ্রকার বিচার করা সমুচিত হবে না। আমার তো জন্মাদিত্রয়েরই নিমিত্ত আপনারা দুজন, এরূপ ভাব। অথবা, যে লালন-পালন করে, সেই পিতা সেই মাতা, ত্যাগকারী পূর্ব পিত্রাদি নয়,—সেই হেতু অন্য থেকে যদি জন্ম হয়েই থাকে তথাপি সেই আত্মজাদিত্রয়ের কথা তুলবারই বা কি প্রয়োজন। জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ননু ভো বলভদ্র, সত্যমেব ত্বং বসুদেবস্য মন্মিত্রস্যৈবৌরসঃ পুত্রো-হসি। সচ বিপন্মুক্তশ্চিরাৎ প্রাপ্তং স্বপুত্রং ত্বাং কথং ত্যক্তুং প্রভবিষ্যত্যতস্ত্বং সংপ্রতি স্বপিতুস্তস্যৈব গৃহে তিষ্ঠ, আবান্ত, ত্বদ্বিচ্ছেদবিদীর্ণং স্বহৃদয়ং বিবেকশিলয়া পিধায় কথঞ্চিজ্জীবিষ্যাবো নতু বসুদেবস্য সখ্যু-র্দুঃখং দ্রষ্টুং প্রভবিষ্যাবো যত আবাং তব পোষকাবেব পিতরাবিতি চেত্তত্রাহ, স ইতি। তেষাং শিশূনাং স এব পিতা সৈব জননী। নহ্যাধানকর্ত্তাপি পিতা স্বকুক্ষৌ ধৃতবত্যপি জননী। তাভ্যামুৎসৃষ্টানাং শিশূনাং যদি প্রাণানিরয়াস্পদাস্তদা কেষাং তৌ পিতরাবভবিষ্যতামতঃ

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ-দুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥২৩॥

২৩। **অন্বয়ঃ** [হে] তাত! যূয়ং ব্রজং যাত (গচ্ছত) বয়ং চ সুহৃদাং সুখং বিধায় স্নেহ-দুঃখিতান্ জ্ঞাতীন্ বঃ (যুষ্মান্) দ্রষ্টুং এষ্যামঃ।

২৩। **মূলানুবাদঃ** হে পিতঃ, আপনারা এখন ব্রজে গমন করুন। আমরাও বসুদেবাদি সুহৃদ্‌গণের সুখ বিধান করবার পর বিরহদুঃখ কাতর জ্ঞাতি আপনাদের নয়নগোচর হয়ে থাকবার জন্য পরে ব্রজে গমন করব। আপাততঃ কিছুদিন এখানেই থাক্‌ছি।

শিশুভিরপি বিবেকিভিঃ পোষকাবেব পিতরৌ তাভ্যামপি সকশাদ্বহুমাননীয়াবতো— ময়া নাত্র স্থাতব্যং যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেত্তেনাপি মামায়ং হঠো ন শিথিলয়িতুং শক্যঃ। হন্ত হন্ত পিতুস্তব সঙ্গে কৃষ্ণো ব্রজং গত্বা সুখেন খেলিষ্যতি। অহন্তু কৃষ্ণবিচ্ছেদদাবদগ্ধো মথুরায়াং স্থাস্যামীতি সর্বথৈব ন ভবেৎ, তস্মাত্তোঃ পিতরহং সশপথমেবেদং ব্রুবে। যদি কৃষ্ণো মাং হিত্বা ত্বৎসঙ্গেন ব্রজং যাস্যতি তদা মে প্রাণাঃ সদ্য এব যাস্যন্তীতি স্বাভিপ্রায়ো দ্যোতিতঃ ॥ বি॰ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** নন্দ যদি এরূপ বলেন ওহে বলভদ্র, সত্যই তুমি আমার মিত্র বসুদেবের ঔরস (নিজ হতে ধর্মপত্নী জাত পুত্র)। সে এখন বিপৎ-মুক্ত, বহুকাল পরে প্রাপ্ত নিজ পুত্রকে কি করে ত্যাগ করতে সমর্থ হবে অতএব তুমি এখন নিজ পিতার গৃহেই থাক। আমরা তোমার বিচ্ছেদবিদীর্ণ নিজ হৃদয় বিবেকরূপ পাথর দিয়ে ঢেকে কোন প্রকারে জীবনধারণ করব— কিন্তু সখা বসুদেবের দুঃখ দেখতে পারব না, যেহেতু আমরা পোষক পিতামাতা, এরূপ কথার উত্তরে বলভদ্র বলছেন, **সইতি** - যারা স্বপুত্রবৎ পালন করে সেই পিতা, সেই মাতা সেই শিশুদের। গর্ভাধান কর্তাও পিতা নয়, স্বগর্ভে ধৃতবতীও মাতা নয়। —তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুদের প্রাণ যদি চলে যেত, তা হলে কাদের পিতামাতা হত তারা, অতএব বিবেকী শিশুদের দ্বারা পোষক পিতামাতা তাদের থেকে বহু মাননীয় হয়ে থাকে। সুতরাং আমি এখানে থাকতে পারবনা, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি এসে বলেন— তিনিও আমার এই হঠ, শিথিল করতে পারবেন না। হায় হায় পিতা, কৃষ্ণ তোমার সঙ্গে ব্রজে গিয়ে সুখে খেলা করবে, আর আমি বিচ্ছেদদাবদগ্ধ হয়ে মথুরায় থাকব, এ কিছুতেই হবে না। সুতরাং হে পিতা, আমি এই শপথ বাক্য বলছি —যদি কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে আপনার সঙ্গে ব্রজে যায়, তা হলে আমার প্রাণ সদ্যই বেরিয়ে যাবে, এইরূপ বলদেবের নিজ অভিপ্রায় দ্যোতিত। বি॰ ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** তথৈব সান্ত্বয়তি—যাতেতি। বয়মিতি দ্বিত্বে অস্মদো-র্দ্বয়োশ্চেতিবচনাৎ। চকারেণোদ্ধবং সংগৃহ্লাতি, পূর্ব্বমেতাবাগমিষ্যতঃ, পশ্চাৎ স্বয়মিত্যর্থঃ। সুহৃদাং ভবৎ-সখ্যাদিসম্বন্ধেনৈব পিত্রাদিতয়া মতানাং শ্রীবসুদেবাদীনাং সুখং বিধায়েতি তদিচ্ছয়া তত্তৎকার্য্যসাধনায় যদ্য-স্মিন্ যাদবপাণ্ডবাদিমেলনেচ্ছয়া চ তদৌরসত্বখ্যাপনপূর্ব্বকং তদ্বিদ্বেষিদন্তবক্র-পর্য্যন্ত-দুষ্টবধাবধিকমভীষ্টং

সম্পাদ্যেত্যর্থঃ। এতদর্থং ভবতাং যদুবংশোৎপন্নত্বমবলম্ব্য মাতৃপক্ষেঽপি 'ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে। আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাত্তু ধিগ্বণঃ॥' ইতি মনুস্মৃতেস্তদুত্তমত্বমালম্ব্য ক্ষত্রিয়কন্যা অপি পরিণেষ্যামীত্যনুক্ত্বা প্রার্থনব্যঞ্জনা চ। আপাতগমনেনৈয়াং প্রীতিভঙ্গঃ স্যাত্তবতান্তু ন কোটিকল্পান্তরেঽপীতি ভাবঃ। তদেব স্থাপয়তি—জ্ঞাতীন্ সাক্ষাৎ পিত্রাদীন্ স্নেহদুঃখিতান্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ, পশ্যন্ত এব স্থাতুমাগমিষ্যাম ইত্যর্থঃ। তদর্থতায়াং বিহিতেন তু তুমুন্প্রত্যয়েন তস্যৈব পুরুষার্থত্বব্যঞ্জনাৎ। যদ্বা, 'তথাপি ভূমন্মহিমাগুণস্য' (শ্রীভা ১০।১৪।৬) ইত্যত্র বোধগোচরীভবিতুমিতিবদত্রাপি দৃষ্টিগোচরীভবিতুমিতি ব্যাখ্যেয়ম্, ন চ যৎ কিঞ্চিদেব দর্শনমাত্রার্থং কিন্ত্ববিচ্ছিন্নমেবেত্যভিপ্রেত্যাহ—স্নেহদুঃখিতানিতি। স্নেহস্য নিরবধিকত্বে তদ্ধেতুকাদর্শনদুঃখস্য তাদৃশত্বমিতি বিচার্য্য যস্মাৎ করুণাকুলতয়া গমিষ্যামস্তস্মান্নিতানিজাবির্ভাবদানেন যুষ্মাকং তদ্দুঃখমবশ্যমেব দূরীকরিষ্যাম ইত্যর্থঃ। অত্র সুখং বিধায়েতি ক্ত্বা-প্রত্যয়েন তস্য তু পুনরনপেক্ষণীয়ত্বং দর্শিতম্। তদেবং জ্ঞাতিষু ভবৎসু নিত্যাবস্থানমেব যুক্তম্। তেষু সুহৃৎসু পুনরৈচ্ছিকমেব তদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, সুহৃদাং সুখং বিধায়েতি মধ্যে মধ্যে ব্রজে সমাগমনে কদর্থনৈব স্যাৎ। আপাতসমাধানার্থং সাক্ষাৎকারতুল্যং মমাপ্রকটলীলা-স্ফোরণং তদুদ্ধব এব করিষ্যতীতি ব্যঞ্জিতম্। তদেতদুদ্ধব সন্দেশে ব্যাখ্যাস্যতে। ব্রজমাগত্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যাবস্থিতিশ্চ দন্তবক্রবধান্তে স্থাপয়িষ্যতে। শ্রীনন্দস্তু তদেতৎ সর্ব্বং তদভিপ্রেতম্ ন তদানীং সম্যগবগতবান্, ক্রমেণৈব তু বোদ্ধেতি গম্যম্॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সেইরূপেই সান্ত্বনা দান করছেন, যাত ইতি। **বয়ম**—আমরাও অর্থাৎ আমি এবং বলরাম। 'চ' কারের দ্বারা 'উদ্ধব' এই দুজনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। পূর্বে বলরাম-উদ্ধব দুজন পরপর ব্রজে গমন করবেন, পরে নিজে যাবেন। **সুহৃদাং ইতি**—সুহৃদ্গণের প্রীতি সম্পাদন পূর্বক যাব,—আপনার সখ্যাদি সম্বন্ধেই পিতামাতাদিরূপে সম্মত। শ্রীবসুদেবাদির সুখ বিধান করে তবেই যাব, তাদের ইচ্ছায় সেই সেই কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে যদি এই যাদব ও পাণ্ডবাদির মিলন ইচ্ছাতে এবং শ্রীবসুদেবের অঙ্গজাত পুত্র বলে খ্যাপনপূর্বক তাঁর বিদ্বেষী দন্তবক্র-পর্যন্ত দুষ্টবধ অবধি অভীষ্টপূরণ করতে গিয়ে যদি দেরীও হয়ে যায়, তা হলেও তাদের প্রীতি সম্পাদন করবার পরই (আপনাদের দেখতে যাব)—এই প্রয়োজন কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, তাই বলা হচ্ছে, যথা আপনাদের যদুবংশ জাতত্ব অবলম্বনে, এবং "ব্রাহ্মণাদুগ্র কন্যায়ামাবৃতো" ইত্যাদি মনুস্মৃতি অনুসারে মাতৃপক্ষের উত্তমতা অবলম্বনে ক্ষত্রিয়কন্যাও তো বিবাহ করব, এরূপে অনুক্ত প্রার্থনা ব্যঞ্জিত হল। [কৃষ্ণপিতা নন্দ যাদবকুলের বসুদেবপিতা শূরের পুত্র, আর মা যশোদা বৈশ্য বংশীয়া]। এই এখনই আপনার সঙ্গে চলে গেলে এই বসুদেব-দেবকীর প্রীতিভঙ্গ হয়ে যাবে, আপনাদের প্রীতি তো ভঙ্গ হবে না, কোটিকল্প অন্তর্দ্ধানেও, এমনই বৈশিষ্ট্য ইহার। এই কথাটাই স্থাপন করা হচ্ছে, স্নেহ-দুঃখিতান্ জ্ঞাতীন্—স্নেহ-দুঃখিত সাক্ষাৎ পিতামাতা আপনারা **দ্রষ্টুমেষ্যামঃ**—যাতে দেখতে পান, এমন ভাবে থাকবার জন্য আগমন করব—উহারই পুরুষার্থতা।

অথবা, "তথাপি হে মধুররূপ প্রকটনপর ! প্রাকৃতগুণ রহিত আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ কেউ কেউ বোধ গোচরীভূত করতে সমর্থ হন"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৬)—এই শ্লোকের 'বোধগোচরীভূত' বাক্যের মত এই শ্লোকের 'দ্রষ্টুম্' শব্দের অর্থ 'দৃষ্টিগোচরীভূত' করাই সমীচীন। এতে ব্যাখ্যা এরূপ হবে —দৃষ্টিগোচরীভূত হয়ে থাকার জন্য আগমন করব।—যৎকিঞ্চিত দর্শনদান মাত্রের জন্যই নয়, কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবার জন্য, এরূপ অভিপ্রায়েই বলা হল, স্নেহ দুঃখিতান্ ইতি—প্রেমবিরহের জ্বালায় দুঃখিত জ্ঞাতিদের দর্শন দানের জন্য যাব।—প্রেমের স্বভাবই হল, একবার জাত হলে আর যায় না—নিরবধি চলতে থাকে, কাজেই সেহেতুক অদর্শন-দুঃখেরও তাদৃশতাই বিচার্য—যে হেতু করুণাআকুলতায় যাব, তাই নিত্য নিজ আবির্ভাব দানে আপনাদের সেই দুঃখ অবশ্যই দূর করব, এরূপ অর্থ। **অত্র সুখং বিধ্রায়** এই মথুরায় বসুদেবাদির সুখ 'বিধায়' সম্পাদন করত—এখানে ক্ত্বা প্রত্যয়ের দ্বারা তাঁর যে পুনরায় অপেক্ষার প্রয়োজন নেই তাই দেখান হল। এইরূপে জ্ঞাতী আপনাদের মধ্যে নিত্য অবস্থানই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বসুদেবাদি সুহৃৎদের মধ্যে অবস্থান তাঁদের অভিলাষ সাপেক্ষ অর্থাৎ তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে। উপরন্তু তাঁদের [সুখং বিধায়] অভিলষিত কর্মসকল সমাপনই প্রয়োজন, মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবন-মথুরা গমনাগমনে ঐ কর্ম সকল বিফলীকৃতই হবে। —আপাত সমাধানের উপায়, সাক্ষাৎকার তুল্য আমার অপ্রকটলীলা স্ফুরণ জ্ঞাতিদের মধ্যে—ইহা উদ্ধবই করবে—এইসব উদ্ধবসন্দেশে ব্যাখ্যাত হবে। ব্রজে এসে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি হবে দন্তবক্র বধান্তে। নন্দ কিন্তু এইসব কিছু অভিপ্রায় সেই সময়ে সম্যক্ বুঝতে পারেন নি—ক্রমে ক্রমেই বুঝতে পেরেছেন, এরূপ জানতে হবে।জী০২৩।

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ হন্ত! হন্ত! কিমহং করোমি। যদি বলদেবং নীত্বৈব ব্রজং যামি তদা ব্রজে মহাসুখং ভবিষ্যতি। কিন্ত্বত্র যাদবানাং বিশেষতো বসুদেবস্য মহাদুঃখং ভবিষ্যতি মমাপি মহাকলঙ্কো ভাবী। হাহা কংসেন মে সর্বে পুত্রা হতাঃ যস্ত্বেকস্তদ্ধস্তাদপি রক্ষিতোঽবশিষ্টোঽভূদয়ং বলভদ্রস্তমপি নীত্বা নন্দো ব্রজং জগাম তন্মে নায়ং সখা, কিন্তু দৈবহতস্য মম দ্বিতীয়ঃ কংস এবেতি ভাবয়ন্নতিসন্তপ্তো বসুদেবঃ পরঃ সহস্রানভিশাপান্মে দাস্যতি, ততশ্চ মে কৃষ্ণস্যাপি কুতঃ কুশলমিতি ভাবনাসঙ্কটগ্রস্তং নন্দং কতিশঃ ক্ষণাংস্তূষ্ণীমেব স্থিতমালক্ষ্য তং যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্ কৃষ্ণঃ সসান্ত্বনমাহ, যাতেতি। হে তাত, যূয়ং সংপ্রতি ব্রজং যাত। বয়মিত্যহং বলদেবো মধুমঙ্গলাদয়ঃ প্রিয়সখাশ্চ বো-জ্ঞাতীন্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ সংপ্রতি কতিশো দিনান্যত্রৈব পুর্যাং বসেমেতি ভাবঃ। কদা আয়াস্যথেত্যত আহ,—বঃ সুহৃদাং বসুদেবাদীনাং সুখং বিধায়েতি যথা ত্বাং কলঙ্কো ন স্পৃশেৎ যথৈতেষাঞ্চ স্বপুত্রং বলদেবং প্রাপ্যাভিমত্য সংলাল্যাস্মদ্গৃহে স্থাস্যতীতি বিশ্বস্য সুখং ভরেত্তথা কৃত্বেত্যর্থঃ। জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বলদেবের এই কথা শুনে, নন্দ হায় হায় করে উঠলেন, অহো অতঃপর আমি করি কি? যদি বলদেবকে নিয়ে ব্রজে যাই, তবে ব্রজে তো মহাসুখই হবে। কিন্তু এখানে যাদবদের বিশেষ করে বসুদেবের মহাদুঃখ হবে। আমারও মহাকলঙ্ক হবে। —'হায় হায় কংস আমার সব পুত্র হত্যা করেছে, যা-ও একটি, তার হস্ত থেকে রক্ষিত হয়ে

এবং সান্ত্ব্য্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ অচ্যুতঃ এবং সব্রজং (ব্রজবাসিভিঃ সহিতং) নন্দং সান্ত্বয্য বাসো-ঽলঙ্কার-কুপ্যাদ্যৈঃ (বসনংভূষনং সুবর্ণ-রজত-ব্যতিরিক্ত কংসাদিপাত্রানি তৎ প্রভৃতিভিঃ) সাদরং অর্চয়ামাস।

২৪। **মূলানুবাদঃ** ভগবান্ অচ্যুত সর্বব্রজজনের সহিত শ্রীনন্দকে এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করে বস্ত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংসাদি পাত্র দ্বারা আদরে পূজা করলেন।

অবশিষ্ট রইল, সে এই বলভদ্র, তাকেও নিয়ে নন্দ ব্রজে চলে যাচ্ছে, তাই সে আমার সখা নয়, কিন্তু দৈবহত আমার দ্বিতীয় কংসই, এইরূপ ভাবনা করে অতি সন্তপ্ত বসুদেব পরসহস্র অভিশাপ দিবে আমাকে,—এতে আমার কৃষ্ণেরও কি করে কুশল হবে'—এইরূপ ভাবনা-সঙ্কটগ্রস্ত নন্দকে কিছুক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ করে তাঁকে যুক্তিদ্বারা প্রবোধিত করত কৃষ্ণ সান্ত্বনা দানের সহিত বললেন, **যাত ইতি**—হে পিতা, এখন আপনি ব্রজে যান। **বয়ম্ ইতি**—আমি বলদেব ও মধুমঙ্গলাদি প্রিয় সখাগণ জ্ঞাতী আপনাদের নয়নগোচর হয়ে থাকবার জন্য পরে ব্রজে গমন করবো, সম্প্রতি কিছুদিন এখানেই মথুরায় বাস করব, এরূপ ভাব। কবে আসবে এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বললেন—**বো সুহৃদাং**—আপনার সুহৃৎ বসুদেবাদির সুখ সম্পাদন পূর্বক আসব, যাতে আপনাকে কলঙ্ক স্পর্শ না করে, এঁদের স্বপুত্র বলদেবকে কাছে পেয়ে নিজ অভিপ্রায় অনুসারে লালন-পালন করা হয়, তৎপর ভাই, বলদেবের সহিত ব্রজে আমাদের ঘরে গিয়ে থাকব। যাতে বিশ্বেরও সুখ হয়, সেইরূপে এখানকার করণীয় কাজ সম্পন্ন পূর্বক ব্রজে যাব। বি০ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সান্ত্বয্যেত্যত্র হেতুঃ—ভগবান্ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থ ইত্যর্থঃ। মৎপুত্রোঽয়ং সত্যবাক্যাৎ কদাপি চ্যুতো ন স্যাদিতি শ্রীনন্দসম্ভাবনোৎপাদনায়েতি ভাবঃ। সব্রজং সর্ব্বব্রজজনৈঃ সহিতং যে তত্র সঙ্গে গতাস্তান্ সাক্ষাদেব তত্তাদৃশপ্রণয় বাক্যান তত্তৎপ্রদানেন চ যে চ ব্রজস্থাঃ শ্রীযশোদাদয়স্তানপি তত্তৎসন্দেশেন তত্তৎপ্রেষণেন চেত্যর্থঃ। কুপ্যানি গোদোহনাদ্যর্থং কাংস্যাদিপাত্রাণি, আদি শব্দাদুত্তমযানাদীনি। ব্রজস্থ তত্তদধিকসম্পৎসদ্ভাবেঽপি তত্তদ্দানং প্রীতিময়ত্বা-দ্বাঞ্ছিততমং গন্ধপুষ্পাদিবত্তদেবাহ—সাদরং যথা স্যাৎ, যদ্বা, সাদরং শ্রীনন্দং পুত্রেণ যদুচ্যতে ক্রিয়তে বা তত্র তত্রৈব স্নেহভরেণ প্রীয়মাণমিত্যর্থঃ। অর্হয়ামাসেতি—শ্রীবসুদেবোগ্রসেনাদীনানায্য তদ্দ্বারা পূজয়ামাস, স্বয়ন্তু সান্নিধ্যেনৈব হেতুরাসীদিত্যর্থঃ। কারীষোঽগ্নিরধ্যাপয়তীতিবৎ তদা যুক্তত্বাৎ ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **সান্ত্বয্য ইতি**—সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক, এতে হেতু **ভগবান্**—সব কিছু করতে সমর্থ, এরূপ অর্থ।—এ আমার পুত্র সত্যবাক্য থেকে কদাপি চ্যুত হয় না—এইরূপ নিশ্চয়-প্রধান জ্ঞান শ্রীনন্দের মনে জন্মানোর জন্য, এরূপ ভাব। **সব্রজং নন্দং**—নন্দের সহিত যাঁরা মথুরা গিয়েছিল, সেই সব ব্রজজনদিগকে সাক্ষাৎ সেই তাদৃশ প্রণয় বাক্যে ও সেই সেই

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** প্রণয় বিহ্বলঃ নন্দঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) উক্তঃ (কথিত সন্) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অশ্রুভিঃ নেত্রে পূরয়ন্ গোপৈঃ সহ ব্রজং যযৌ।

২৫। **মূলানুবাদঃ** প্রণয়বিহ্বল নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাক্য শুনে রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে গোপগণের সহিত ব্রজে গমন করলেন।

বস্তু প্রদানে আর যারা ব্রজে ছিল, সেই যশোদাদিকে মথুরার সেই সেই খবর ও সেই সেই বস্তু পাঠিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন—সেই সেই বস্তু কি? বস্ত্র, অলঙ্কার ও **কুপ্যাদি**—সোনা-রূপা ছাড়া অন্য গোদোহনাদির জন্য কাসাপ্রভৃতি পাত্র, 'প্রভৃতি' শব্দে উত্তম যানাদি। ব্রজে সেই সেইবস্তু অনেক বেশী থাকলেও সেই সেই দান প্রীতি মাখানো হওয়া হেতু বাঞ্ছিততম, গন্ধপুষ্পাদি পূজা-উপকরণের মতো। তাই বলা হচ্ছে, **সাদরং**—আদরের সহিত পূজা করলেন। অথবা, পুত্রদ্বারা যা উক্ত বা কৃত হয়, তাতে তাতেই নন্দ মহাশয়ের সন্তুষ্টি। **অহঁয়ামাস ইতি**—শ্রীবসুদেব-উগ্রসেনাদিদ্বারা আনয়নের উপযুক্ত পূজোপকরণের দ্বারা পূজা করলেন—নিজেতো সান্নিধ্যের দ্বারাই কারণ হলেন, 'ঘুটের অগ্নি অধ্যায়ন করায়' এই ন্যায়বৎ তদা যুক্ত থাকা হেতু ॥ জি০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা:** এবং সান্ত্বয়েতি যত্তত্র মম কতিচিদ্দিনবিলম্বো ভবেত্তদাপি ন ব্যাকুলীভবিতব্যম্। মম তত্রৈব মনোঽস্ত্যত্রত্বেদনুরোধেনৈব স্থিতিরিতি। সব্রজং ব্রজবাসিভিঃ সহিতং কুপ্যানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদিপাত্রাণি তৎ প্রভৃতিভিঃ ॥ বি০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এবং সান্ত্বয্য ইতি**—এইরূপে সান্ত্বনা দিয়ে—যদি আমার এই মথুরায় কয়েকদিন বিলম্ব হয়, তথাপি আপনার ব্যকুল হওয়া ঠিক সমীচীন হবে না। আমার মন ব্রজেই পড়ে আছে, এখানে তো এদের অনুরোধেই থাকা। **সব্রজং**—ব্রজবাসিদের সহিত (নন্দকে পূজা করলেন) **কুপ্যানি**—সোনা-রূপা ছাড়াও বাড়তি কাসার বাসনাদি উপকরণের দ্বারা পূজা করলেন ॥ জি০ ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা:** ইত্যুক্ত ইত্যস্য 'যাত যূয়ম্' ইত্যাগ্রন্ত পূর্ব্ব-পদ্যত্রয়েণ ব্যবহিতেনাপ্যন্বয়ঃ। প্রণয়বিহ্বল ইতি স্তম্ভমোহাদিকঞ্চ সূচয়তি। গোপৈঃ সহেতি তেষামপি প্রত্যেক-মালিঙ্গনং তথা প্রেমবিহ্বলত্বাদিকং চোক্তম্ 'অহো ভগবতো নৌমি বলাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তনম্। প্রাহিণোৎ যঃ স্বশূন্যেঽপি শ্রীনন্দাদীনপি ব্রজে ॥ ত্বাং ব্রজেশ্বরি শোচামি ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি। কৃষ্ণং বিনা গতেষ্বেষু হা হা জীবিষ্যথঃ কথম্' ॥ জী০ ২৫ ॥'

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ইত্যুক্তঃ**—কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করে নন্দ তাদের আলিঙ্গন করলেন। যদিও 'যাত যূয়ম্' ইত্যাদি বাক্য অন্ত-পূর্ব পদত্রয়ের দ্বারা ব্যবহিত, তাহলেও ২০ শ্লোকের সহিত অন্বয় করেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করণীয়। **প্রণয়বিহ্বলঃ**—এই বাক্য স্তম্ভ-মোহাদিকেও ইঙ্গিত করছে—অর্থাৎ পুত্রবিরহ থেকে নন্দের দেহে মূর্চ্ছা বিবশতা, স্তম্ভ, মোহাদি উপস্থিত হল। **গোপৈঃ-সহ**—গোপেদের সহিত নন্দ ব্রজে চললেন—তাঁদেরও প্রত্যেককে আলিঙ্গন, তথা তাদের প্রেমবিহ্বলতাদিও উক্ত হল।—নিজইচ্ছার বলে সর্বকার্য প্রবর্তক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম—যিনি কৃষ্ণ-বিরহীত ব্রজে শ্রীনন্দাদি গোপজনকে প্রেরণ করলেন। হে ব্রজেশ্বরি! হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, কৃষ্ণ বিরহে কত দিন-না চলে যাবে, হায় হায় তোমরা বাচবে কি করে ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রণয়বিহ্বলঃ পুত্রবিচ্ছেদোত্থমূর্চ্ছাবিবশঃ, ব্রজং যযৌ, রাম-কৃষ্ণৌ তৌ তু শ্রীবসুদেবস্যগৃহমাগত্য সুখং বর্ত্তেতেস্মেতি, অত্র কেচিদ্রসজ্ঞাঃ প্রেম্ণোঽনুমাত্রমপ্যপচয়মসহমানা আক্ষিপন্তো বিবদন্তে ইতি তাংশ্চ সমাধিৎসামো ব্যাখ্যান্তরেণ তচ্চ যে উপাদিৎসতে ত এব উপাদদতাম্। তত্রায়মাক্ষেপঃ। পিতর্যুবাভ্যামিত্যাদি শ্লোকপঞ্চকস্য যথাশ্রুতার্থঃ খলু প্রেমপ্রতিকূল এব স্পষ্টঃ। এতাবতা ব্যাখ্যানেনাপি ন প্রেমা স্থিরী ভবতি নন্দ-কৃষ্ণয়োর্মিথস্ত্যাগাৎ। তত্রাপি কৃষ্ণঃ খল্বীশ্বরো দুর্গমলীলো নন্দং পিতরমপি ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতু নাম। নন্দস্তু কৃষ্ণং ত্যক্ত্বা কথং ব্রজং গন্তুমশকৎ প্রাণ-কোট্যধিকপ্রেষ্ঠং তমপ্যুপেক্ষ্য ব্রজে গোধনাদ্যপেক্ষৈব কিং তস্য দুস্ত্যজাভূৎ। মথুরাপ্রান্ত এব তাবৎ কালং কিং নাবসৎ। তদ্ব্যাখ্যানঞ্চৈবং শ্রীনন্দপ্রবোধনামাত্রোপক্ষীণং নতু রাম-কৃষ্ণয়োস্তদৃশ্যেব মনসি নিষ্ঠা বাস্তবী। যতো রামোঽপি ব্রজমায়াস্যন্ দশমে বর্ণিতো নতু কৃষ্ণঃ। নিখিলান্ স্বধ্যান্ শত্রূন্ দন্তবক্র-পর্য্যন্তান্ হত্বা নিশ্চিন্তীভূয় যদ্ব্রজাগমনং পাদ্মোত্তরখণ্ডদৃষ্টং "যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসস'র ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বে"তি প্রথমস্কন্ধীর বাক্যজ্ঞাপিতং চ বর্ত্ততে তদপি ন প্রেমলক্ষণং সঙ্গময়তি। তথাহি "তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদুত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাসসপ্রেমৈর্বায়াস্য ইতি দৌত্যকৈ"রিতি শ্রীশুকোক্তৌ দৌত্য-কৈর্দূত্যবাক্যৈরিতি টীকাকারাণাং ব্যাখ্যানং তত্র বহুবচনেন বহূনাং দূতানাং বাক্যৈরেকস্যৈব বা দূতস্য আয়াস্যে, আয়াস্যে, আয়াস্যে অবশ্যমায়াস্যামোবেতি পুনঃ পুনরুক্তেরিতি বুদ্ধ্যতে। কীদৃশৈঃ সপ্রেমৈঃ প্রেমসহিতৈরিতি দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞস্য রাজ্ঞো ধনুর্মখদর্শনার্থকনিমন্ত্রণানুরোধেনৈবাত্র মথুরাং যুষ্মাং স্ত্যক্ত্বা যামি নতু স্বেচ্ছয়া। অতঃ শ্বো ধনুর্মখং দৃষ্ট্বা পরশ্ব আয়াস্যামি। তত্র যদি কার্যান্তরমাপতেত্তদপি শ্ব এব কৃত্বা পরশ্বস্তু শীঘ্রমায়াস্যামোবেত্যেষোঽর্থএব কৃষ্ণস্য যদি বাঙ্মনসয়োঃ স্যাত্তদৈব তদ্বাক্যানাং প্রেম-সহিতত্বং স্যাদন্যথা তু কপটসহিতত্বমেব। যথা "ন লব্ধো দৈবহতয়ো বাসো নৌ ভবদন্তিকে। যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদ"মিত্যাদি দেবকী-বসুদেবমোহনার্থকানাং তদ্বাক্যানামিতি সন্তু যা তদ্বাক্যানি তাদৃশান্যেবঃ শ্রীশুকদেবঃ কথং সপ্রেমৈরিত্যনেন তানি বিশিনষ্টি স্ম। তস্মাদ্যদি জরা-

সন্ধাদি-দুষ্টদমনাদি নানা-কৃত্যান্তনপেক্ষয়ৈব কংসবধপরদিন এব কৃষ্ণঃ শীঘ্রং ব্রজমাগচ্ছেত্তদৈব তস্য গোপীনাং প্রেম্ণ্যপেক্ষা স্যাদন্যথা তূপেক্ষৈব সপ্রেমৈরিতি পদার্থশ্চালীক এব স্যাৎ। তস্মাদত্রোপপত্তিশ্চিন্তনীয়া। অত্রেয়ং চিন্তা বসুদেবাদয়োঽপি প্রেমবন্তো ভবন্ত্যেবেত্যেষামপ্যুপেক্ষা অনুচিতা নন্দাদয়স্তুসমোর্ধ্ব প্রেমবন্তস্তেষামুপেক্ষা সর্বথৈবানুচিতা। জরাসন্ধাদিদুষ্টবধ-শিষ্টপালনমপ্যবতার-প্রয়োজনমবশ্য সম্পাদ্যম্। রুক্মিণ্যাদি পারিজাতাদ্যাহরণধর্মপুত্রাদিসাহিত্যবিচিত্রচরিত্রাত্মিকা দ্বারিকাদিলীলাপ্যবশ্য-প্রকাশ্যা। ধনুর্মখং দৃষ্ট্বৈবায়াস্যামীতি গোপীষ্বাগমনং প্রতিশ্রুতঞ্চ সত্যং কার্যং, বহ্নিদাহেন কনকস্বরূপমিব মহাপ্রবাস-বিপ্রলম্ভ-প্রকাশিতং তাসামসমোর্ধ্বপ্রেমস্বরূপঞ্চ মথুরাদ্বারকাপ্রেমপরিকরমুখ্যমভিজ্ঞচূড়ামণিমুদ্ধবং দর্শয়িত্বা তস্যৈব প্রেম্ণ সর্বোৎকর্ষশ্চ খ্যাপনীয় ইত্যাদ্যাবশ্যক নিখিল-কৃত্য-সমাধাত্রীমতর্কৈশ্বর্য্যাং স্বীয়-যোগমায়ায়াঃ শক্তিমাশ্রিত্য বলদেব-সহিত এব কৃষ্ণঃ শ্রীনন্দং পিতরমাসাদ্য তদৈব তেষাং নন্দাদীনাং স্বস্য চ দ্বৌ দ্বৌ প্রকাশাবাবির্ভাব্য প্রথমেন প্রকাশেন শ্রীনন্দং প্রতি "পিতর্যুবাভ্যা"মিতি শ্লোকত্রয়ং যদুবাচ তস্য "এবং সান্ত্বয্যে"তি তদুত্তরস্য শ্লোকদ্বয়স্য চ ব্যাখ্যা-কৃতৈব। তত্রৈব প্রকারান্তরেণ বর্তমানৌ কৃষ্ণরামা-বাহতুঃ পিতরিতি 'যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং আবাং কৃষ্ণরামৌ দ্বাবপি পোষিতৌ লালিতৌ চে'তি যুবয়ো-রাবাং পোষ্যপুত্রাবেব নত্বাত্মজৌ কিমিত্যাবাভ্যাং ত্বং পৃচ্ছ্যসে তত্র তত্ত্বং ব্রূহি। অত্রত্যাস্তু নন্দস্য পোষ্য-পুত্রাবেবেত্যুগ্রসেনাদয়ঃ সর্ব এব যাদবা ব্রুবন্তি, অতএব দেবকী-বসুদেবৌ আবামাত্মজৌ মত্বা লালনা-দিকং বহুতরং কৃত্বা মথুরায়ামত্রৈব বহুতরং নিরুদ্ধ্য রক্ষিতুমীহেতে, ত্বৎসমীপমায়াতুমপি ন দদাতে, ত্বং তৎপ্রিয়সখোঽপি লৌকিকরীত্যা শ্বো ভোজনার্থমপি ন নিমন্ত্রিতঃ অদ্যাপি ত্বাং মিলিতুমপি কেঽপি যাদবা নায়ান্তি; আবাম্ত্বতিতরামুদ্বিগ্নৌ তৈরলক্ষিতং বলাৎ পলায্যৈব ত্বৎসমীপমায়াতাবিতি ভাবঃ। নন্বু ভো কৃষ্ণ, ত্বং পূর্বজন্মনি বসুদেবস্য পুত্র আসীরেব "প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজ" ইতি তন্নাম করণসময়ে গর্গেণোক্তং তেনৈব বসুদেবং প্রত্যপি তথৈবোক্তমিত্যনুমিমে। অতো বসুদেবস্ত্বাং গুণগণার্ণবমেতজ্জ-ন্মন্যপি পুত্রত্বেনাভিমত্য জিঘৃক্ষতি বলদেবং স্বপুত্রং তু স্বগৃহং নেষ্যত্যেবেত্যহং জানে এব তৎ ত্বামপ্যহং পৃচ্ছামি-এতেষাং বাচৈব ত্বং কিমাবাং পোষকৌ পিতরাবেব সংপ্রতি মন্যসে। আবয়োঃ কিং ত্বং পোষ্য এব পুত্রোঽভূস্তত্র কৃষ্ণ' সাস্রমাহ,—পিত্রোঃ খল্বাত্মজেষ্বেব পুত্রেষু আত্মনো দেহাৎ জীবাত্মনশ্চাপি সকাশাদভ্যধিকা প্রীতির্ভবেৎ। যদ্যহং যুবয়োঃ পোষ্য এব পুত্রঃ আত্মজ স্তদা কথমহং যুবয়োরাত্মপ্রাণকোটেরপি প্রিয়োঽভূবমতস্ত্বদ্বৈরিণাং বসুদেবাদীনাং মুখমপ্যতঃ পরং ন দ্রক্ষ্যামীতি ভাবঃ। নন্বু ভো বৎস! বলদেব! তব কোঽভিপ্রায়স্তং ব্রূহীত্যত আহ,—সপিতেত্যাদি। তস্মাদহং বসুদেবস্য গৃহে ত্বাং কৃষ্ণঞ্চ হিত্বা নৈব স্থাস্যামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিতি পূর্বব্যাখ্যাত এব ভাবঃ। ততশ্চ যদি বলদেবমপি নীত্বা ব্রজং যামি তর্হ্যেতে মহাদুঃ-খিনো ভবিষ্যন্তি। এতৈঃ স্বার্থপরৈর্ময়ি বৈরভাবঃ কৃত এব অহন্তু বৈরং কথং করবাণীতি ক্ষণং চিন্তয়-ন্তং ব্রজরাজং তৌ সত্বরমাহতুঃ যাতেতি। হে তাতেতি হে তাত, যূয়ং ব্রজং যাত বয়ঞ্চ ব্রজং যামঃ ন চাত্র

ক্ষণমপি বিলম্ব্যতামিতি ভাবঃ। "জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিং ফল" মিতি নীতিশাস্ত্রং জানান্তেব তদপি স্বসাধুত্বেন যত্নেষাং দুঃখগন্ধমপিসোঢ়ুং ন শক্নোষি তর্হি শৃণু যদ্ব্রূমহে ইত্যাহতুঃ জ্ঞাতীনিতি। বো যুষ্মাকং যাদবত্বেন জ্ঞাতীন্ বসুদেবাদীন দ্রষ্টুমেষ্যামঃ সুহৃদাং তত্রত্যানাং সৌহার্দবতাং জনানাং স্বদর্শনদানাদিনা সুখং বিধায় ইতি তাভ্যামুক্তস্তৌ কৃষ্ণরামৌ বামদক্ষিণাভ্যাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্যেব কৃপণঃ স্বধনমিব নতু স্বাঙ্গবিচ্যুতীকৃত্যেত্যর্থঃ। প্রণয়ানন্দবিবশঃ। অশ্রুভিরানন্দধারাভির্নেত্রে পূরয়ন্নেব কনকশকটমারুহ্য ব্রজং যযৌ। অতো যোগমায়াপ্রভাবাৎ পরস্পরালক্ষিত একো নন্দঃ কৃষ্ণবিযুক্ত এব ব্রজং যযাবন্যস্ত কৃষ্ণসংযুক্ত ইতি। এবঞ্চ ব্রজস্থানামপি সর্বেষাং গোপী-গোপ পশ্বাদীনাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাদেকে কৃষ্ণ বিযুক্তেন নন্দেন সহ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্না অন্যে কৃষ্ণসংযুক্তেন নন্দেন মহানন্দসমুদ্রে নিমগ্না ব্রজ এব তত্র পরস্পরমলক্ষিতা অসংপৃক্তা এব বর্তন্তে স্ম। যথা দ্বারকায়াং নারদদৃষ্টপ্রকাশেষু একত্র কৃষ্ণং লালয়ন্তী ভোজয়ন্তী দেবকী পরমানন্দনিমগ্না তদৈবান্যত্র কৃষ্ণবিযুক্তা হন্ত, হন্ত, মৃগয়াং কৃত্বা অধুনাপি নায়াতঃ মৎপুত্রো ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যাকুল ইতি বদন্তী পরমদুঃখৈ নিমগ্নৈবেতি। যদুক্তং ভাগবতামৃতে, —"আশ্চর্যমেকদৈকত্র বর্তমানান্যপি ধ্রুবম্। পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্বথা"তি। 'যদ্যপি প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে সহি নো পৃথ'গিত্যুক্তের্বস্তুতো ন প্রকাশানাং ভেদ স্তদপ্যভিমানচেষ্টিতাদীনাং লীলাশক্তিপ্রভাবাত্তেদস্তিষ্ঠত্যেবেতি যোগমায়াবিভূত্যধ্যায়ে বহুলাশ্বশ্রুতদেবোপাখ্যানে চ ব্যক্তী ভবিষ্যতীতি প্রকাশদ্বয়স্য ক্রমেণ প্রয়োজনদ্বয়ং, যথা স্বীয়কনকস্যানর্ঘ্যস্য স্বরূপজ্ঞাপনার্থমেব যথা বহ্নিনা তৎসংদহ্যতে তথৈব স্বীয়সর্বপ্রেমপরিকরমুখ্যমপ্যুদ্ধবং দিব্যোন্মাদচিত্রজল্পাদিভির্মহাচমৎকারময়ং ব্রজপ্রেমণ উৎকর্ষং জ্ঞাপয়িতুমেব প্রথমো বিয়োগময়ঃ প্রকাশঃ প্রকাশিতঃ। অতএব ব্রজং প্রত্যুদ্ধব এব প্রস্থাপয়িষ্যতে, সচ প্রায়স্তমেব বিয়োগময়ংপ্রকাশং দৃষ্ট্বা মহাপ্রেমচমৎকারমাপ্নুব"ন্নেতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবী"তি 'নায়ংশ্রিয়োঙ্গে"তি আসামহো চরণরেণুজুষা" মিত্যাদিপদ্যৈস্তৎপ্রেমণ এব সর্ব্বোৎকর্ষমুদ্ঘোষয়িষ্যতি। স এব প্রকাশঃ কুরুক্ষেত্রং গত্বা দেবকী-বসুদেবাদীন্ রুক্মিণ্যাদীংশ্চ স্বং দর্শয়িত্বা মহাপ্রেমচমৎকারং প্রাপয়িষ্যতি। বলভদ্রোঽপি ব্রজং গতস্তমেব প্রকাশং প্রেমোন্মাদময়ং দৃষ্ট্বা চমৎকারমাপ্স্যতীতি। ব্রজবিষয়কং স্বাশ্রয়কং প্রেমাণং নিশ্চলমেব জ্ঞাপয়িতুং দ্বিতীয়ঃ সংযোগময়ঃ প্রকাশঃ অতএব "বিশোকা অহনী নির্ন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিত" মিত্যত্রাহনী ইতি দ্বিবচনেন দ্বে অহনী ব্যাপ্যৈব বিচ্ছেদো, ন তত ইতি জ্ঞাপিতম্,- উদ্ধবেনাপি (১০।৪৬।৩৫) "হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্। যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি ত"দিতি তদা বর্তমানকাল এব প্রযুক্তঃ। তথা তেন ব্রজপ্রবেশে প্রথমং স সংযোগময় এব প্রকাশঃ সামান্যতো দ্রক্ষ্যতে। যদ্বক্ষ্যতে "বাসিতার্থেতি যুদ্ধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈ'রিতি। (১০।৪৬।১০) "গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিস্বনেন চে"তি ১০।৪৬।১১ "স্বলঙ্কৃতাভি র্গোপীভির্গোভিশ্চ সুবিরাজিত"মিতি "তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ। চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননা" সামান্যতো দ্রক্ষ্যতে। "উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচন"মিত্যাদি কৃষ্ণসংযোগানন্দলক্ষণমিত্যেবং প্রকাশদ্বয়স্য প্রয়োজনং প্রমাণঞ্চোক্তম্। বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রণয়বিহ্বলঃ— পুত্রবিরহোত্থ মূর্ছা-বিবশ নন্দ ব্রজং

যযৌ – ব্রজে চলে গেলেন। আর রামকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবের গৃহে এসে সুখে বাস করতে লাগলেন—এ বিষয়ে কোন কোন রসজ্ঞব্যক্তি প্রেমের অনুমাত্রও অপচয় সহ্য করতে না পেরে আক্ষেপ সহকারে বাদানুবাদ করেন—ব্যাখ্যান্তরে সেই বিরোধভঞ্জন করব – এই বাদানুবাদে যারা কারণ দর্শাইতে ইচ্ছা করেন, তারা তা করুন – সে বিষয়ে এইরূপ আক্ষেপ (কোনও বিশেষ প্রতিপত্তির অভিলাষে বিবক্ষিত বিষয়ের 'নিষেধের ন্যায় উক্তিকে' আক্ষেপ বলে), যথা—'পিতর্যুবাভ্যাং' ইত্যাদি শ্লোক পঞ্চকের (২১-২৫) যথাশ্রুত অর্থ যে প্রেমপ্রতিকূল, তা স্পষ্ট। এ পর্যন্ত ইহাদের যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতেও প্রেমা স্থির হয় নি, নন্দ-কৃষ্ণের পরস্পর ত্যাগ হেতু। এরমধ্যেও আবার কৃষ্ণ ঈশ্বর দুর্গমলীল, পিতা হলেও নন্দকে ত্যাগ করে তিষ্ঠুতে পারেন যদি পারুন, কিন্তু নন্দ কৃষ্ণকে ত্যাগ করত কি করে ব্রজে যেতে পারলেন। প্রাণকোটি-অধিক প্রেষ্ঠ কৃষ্ণকেও উপেক্ষা করে ব্রজে গোধনাদি অপেক্ষাই কি তার দুস্ত্যজ্য হল। মথুরার প্রান্তদেশেই কেন-না তাবৎকাল বাস করতে থাকলেন? আরও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যানও দুর্বল, শ্রীনন্দসান্ত্বনা মাত্র। কৃষ্ণ-বলরামের মনের তাদৃশ নিষ্ঠাও বাস্তবী নয়। —যেহেতু দশমে বর্ণিত আছে, বলরামও ব্রজে এসেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নয়। পাদ্মোত্তর খণ্ডে যে দৃষ্ট হয়, নিখিল স্ববধ্য দন্তবক্র পর্যন্ত শত্রু বধ করত নিশ্চিন্ত হয়ে যে, ব্রজেগমন হয়েছিল তা এবং শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যে বর্ণিত হয়ে আছে, যথা "হর্ষ্যন্বুজইত্যাদি" অর্থাৎ "দ্বারকাবাসিগণ বলতে লাগলেন—হে পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ! যখন আপনি ব্রজজনের দর্শনেচ্ছায় ব্রজেগমন করলেন ইত্যাদি" এই সকল শাস্ত্র প্রমাণও প্রেমলক্ষণের অস্তিত্ব নিশ্চয় করে দিচ্ছে না। —সেরূপই দেখা যায় দশমের ৩৯ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে – "যদুপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তার প্রস্থানকালে সেই গোপীগণকে অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখে 'শিঘ্রই আসছি' বলে প্রেম-সংযুক্ত দূতবাক্যে বার বার সান্ত্বনা দান করলেন।"—এইরূপ শ্রীশুক-উক্তিতে 'দৌত্যকৈঃ' শব্দের উপর টীকাকারগণের ব্যাখ্যান 'দ্যুতবাকৈঃ', এখানে বহুবচন প্রয়োগে বুঝান হয়েছে—বহুদূতের বাক্যের দ্বারা, বা এক দূতের মুখেই আসব, আসব, আসব, অবশ্যই আসব, এরূপ পুনঃপুন উক্তি। - কিদৃশ সেই বাক্য? প্রেমসংযুক্ত। ইহা এরূপই হবে, যথা – হে গোপীগণ,– যার আদেশ দুর্লঙ্ঘ্য সেই রাজার ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ অনুরোধেই আজ তোমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছি, স্বেচ্ছায় নয়। অতএব আগামীকাল ধনুর্যজ্ঞ দর্শন করে পরশু চলে আসব। তথায় যদি কার্যান্তর এসে পড়ে, তাও আগামী কালই করে পরশু তো শীঘ্রই এসে যাব– কৃষ্ণের এই কথা যদি মনের কথা হতো, তা হলেই সেই কথাকে বলা যেত প্রেম-সংযুক্ত কথা কিন্তু ভিন্নপ্রকার হওয়া হেতু, কপটতা-সংযুক্ততাই প্রকাশ পেল,— শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৫।৪) শ্লোকে দেবকী-বসুদেবের উপর উন্মুখমোহিনী মায়া বিস্তার করত কৃষ্ণ বলতে লাগলেন –"আমরা ভাগ্যহীন, পিতামাতার ঘরে থাকলে স্বভাবতঃই যে সুখ হয়, বিশেষতো তাদের হাতে লালিত হলে, তা আমরা পাইনি।"– এ কথাতো দেবকী বসুদেবের মোহনের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে, কাজেই এ কথা থাক্ না– শ্রীশুকদেবই বা কি করে দশমের ৩৯।৩৫ শ্লোকে কৃষ্ণের গোপী-সান্ত্বনার সেই বাক্যকে 'সপ্রেম' শব্দে ভূষিত করলেন? —যদি জরাসন্ধাদি দুষ্ট দমনাদি

নানা কৃত্য সকলের অপেক্ষা না করেই কংসবধের পরদিনই কৃষ্ণ যদি শীঘ্র ব্রজে চলে আসতেন, তা হলেই সেই গোপীদের প্রেমের অপেক্ষা বুঝা যেত, অন্যথায় কিন্তু উপেক্ষাই বুঝা যাচ্ছে ; সুতরাং 'সপ্রেম' কথার অর্থ অলীক হয়ে পড়ছে।

সুতরাং এ বিষয়ে সঙ্গতি চিন্তনীয়। এ বিষয়ে বিচার এইরূপ, যথা—বসুদেব দেবকী ও প্রেমবান্, এদের অপেক্ষা করাও অনুচিত, আবার ওদিকে নন্দাদিও অসমোর্ধ্ব প্রেমবান্, তাদের উপেক্ষা করা তো সর্বথাই অনুচিত। দুষ্টবধ-শিষ্টপালনও অবতার-প্রয়োজন, যা অবশ্য সম্পাদনীয়।—রুক্মিণ্যাদি, পারিজাতাদি আহরণ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির সংসর্গে বিচিত্র চরিত্রাত্মিকা দ্বারকাদি লীলা অবশ্য প্রকাশনীয়। 'ধনুর্যজ্ঞ দেখেই আসব', গোপীদের নিকট এই প্রতিশ্রুত গমন সত্য করণীয়, এবং অগ্নিতাপে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রকাশের মতো মহাপ্রবাস-বিরহে প্রকাশিত তাঁদের অসমোর্ধ্ব প্রেমস্বরূপটি মথুরা দ্বারকার প্রেম পরিকরমুখ্য অভিজ্ঞচূড়ামণি উদ্ধবকে দেখিয়ে তাঁদের প্রেমকেই সর্বোৎকর্ষরূপে খ্যাপণীয়—ইত্যাদি আবশ্যক নিখিল কৃত্য সমাধান করণীয়—অতএব অতর্ক ঐশ্বর্য স্বীয় যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় করত বলদেবের সহিতই কৃষ্ণ পিতানন্দের নিকট গিয়ে তৎক্ষণাৎই সেই নন্দাদির ও নিজের দুই দুই প্রকাশ আবির্ভাব করিয়ে প্রথম মাধুর্যমূর্তি প্রকাশে শ্রীনন্দের প্রতি 'পিতর্যুবাভ্যাম্' ইতি (৪৫।২১-২৩) শ্লোকত্রয় যা বললেন, এবং তার উত্তর এবং 'সান্ত্বয্য' (২৪ ২৫) শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা আছে। সেখানেই ঐশ্বর্যমূর্তিতে বর্তমান কৃষ্ণরাম প্রশ্ন করলেন—'হে পিতঃ, স্নিগ্ধ আপনাদের দ্বারা রামকৃষ্ণ আমরা দুজনই পোষিত-লালিত হয়েছি', সুতরাং আমরা কি আপনাদের পুষ্যপুত্র মাত্র, দেহজাত পুত্র নই কি ? —আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, এ বিষয়ে তত্ত্ব বলুন। —এখানকার লোকজন উগ্রসেনাদি সকল যাদবগণই 'ন' আমাদিকে নন্দের পোষ্যপুত্রই বলছে—অতএব দেবকী-বসুদেব আমাদিকে নিজেদের দেহজাত পুত্র মনে করত বহুভাবে লালনাদি করত এই মথুরাতেই বহুবহু যত্নে আটকে রাখার চেষ্টা করছে, আপনার কাছে আসতে পর্যন্ত দিচ্ছে না আর আপনি তাঁর প্রিয়সখা হলেও লৌকিকরীতি অনুসারে আগামীকাল ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত পর্যন্ত হন নি। আজও আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনও যাদবও এল না—আমরা দুজনতো অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের অলক্ষিতে বলপূর্বক পালিয়ে শহর প্রান্তে এই আবাসে আপনার নিকট এসেছি, এরূপ ভাব। - এরই উত্তরে পিতা নন্দর উক্তি—হে কৃষ্ণ, তুমি পূর্বজন্মে বাসুদেবের পুত্র ছিলে—নামকরণ-কাল গর্গ বলেছেন—"হে নন্দ, তোমার এই পুত্র পূর্বে কোনও দিন বসুদেব থেকে জাত হয়েছিল।" এই কথা অনুসারেই 'নন্দের পোষ্যপুত্র আমরা' এরূপ উগ্রসেনাদির উক্তি বসুদেবের প্রতি, এরূপই অনুমান হচ্ছে। — নন্দ বলে চলেছেন—) অতএব গুণসাগর তোমাকে এ জন্মেও পুত্ররূপে সর্বতোভাবে মেনে নিয়ে নিজগৃহে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয়েছেন বসুদেব,—নিজ পুত্র বলদেবকে তো নিজ গৃহে নিয়ে যাবেনই, এ আমি জানি। তবে তোমাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি—এদের কথাতেই কি তুমি আমাদের পালক পিতা-মাতা বলে এখন মনে করছ ? আর তুমি কি আমাদের পোষ্যপুত্র হয়ে গেলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ অশ্রুপূর্ণ

লোচনে বললেন,—পিতামাতার আত্মজ পুত্রেই নিজ দেহ এবং জীবাত্মা থেকেও অধিক প্রীতি হয়ে থাকে ধরুণ যদি আমি আপনাদের পালনেই পুত্র, তবে কি করে আমি আপনাদের আত্মপ্রাণ কোটি হতেও অধিক প্রিয় হলাম। অতএব সেই বৈরী বসুদেবাদির মুখও অতঃপর আমি দেখব না, এরূপ ভাব। অতঃপর নন্দের উক্তি বলদেবের প্রতি - আচ্ছা ওহে বৎস বলদেব, তোমার কি অভিপ্রায় বল দেখি, এর উত্তরে বলদেব বললেন - 'স পিতা ইত্যাদি' (২২ শ্লোক) তাঁরাই পিতামাতা, যারা ভরণ-পোষণ করে ইত্যাদি। সুতরাং আমি বসুদেবের গৃহে আপনাকে ও কৃষ্ণকে ছেড়ে কিছুতেই থাকব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও এসে বলে। এইসব ভাব পূর্বের ব্যাখ্যা থেকেই পাওয়া যায়।

তখন শ্রীনন্দ মহাশয় এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন, যথা—অতঃপর যদি বলদেবকেও ব্রজে নিয়ে যাই, তা হলে বসুদেবাদি মাথুর জনেরা মহাদুঃখী হবে। এই স্বার্থপর মাথুরজনেরা আমার প্রতি শত্রুতা করছে, তাই বলে আমিও কি করে শত্রুতা করি, এরূপ চিন্তাপরায়ণ ব্রজরাজকে রামকৃষ্ণ চট্ করে বললেন —'যাত ইতি' হে পিতা! আপনারা এখনই ব্রজে চলে যান।—(২৩ শ্লোক)। আমরাও এই পিছেপিছে আসছি—ক্ষণমাত্রও এখানে বিলম্ব করা উচিত হবে না, এরূপ ভাব।—"জ্ঞাতি থাকলে অনলে, আর সুহৃদ থাকলে দিব্য ঔষধে কি প্রয়োজন"—এই নীতিশাস্ত্র নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, তা হলেও নিজের সাধুতায় যদি এদের দুঃখগন্ধও সহ্য করতে না পারেন, তা হলে শুনুন যা বলছি "জ্ঞাতীন্ বো" ২৩ শ্লোক—"বো" যাদব বলে আপনাদের 'জ্ঞাতীন্' জ্ঞাতি বসুদেবাদিকে "দ্রষ্টুমেষ্যামো" দেখবার জন্য আসব; তবে "সুহৃদাং" সেই ব্রজের সৌহার্দবান্ জনদের স্বদর্শন দানে সুখবিধান করবার পর। 'ইত্যুক্তস্তৌ' —(২৫ শ্লোক) মাধুর্যমূর্তি দুজনের দ্বারা এরূপ কথিত নন্দ মাধুর্যমূর্তি কৃষ্ণরামকে বাম-ডান দু বাহুতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চললেন, কৃপণ যেমন স্বধন আদরে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যায়, বুকের ধন বুক থেকে ফেলে দিয়ে যায় না। —তাই বলা হল 'প্রণয়বিহ্বল' প্রণয়ানন্দবিবশ নন্দ 'অশ্রুভিঃ' আনন্দধারায় নেত্র যেন ভরিয়ে স্বর্ণরথে আরোহন করত ব্রজে চললেন। অতএব যোগমায়া প্রভাবে পরস্পর অলক্ষিত ভাবে এক নন্দ কৃষ্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রজে গেলেন, আর অন্য নন্দ কৃষ্ণ সংযুক্ত হয়ে ব্রজে গেলেন। এইরূপেই ব্রজের গোপী-গোপ পশু প্রভৃতি সকলেরই দুই দুই প্রকাশ করা হেতু এক প্রকাশের গোপী কৃষ্ণ-বিচ্ছিন্ন নন্দে সহিত দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হলেন, আর অন্য প্রকাশের গোপী প্রভৃতি কৃষ্ণ সংযুক্ত নন্দের সহিত মহানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে ব্রজেই তথায় পরস্পর অলক্ষিতে না-ছোঁয়া ছোঁয়ি অবস্থায় বিরাজমান থাকলেন। —যথা দ্বারকায় নারদদৃষ্ট প্রকাশে এক স্থানে কৃষ্ণ লালনে-ভোজনে রত দেবকী পরমানন্দে মগ্ন, সেই সময়েই অন্যত্র কৃষ্ণ-বিচ্ছিন্না দেবকী বলছেন, হায় হায় আমার পুত্র মৃগয়া করে এখনও ফিরল না, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কত-না ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, এরূপ বলতে বলতে পরমদুঃখে নিমগ্না হলেন।—এ বিষয়ে ভাগবতামৃতে এরূপ উক্ত হয়েছে,—"কি আশ্চর্য যুগপৎ একত্র বর্তমান হয়েও স্বরূপসকল পরস্পর সর্বথা অলক্ষিত, না ছোঁয়া-ছুঁয়ি অবস্থায় রয়েছে।" —'যদিও প্রকাশ ভেদের মধ্যে গণ্য হয় না, প্রকাশ কোন অংশেই পৃথক্ নয়", এরূপ উক্তি থাকা হেতু বস্তুতঃ প্রকাশ সকলের মধ্যে ভেদ নেই। —তা হলেও লীলাশক্তি প্রভাবে

অভিমান-চেষ্টাদির ভেদ রয়েছে। যোগমায়া বিভূতি অধ্যায়ে বহুলাশ্ব-শ্রুতদেব উপাখ্যানে ইহা ব্যক্ত হ'য়েছে।

প্রকাশদ্বয়ের ক্রমানুসারে প্রয়োজনদ্বয় দেখান হচ্ছে। —বিরহময় প্রথম প্রকাশ : নিজের অমূল্য স্বর্ণের স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যই যেমন অগ্নির বিষম তাপে উহাকে গালান হয়, সেইরূপই উদ্ধব স্বীয়-সর্বপ্রেমপরিকর-মুখ্য হলেও তাঁকে দিব্যোন্মাদ-চিত্রজল্পাদি লক্ষণে মহাচমৎকারময় ব্রজপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠতা জানাবার জন্যই উপরুক্ত দুই দুই প্রকাশের মধ্যে প্রথমে বিরহময় প্রকাশ ব্যক্ত অবস্থায় দেখাবার জন্য উদ্ধবকে ব্রজে পাঠান হবে—উদ্ধবও চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বিরহময় প্রকাশ দর্শন করত মহাপ্রেম রসসাগরের তরঙ্গের চাকচিক্য কি, তা বুঝতে পেরে সেই প্রেমেরই সর্বোৎকর্ষতা এই জগতে ঘোষণা করবেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের এইসব শ্লোকে, যথা—"নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণই চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেম-ধনে ধনী, এরাই জগতে সার্থকজন্মা।" —(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৫৮)। —"রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভুজদণ্ডে গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্বক তাঁদের অভীষ্ট পূরণ করত যাদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তাদৃশ তদীয় বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীকেও দেখান নি।" —(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০)। —"যারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রুতি সমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-অভিসার করেন, অহো আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করতে অভিলাষ করছি।"—(শ্রীভা০১০।৪৭।৬১)। সেই প্রথম বিয়োগময় প্রকাশই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে দেবকী-বসুদেবাদি, রুক্মিণী প্রভৃতিকে, এবং নিজেকে দেখিয়ে মহাপ্রেমচমৎকার লাভ করাবেন। বলরামও ব্রজে গিয়ে সেই বিরহ প্রেমোন্মাদময় প্রকাশ দেখেই চমৎকার (রসসার) প্রাপ্ত হবেন।

দ্বিতীয় সংযোগময় প্রকাশ ঃ ব্রজ বিষয়ক স্বাশ্রয় গোপী প্রভৃতির প্রেম যে নিশ্চল, তা জানাবার জন্য দ্বিতীয় সংযোগময় প্রকাশ। —অতএব "বিশোকা অহণী"—(শ্রীভা০ ১০।৩৯।৩৭) তাৎপর্যার্থ 'কৃষ্ণলীলা গাইতে গাইতে বিরহাতুর গোপীগণ দুদিন কাটালেন'। 'অহনী' শব্দটি দ্বি বচনে থাকায় দুদিন, এই দুদিন তারা এই লীলা গান হেতু কৃষ্ণ-সংযুক্ত হয়েই কাটিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, এরূপ জানানো হল। ব্রজে গিয়ে উদ্ধব নন্দ-যশোদাকে বলছেন—"কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে কংস বধের পর আপনাদিকে যে বলেছিলেন, 'আপনাদের পিছে পিছেই এই আমরা আসছি,' তা অবশ্য পালন 'করোতি' করেছেন"—(ভা০ ১০।৪৬।৩৫)।—তাই বর্তমান কাল নির্দেশক 'করোতি' প্রয়োগ, 'আসবে' এরূপ ভবিষ্যত কাল নির্দেশক শব্দ নয়। —সেইরূপই উদ্ধব ব্রজেপ্রবেশকালে সেই প্রথম সংযোগময় প্রকাশ সামান্যভাবে দেখেছেন —"বাসিতার্থে"—(শ্রীভা০ ১০।১৬।৯) তাৎপর্যার্থ, উদ্ধব যখন নন্দের কাছে গিয়ে পৌছলেন, সেই কালে ঋতুমতী ধেণুগণকে সম্ভোগের জন্য পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত বৃষগণের এবং নিজ নিজ বৎসগণের প্রতি ধাবমান স্তনভার বিশিষ্ট ধেণুগণের উচ্চরবে শব্দায়মান হচ্ছিল।" (ভা০ ১০।৪৬।১০)— "গোদোহন শব্দে ও বেণুনাদে মণ্ডিত ছিল"। —(শ্রীভা০ ১০।৪৬।১১) 'সুষ্ঠুভাবে অলঙ্কৃত গোপী গোপসকলের দ্বারা সেই স্থান শোভমান ছিল —(শ্রীভা০ ১০।৪৬।৪৫) 'গোপাঙ্গনাদের হস্ত কঙ্কননিবহ শোভা পাচ্ছিল, তাঁরা মন্থনদণ্ড-রজ্জু টানছিল, তাদের নিতম্ব ও হার কম্পিত হচ্ছিল, কপোলদেশের কুন্তলে দীপ্ত হচ্ছিল, মুখমণ্ডল অরুণ কুঙ্কুম

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥২৬॥
তেভ্যোঽদাদ্দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সম্পূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥২৭॥

২৬। **অন্বয়ঃ** অথ হে রাজন্, অথ (অনন্তরং) শূরসুতঃ (বসুদেবঃ) পুরোধসা (গর্গাচার্যেন) ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবৎ যথাবিধানং) পুত্রয়োঃ দ্বিজসংস্কৃতিং (উপনয়নং) সমকারয়ৎ।

২৭। **অন্বয়ঃ** স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) সম্পূজ্য স্বলঙ্কৃতাঃ রুক্মমালাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ (ক্ষৌমবস্ত্রমালাবতীঃ) সবৎসাঃ গাবঃ দক্ষিণাঃ অদাৎ।

২৬। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! অনন্তর বসুদেব পুরোহিত গর্গমুনি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যথাবিধি পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করলেন।

২৭। **মূলানুবাদঃ** সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি শ্রদ্ধায় উত্তম প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার-ধনাদিদ্বারা পূজা করত স্বর্ণমালিনী ও রেশমীবস্ত্রের মালাবতী ধেনু সকল দান করলেন।

রাগে রঞ্জিত ছিল, প্রদীপশিখায় উজ্জ্বল অলঙ্কারে তারা শোভা পাচ্ছিল। (শ্রীভা০ ১০।৪৬।৪৬)—'গোপীগণ উচ্চস্বরে অরবিন্দলোচন কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছিল, তাদের সেই কীর্তনধ্বনি দধিমন্থনশব্দের সহিত মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করছিল, তাতে দিঙ্মণ্ডলের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছিল'। —এই সব কৃষ্ণমিলন আনন্দ-লক্ষণ—এইরূপে প্রকাশদ্বয়ের প্রয়োজন ও প্রমাণ উক্ত হল। বি০ ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অথ তদনন্তরমিতি যুক্তত্বাৎ শূরসুত ইতি স্বপিত্রা সহিত ইতি সূচয়তি। অতঃ শ্রীরোহিণীমপি ব্রজাদানয়ামাস ইতি জ্ঞেয়ম্। জী০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** [শ্রীসনাতন **অথ**—অতঃপর নন্দ ব্রজে চলে যাওয়ায় পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন সংস্কার (মথুরাস্থিত কার্য) নিজেরই করা যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়ল বসুদেবের পক্ষে **শূরসুত** শূরের পুত্র বসুদেব এই কাজটি সম্পাদন করলেন—এই 'শূরসুত' বাক্যে ইঙ্গিত করা হল নিজ পিতা শূরসেনের সহিত মিলিত হয়ে কাজটা করলেন।—অতঃপর রোহিণীকেও ব্রজ থেকে আনিয়ে নিলেন, এরূপ বুঝতে হবে। [শ্রীসনাতন—হে রাজন্, এই সম্বোধনের ধ্বনি, ক্ষত্রিয় বলে সেই নিয়মাদি তো তুমি জানই। কিম্বা 'রাজমানঃ সন্' পূর্বপ্রতাপ ফিরে পেয়ে হর্ষভর উদয় হেতু অতঃপর রোহিণীকেও ব্রজ থেকে আনিয়ে নিলেন]। জী০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পুরোধসা গর্গেণ দ্বিজসংস্কৃতিমুপনয়নম্। বি০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **পুরোধসা**—পুরোহিত গর্গের দ্বারা। **দ্বিজসংস্কৃতিম্**—উপনয়ন। বি০ ২৬ ॥

যাঃ কৃষ্ণ-রাম জন্মক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ ॥২৮॥

২৮। **অন্বয়ঃ** রামকৃষ্ণ-জন্মক্ষে (রামকৃষ্ণয়োঃ জন্মনক্ষত্রে মহামতিঃ [বসুদেব] যা মনোদত্তাঃ যা এবগাবঃ মনসা দত্তা আসন্) [যা] কংসেন অধর্মতঃ হৃতাঃ তাঃ চ [গাঃ] অনুস্মৃত্য (ভাবীবৃত্ত অনুস্মরণাৎ) অদদাৎ (ব্রাহ্মণেভ্য দত্তবান্)।

২৮। **মূলানুবাদ** ঃ রামকৃষ্ণের জন্মদিনে কারাগারে বদ্ধ অবস্থায় বসুদেব ব্রাহ্মণগণকে মনে মনে যে সকল ধেনু দান করেছিলেন, এবং কংস যা অন্যায়রূপে হরণ করেছিল, আজ নক্ষত্রের দ্বারা চিহ্নিত সেই জন্মক্ষণে তাদের কথা স্মরণে আসায় মহামতি বসুদেব কংসের গোশালা থেকে তাদেরকে আনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করলেন।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** রুক্মেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিদ্যন্ত ইতি পদন্যাসাদ্রুক্মমালিনীরিতি মতুর্থীয়ান্তপাঠস্তর্ক্যতে, স চ কুত্রাপি ন দৃশ্যতে ইতি তদ্বিচার্য্যম্। স্বলঙ্কৃতেভ্য ইতি কর্ম্মপ্রত্যয়েন দাতৃকর্ত্তৃকত্বমেব বোধ্যতে। জী০ ২৭।।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [স্বামিপাদ—রুক্মস্য মালা বিদ্যন্তে যাসাং তাঃ ক্ষৌমবস্ত্রমালাবতীঃ। অর্থাৎ যাদের গলায় স্বর্ণমালিকা বিদ্যমান সেই গাভীসকল ক্ষৌমবস্ত্রমালাবতী হল] 'বিদ্যন্ত' এরূপ 'মতু' অর্থীয়ান্ত পাঠ কোথাও দেখা যায় না। 'স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ' এখানে কর্মপ্রত্যয়ের দ্বারা দাতৃকর্ত্তৃত্বই বোঝান হল। জী০ ২৭।

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ক্ষৌমবস্ত্রমাল্যবতীর্গাঃ। বি০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ক্ষৌমালিনীঃ গাবো— রেশমি বস্ত্রেরমালাধারী ধেনু। । বি০২৭

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** রামকৃষ্ণয়োর্জন্মনক্ষত্রে তদুপলক্ষিতসময় ইত্যর্থঃ। অতঃ কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদিবৎ রামজন্ম শ্রুত্বাপি তথৈবাদাদিতি বোদ্ধব্যম্। তথা দানে হেতুর্মহামতিরিতি, তজ্জন্মসময়ে ভাবিবৃত্তজ্ঞানাদধুনা চ তদনুস্মরণাদিতি ভাবঃ। জ০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** জন্মক্ষে— [জন্মের 'ঋক্ষে' সময়ে] — রামকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে অর্থাৎ নক্ষত্রের দ্বারা চিহ্নিত সময়ে। —সময়টা অতিশুভ, তাই বুঝলেন পুত্রটি শ্রীহরিস্বরূপ। "হরিস্বরূপ পুত্রমুখ দেখে বসুদেব কৃষ্ণাবতার-উল্লাসে ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র ধেনু দান করলেন।" —(শ্রীভা০ ১০।৩।১১)—এই মতোই রামজন্ম শুনেও সেইরূপই দান করেছিলেন। তথা দানে হেতু মহামতি—সেই জন্মসময়ে ভাবী বৃত্তান্ত জ্ঞান হেতু মহামতী বলা হল। আর অধুনা সেই ভাবী বৃত্তান্ত (কংস কর্তৃক গাভীহরণ ইত্যাদি) অনুস্মৃত্য বার বার স্মরণ হেতু উহা ছিনিয়ে নিয়ে এসে দান করলেন। জী০ ২৮।।

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্য্যাদ্‌গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ॥ ২৯॥

প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ॥ ৩০॥

অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্॥ ৩১॥

২৯। **অন্বয়ঃ** ততঃ চ (তদনন্তরং) যদুকুলাচার্য্যাৎ গর্গাৎ লব্ধসংস্কারৌ সুব্রতৌ (তন্ত্রোক্ত নিয়মনিষ্ঠৌ সন্তৌ) [রামকৃষ্ণৌ] দ্বিজত্বংপ্রাপ্য গায়ত্রং ব্রতং (ব্রহ্মচর্যং) আস্থিতৌ অবলম্বিতবন্তৌ।

৩০-৩১ **অন্বয়ঃ** অথো (অনন্তরং) সর্ববিদ্যানাং প্রভবৌ (উৎপত্তিস্থানভূতৌ) সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ নরেহিতৈঃ (নরচেষ্টিতৈঃ) নান্যসিদ্ধামলং (স্বতঃসিদ্ধামলং) জ্ঞানং গূহমানৌ (প্রচ্ছাদয়ন্তৌ সন্তৌ) গুরুকুলে (গুরুগৃহে) বাসং ইচ্ছন্তৌ কাশ্যাং (বারাণস্যাং জাতং) অবন্তিপুরবাসিনম্ সান্দীপনিং নাম (সান্দীপনিনামানং গুরুম্) উপজগ্মতুঃ হি (গতবন্তৌ)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর যদুকুলাচার্য গর্গমুনির নিকট থেকে উপনয়ন সংস্কার লাভ করত রামকৃষ্ণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলেন।

৩০-৩১। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর নিখিল বিদ্যার আকরস্বরূপ সর্বজ্ঞ, জগদীশ্বর, নরলীল রামকৃষ্ণ স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ বিমল জ্ঞান গোপন করে গুরুগৃহে বাস ইচ্ছা করত বারাণসী-জাত, অবন্তি পুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুর নিকট রথে চড়ে গমন করলেন।

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মনসা দত্তা যা যাবত্য আসন্ কংসেনাপহৃতা ইতি। তা এব স্বীয়া রাজগোষ্ঠাদাচ্ছিদ্য অদদাৎ। বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** মনোদত্তা ইতি—রামকৃষ্ণের জন্মদিনে শ্রীবসুদেব মনে মনে যে সকল ধেণু দান করেছিলেন, তার সবগুলিই কংস অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এখন সেই নিজের ধেণুই গোষ্ঠ থেকে ছিনিয়ে এনে দান করলেন। বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** গর্গাদিতি তচ্ছিক্ষয়েত্যর্থঃ। গায়ত্রমিতি প্রাজাপ্যব্রাহ্মণয়োরপ্যুপলক্ষণং, তত্র গায়ত্রং গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্র্যাপী প্রাজাপত্যং বেদারম্ভপর্য্যন্তং ব্রহ্ম তৎসমাপ্তিপর্য্যন্তমত এব সামান্যতো ব্রহ্মচর্য্যমেব তৈর্ব্যাখ্যাতম্; সুব্রতৌ সন্তৌ॥ জী০ ২৯।

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** গর্গাৎইতি—অর্থাৎ গর্গের শিক্ষায় (উপনয়ন

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্ ।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥৩২॥

৩২। **অন্বয়ঃ** তৌ (রামকৃষ্ণৌ) যথা (সমিৎপাণিত্বাদি শ্রুত্যুক্ত প্রকারেণ উপসাদ্য (গুরুং প্রাপ্য) দান্তৌ (জিতেন্দ্রিয়ৌ সন্তৌ) গুরুং অনিন্দিতাং বৃত্তিং (সেবাদি ব্যবহারং) গ্রাহয়ন্তৌ (শিক্ষয়ন্তৌ) দেবমিব (পরমদৈবতামিব) আদৃতৌ (গুরুণা সম্মানিতৌ সন্তৌ) ভক্ত্যা উপেতৌ (গুরুং সেবিতবন্তৌ)।

৩২। **মূলানুবাদঃ** রামকৃষ্ণ যথা নিয়মে সমিৎপাণি হয়ে গুরু সমীপে উপস্থিত হওত জিতেন্দ্রিয় হয়ে গুরুর প্রতি অনিন্দিত সেবাদি ব্যবহার লোককে শিক্ষা দিতে দিতে পরমদেবতার মতো গুরুদ্বারা আদৃত হয়ে ভক্তিভরে গুরুকে সেবা করতে লাগলেন।

সংস্কারাদি লাভ)। **গায়ত্রম্ ব্রতম্**—ব্রহ্মচর্য [শ্রীধর]—ইহা প্রাজাপত্য ব্রাহ্মেরও উপলক্ষণ (চিহ্নাদি)—এ বিষয়ে আরও বলবার কথা—গায়ত্রী-অধ্যায়নকারীর ত্রিরাত্রব্যাপী প্রাজাপত্য (প্রজাপতির ধর্ম), বেদারম্ভ পর্যন্ত ব্রাহ্ম। অতএব এই ব্রাহ্মের সমাপ্তি পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যা **সুব্রতৌ**—শোভন বেদব্রতযুক্ত (রামকৃষ্ণ)। জী০ ২৯॥

২৯। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** গায়ত্রং ব্রহ্মচর্যম্॥ বি০ ২৯॥

২৯। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গায়ত্রং ব্রহ্মচর্য। বি০ ২৯॥

৩০-৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কিঞ্চ, প্রভবতি যুগ্মকম্। সর্ববিদ্যানাং প্রভাবাপি; অথো অনন্তরমুপজগ্মতুঃ, রথমারুহ্যেতি জ্ঞেয়ং, রথস্থ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। কাশ্যং কাশ্যাং জাতম্॥ জী০ ৩০-৩১॥

৩০-৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **সর্ববিদ্যানাং প্রভাবো**—[শ্রীধর এই রামকৃষ্ণের থেকে সর্ববিদ্যা (প্র+ভবন্তি) প্রকৃষ্টরূপে জাত হলেও] রামকৃষ্ণ সর্ববিদ্যার উৎপাদক হলেও **অথ** অনন্তর সান্দীপনি ঋষির **উপজগম্মতুঃ**—নিকট গমন করলেন (বিদ্যাশিক্ষার জন্য)—রথে চড়ে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। কারণ রথের কথাই পরে বলা হবে। **কাশ্যং**—কাশীতে জাত॥ জী০ ৩০-৩১

৩০-৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নান্যসিদ্ধং স্বাভাবিকং জ্ঞানং নরচেষ্টিতৈরেব যত আচ্ছাদয়ন্নাবথো অতএব গুরুকুলে ইত্যাদি॥ বি০ ৩০-৩১॥

৩০-৩১। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নান্যসিদ্ধম্**—অন্যের সাহায্যে সিদ্ধ নয়,—স্বাভাবিক জ্ঞান। **নরেহিতৈঃ**—নরচেষ্টা দ্বারা যেহেতু আচ্ছাদিত, **অথ**—তাই গুরুকুলে গমন ইত্যাদি।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** যথা সমিৎপাণিত্বাদি-শ্রুত্যুক্তপ্রকারেণ দান্তৌ সংযতৌ সন্তৌ; তথা চ শ্রীহরিবংশে—'নিবেদ্য গোত্রং স্বাধ্যায়মাচারেণাভ্যলঙ্কৃতৌ। শুশ্রূষূ নিরহঙ্কারাবুভৌ রামজনার্দনৌ॥' ইতি। বৃত্তিমনুবৃত্তিং পরমদৈবতমিব আদৃতৌ সাদরৌ গুরুণা সম্মানিতৌ সন্তৌ বা। স্মেতি অদৃতং প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। জী০ ৩২॥

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধাভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ। ৩৩॥
সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাম্॥ ৩৪॥
সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ॥ ৩৫॥

৩৩। **অন্বয়ঃ** তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ (শুদ্ধঃ ভাবঃ যাসু তাভিঃ অনুবৃত্তিভিঃ (আনুগত্যৈঃ) তুষ্টঃ [সন্] সাঙ্গোপনিষদঃ (উপনিষদ্ভিশ্চ সহিতান্) অখিলান্ বেদান্ প্রোবাচ।

৩৪-৩৫। **অন্বয়ঃ** তথা সরহস্যং (মন্ত্রদেবতা ধ্যান সহিতং) ধনুর্বেদং ধর্মান্ (মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রানি) ন্যায় পথান্ (মীমাংসাদীন্) তথা চ আন্বীক্ষিকীং (তর্কবিদ্যাং) ষড়্বিধাং রাজনীতিং চ বিদ্যাং [প্রোবাচ]।

৩৩। **মূলানুবাদঃ** গুরু সান্দীপনি তাঁদের শুদ্ধভাবযুক্ত সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে অঙ্গ ও উপনিষদ সকলের সহিত নিখিল বেদ উপদেশ করলেন।

৩৪-৩৫। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর মন্ত্রদেবতা জ্ঞানসহ ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ, তর্কবিদ্যা এবং ষড়্বিধ রাজনীতির উপদেশ করিলেন।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** দান্তৌ—সমিৎপাণি হয়ে শ্রুতি উক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-দমনশীল হয়ে। শ্রীহরিবংশেও এরূপই বলা আছে—রামকৃষ্ণ নাম-গোত্র নিবেদন করত সদাচারে অলঙ্কৃত হয়ে নিরহঙ্কার ভাবে গুরুর শুশ্রূষা করতে লগেলেন। জী০ ৩২।।

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যথাযথাবৎ গুরৌ বৃত্তিম উপসক্তিং অন্যান্ গ্রাহয়ন্তৌ শিক্ষয়ন্তৌ। উপেতৌ স্ম সেবিতবন্তৌ গুরুণা তেনাপ্যাদৃতৌ। বি০ ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যথা—যথাবিধি গুরৌ - গুরুর সম্বন্ধে বৃত্তিম সেবাদি ব্যবহার গ্রাহয়ন্তৌ—অন্য জনদের গ্রহণ করাবার জন্য অর্থাৎ শিক্ষা দিবার জন্য উপেতৌস্ম সেবা করতে লাগলেন নিকটে গিয়ে, দেবন্মিবাদৃতৌ—সেই গুরুর দ্বারা পরম দেবতার মত আদৃত হয়ে বি০ ৩২।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** শুদ্ধেন ভাবেন ভক্ত্যা যা অনুবৃত্তয়স্তাভিঃ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে শ্রীদামবিপ্রোপাখ্যানে শ্রীভগবন্মুখাদেব ব্যক্তো ভাবী। অতএবাত্র স্বয়ং বাদরায়ণিনা ন প্রপঞ্চিত ইতি জ্ঞেয়ম্। জী০ ৩৩।।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ তুষ্টঃ—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি সহকারে যে পরিচর্যা, তার দ্বারা সন্তুষ্ট দ্বিজবর।—এর বিশেষ পরে শ্রীদামবিপ্র-উপাখ্যানে শ্রীভগবৎমুখ থেকেই ব্যক্ত হবে—অতএব স্বয়ং শুকদেব এখানে বললেন না। জী০ ৩৩॥

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সরহস্যমিতি সার্দ্ধদ্বয়কম্। অখিলান্ চতুরোঽপীত্যর্থঃ। এতদুপদেশশ্চ শব্দমাত্রতঃ। তদর্থজ্ঞানায় মীমাংসোপদেশেনৈব ভবিষ্যতীতি তদনন্তরং তৎপাঠশুদ্ধ্যর্থমাবশ্যকত্বাদর্থসহিতান্যেবাঙ্গানি তানি চোক্তানি—'শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পো জ্যোতিষং ছন্দ এব চ। নিরুক্তঞ্চ নিরুক্তানি ষড়ঙ্গানি মনীষিভিঃ॥' ইতি। জ্যোঃতিষোঽঙ্গত্বং তদর্থকালাদিশুদ্ধ্যপেক্ষণাৎ। অঙ্গানন্তরং রহস্যত্বেনানুপদিষ্টচরীরূপনিষদঃ, এতাশ্চ পূর্ব্ববৎ প্রথমতঃ শব্দত এব, ততশ্চ ক্ষত্রিয়জাতাবাবশ্যকত্বাদ্ধনুর্ব্বেদম্, এতদাদীনর্থতোঽপি জ্ঞেয়ানি। ততশ্চ তত্তৎসর্ব্ববিদ্যোপকারকত্বেনাপেক্ষ্যাণ্যেব ধর্ম্মশাস্ত্রাণি। ততশ্চ বৈশিষ্ট্যাধানার্থং ন্যায়পথান্ তত্তদ্বেদার্থনির্ণয়কান্ জৈমিনিকপিল-পতঞ্জলি-বাদরায়ণরচিতান্ পূর্ব্বমীমাংসাদীন্ শব্দানুগতযুক্তিগ্রন্থান্ ততশ্চ বাহ্যবাদি নিরাসার্থং স্বতন্ত্র-যুক্তিময়ী-মান্বীক্ষিকীমপি, এবং জাতায়াং রাজত্বযোগ্যতায়াং রাজনীতিমিত্যেবং ক্রম এব সিধ্যতি।

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** 'সরহস্যম্' থেকে 'কলাঃ' পর্যন্ত ২½ শ্লোক এক সঙ্গে ব্যাখ্যা—বেদ চার প্রকার হলেও অখিল বেদই উপদেশ করলেন—এই সব উপদেশও শব্দমাত্রতঃ এর অর্থজ্ঞান মিমাংসা উপদেশে হবে। তাই অতঃপর এর পাঠশুদ্ধি অর্থ আবশ্যক হওয়া হেতু অর্থসহিতই অঙ্গ সকলও বললেন, যথা—'শিক্ষা, ব্যকরণ, কল্প, জ্যোতিষ ছন্দ শাস্ত্র এবং নিরুক্ত—নিরুক্তের অঙ্গ ছয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে অঙ্গত্ব, তা বেদাদি পাঠে কলাদির শুদ্ধি প্রয়োজন হেতু—'অঙ্গের' পর 'রহস্য' বলে অনুপদিষ্টচরী উপনিষদ উপদেশ করলেন—এও পূর্ববৎ শব্দমাত্রেই, অতঃপর ক্ষত্রিয় জাতীর আবশ্যকতা হেতু ধনুর্বেদ উপদেশ করলেন। এই উপনিষদ প্রভৃতিও অর্থতঃ উপদেশ করলেন। অতঃপর সেই সেই বিদ্যার উপকারক রূপে অপেক্ষ্য ধর্মশাস্ত্র, অতঃপর বৈশিষ্ট্য আধানের জন্য ন্যায়পথ সকল, সেই সেই বেদার্থ নির্ণায়ক জৈমিনি-কপিল পতঞ্জলি-বাদারায়ণরচিত পূর্বমিমাংসাদি শব্দানুগত যুক্তিগ্রন্থ সকল, অতঃপর বাহ্যবাদি নিরাসার্থ সতন্ত্র যুক্তিময়ী দর্শন শাস্ত্রও উপদেশ করলেন। এইরূপে রাজত্ব যোগ্যতা জাত হলে রাজনীতিও উপদেশ করলেন। এইরূপ ক্রমানুসারে উপদেশ করলেই, তা সিদ্ধ হয়॥ জী০ ৩৪-৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সরহস্যং মন্ত্রদেবতাজ্ঞানসহিতং ধর্মান্ মন্বাদি-শাস্ত্রাণি ন্যায়পথান্ মীমাংসাদীন্। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্। "সন্ধিনাবিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।" ইত্যমরোক্তাং ষড়্বিধাং রাজনীতিং॥ বি০ ৩৪-৩৫॥

৩৪৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সরহস্যং—মন্ত্রদেবতাজ্ঞান সহিত (ধনুর্বেদ)। ধর্মান্—মনু আদি ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়পথান্—মিমাংসাদি গ্রন্থ, আন্বীক্ষিকীং বিদ্যাং—তর্ক বিদ্যা রাজনীতিম্—'সন্ধি যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, স্থিরভাবে থাকা, একের সহিত সন্ধি—অন্যের সহিত বিবাদ, বলবান্ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা'—অমরকোষোক্ত ষড়্বিধ রাজনীতি॥ বি০ ৩৪-৩৫॥

অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।
গুরুদক্ষিণয়াচার্য্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। অন্বয়ঃ [হে] নৃপ! সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ নরবরশ্রেষ্ঠৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) সকৃন্নিগদমাত্রেণ (সকৃদুক্তিমাত্রেণ) সর্বং জগৃহতুঃ (সম্যগ্ গৃহীতবন্তৌ) চতুঃষষ্ট্যা অহোরাত্রৈঃ তাবতীঃ কলাঃ হে নৃপ! গুরুদক্ষিনয়া (গুরুদক্ষিনার্থং) আচার্যং ছন্দয়ামাসতুঃ (প্রলোভিতবন্তৌ)।

৩৬। মূলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! সেই একাগ্রচিত্ত, সর্ববিদ্যাপ্রবর্তক, অমরশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ একবার উপদেশেই সমস্ত বিদ্যা ধরে নিলেন, অহোরাত্র মধ্যেই চোষ কলাবিদ্যা আয়ত্ত করলেন। অতঃপর গুরুর অভীপ্সিত দক্ষিণা গ্রহণে ইচ্ছার উদয় করালেন কৃষ্ণ।

৩৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ ততশ্চ কৌতুকবিশেষার্থং কলা অপ্যুপদিদেশ ইত্যাহ—অহোরাত্রৈরিতি। যাবতীঃ কলাঃ সংজগৃহতুরিতি। চতুঃষষ্টিকলাসংগ্রহে এতাবন্ত্যহোরাত্রাণি অখিলবেদাদিসংগ্রহেণাপ্যহোরাত্রাণি জ্ঞেয়ানি। কলানাং নামানি তৈরেব লিখিতানি, স্বরূপাণি তু লেখ্যানি। তত্র—১। গীতং, গানশিক্ষা, গীতনির্ম্মাণং স্বরজাতিরাগভেদাঃ তালমাত্রাদিরচনাপ্রকারাঃ, সাধকবাধকস্বরাদিমেলনানাং পরিজ্ঞানঞ্চ; ২। অথ বাদ্যং চতুর্ব্বিধং তত্রাপি শিক্ষাদয়ঃ পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়াঃ, এবমুত্তরত্রাপি; ৩। নৃত্যং সামান্যম্; ৪। নাটং রূপকময়ম্; ৫। আলেখ্যং চিত্রকর্ম্ম; ৬। বিশেষকচ্ছেদ্যং তিলকেষু নানাবিচ্ছেদরচনা; ৭। তণ্ডুলাদি-বলিবিকারাস্তণ্ডুলানাং কুসুমানাঞ্চ পূজোপহাররূপাণাং বিকারা নানাপ্রকাররচনা ৮। পুষ্পাস্তরণং পুষ্পাদিভিঃ শয্যারচনম্; ৯। দশনবসনাঙ্গরাগাস্তেষাং তেষাঞ্চ রঞ্জনভেদাঃ; ১০। মণিভূমিকা-কর্ম্ম-ময়নির্ম্মিতপাণ্ডরসভাবন্মণিবদ্ধভূমিক্রিয়া; ১১। শয়নরচনং, পর্যঙ্কাদিনির্ম্মাণম্; ১২। উদকবাদ্যং, সরোবরাদিস্থাপিতভাণ্ডে উদকপূরিতপাত্রে বা মধুরনানাতানসমুত্থাপনম্; ১৩। উদকঘাতঃ জলস্তম্ভবিদ্যা; ১৪। চিত্রা যোগাঃ নানাদ্ভুতদর্শনে সম্যগুপায়াঃ; ১৫-২১। মাল্যোত্যাদি সপ্তকং সুগমম্; ২২। কৌচুমারনাম্না যোগঃ কুচুমারনাম্না প্রকাশিত স্বস্মিন্নানারূপা ব্যঞ্জনা; ২৩। হস্তলাঘবং চমৎকারলম্ভানার্থমলক্ষিতেন হস্তসঞ্চারেণ তত্তদ্বস্তু প্রবর্ত্তনম্; ২৪। চিত্রেতি দ্বয়ং, চিত্রমত্র নানাপ্রকারম্; ২৫। পানকরসরাগঃ, পানকেষু রসস্য রাগস্য চ নানানির্ম্মাণমিত্যর্থঃ তদ্বদাসবযোজনঞ্চেত্যর্থঃ; ২৬। সূচীতি সুগমম; ২৭। সূত্রক্রীড়াদি, সূত্রসঞ্চালনেন পুত্তলিকাদিচালনম; ২৮। প্রহেলিকা, অপহ্নুতবাগর্থপরিজ্ঞানম্; ২৯। প্রতিমালা, সর্ব্ববস্তুপ্রতিকৃতিনির্ম্মাণম্; ৩০। দুর্ব্বচযোগাঃ, যদযদ্বক্তুং ন শক্যতে, তত্তদ্বক্তুমুপায়াঃ; ৩১। পুস্তকবাচনম্, অতিশীঘ্রমবিদ্যমানানপি বর্ণান্ যোজয়িত্বা তদ্বাচনম্; ৩২। নাটকাখ্যায়িকাদর্শনং, তত্তচ্ছাস্ত্রাণাং পরিজ্ঞানং নির্ম্মাণঞ্চ; ৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণং, কাব্যেষু গুপ্তপদস্য সমস্যায়াঃ সংক্ষেপেণোক্তস্য সহসা পূরয়িতুমশক্যস্য শ্লোকাংশস্যাংশান্তরেণ পূরণম্; ৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্পাঃ সূত্রোপ্তচিপিটাকারস্য বন্ধনাদিসাধনস্য কষায়া বাণস্য চ বিবিধকল্পনাঃ; ৩৫। তর্কুকর্ম্মাণি, সূত্রনির্ম্মাণ সাধন-লৌহশলাকয়া

সাধ্যানি বিবিধসূত্রকল্পনানি ; ৩৬। তক্ষণং তক্ষ্ণাং কর্ম্ম ; ৩৭। বাস্তুবিদ্যা, গৃহোচিতভূম্যাদীনাং তন্নির্ম্মাণভেদানাঞ্চ জ্ঞানম্ ; ৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা, রূপ্যাদীনাং রত্নানাং সদসত্তাজ্ঞানম্ ; ৩৯ ধাতুবাদঃ স্বর্ণাদিকল্পনম্ ; ৪০। মণিরাগজ্ঞানং, মণিষু রাগনির্ম্মাণজ্ঞানম্ ; ৪১। আকরজ্ঞানং ; দর্শনাদেব মণ্যাদ্যুদ্ভবভূমিজ্ঞানম্ ; ৪২-৪৪। বৃক্ষেতি ত্রয়ং স্পষ্টম্ ; ৪৫। উৎসাদনং, মন্ত্রাদিনা পরস্পরাসক্তিত্যাজনম্ ; ৪৬। কেশেতি স্পষ্টম্ ; ৪৭। অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্, অক্ষরাণামদৃষ্টানাং তথা মুষ্টিকাস্থিতবস্তূনাঞ্চ স্বরূপস্য সংখ্যায়াশ্চ কথনম্ ; ৪৮। ম্লেচ্ছিতক-বিকল্পাঃ, ম্লেচ্ছবিবিধভাষা-ভব-তচ্ছাস্ত্রাণাং জ্ঞানম্ ; ৪৯। দেশভাষাজ্ঞানমিতি স্পষ্টম্ ; ৫০। পুষ্প-শকটিকানিমিত্ত-জ্ঞানং, পুষ্পশকটোপাধিকায়াং কস্যাঞ্চিদ্বিদ্যায়াং নিমিত্তস্য জ্ঞান্ ; ৫১। যন্ত্রমাতৃকাপূজার্থং মাতৃকাবর্ণৈর্যন্ত্রনির্ম্মাণম ; ৫২। সৈব ধারণার্থা চেদ্ধারণমাতৃকা ; ৫৩। সংপাট্যম্, অভেদ্যস্যাপি হীরকাদেদ্বৈধীকরণম্ ; ৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া, পরমনঃস্থিতস্যার্থস্য শ্লোকনম্ ; ৫৫। ক্রিয়াবিকল্পাঃ, একৈকস্যাঃ ক্রিয়ায়া বিবিধৈরুপায়ৈর্নিষ্পাদনম্ ; ৫৬। ছলিতকযোগাঃ, পরবঞ্চনোপায়াঃ ; ৫৭। অভিধানেতি সুগমং, তত্রাভিধানকোষয়োর্নানার্থতাপর্য্যায়-সমর্থতাভেদাদ্ভেদঃ, ছন্দঃ তচ্ছাস্ত্রম্ এতানি চ বেদাঙ্গানি, অন্যানি তত্তদ্বিপশ্চিন্নিবদ্ধানি ; ৫৮। বস্ত্রগোপনানি তূলসূত্রময়াদিবস্ত্রাণাং পট্টবস্ত্রাদিতয়া দর্শনপ্রক্রিয়া ; ৫৯। দ্যূতেতি স্পষ্টম্ ; ৬০। আকর্ষক্রীড়া, দূরস্থান্যপি ক্রীড়া-দ্রব্যাণি যত্রাকৃষ্যন্তে, স ক্রীড়াবিশেষঃ ; ৬১ ৬৩। বালেতি স্পষ্টম্ ; ৬৪। বৈনায়িকি বৈজয়িকী বৈতানিকী চেতি বিদ্যাত্রয়মুন্নেয়ং, কেচিত্তু কলাঃ কল্পসংহিতোক্তাঃ। সুধিয়ামেব প্রত্যেকমেকাহোরাত্রশিক্ষণার্হাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধিরূপাঃ পরচিত্তজ্ঞতা দূরশ্রবণদর্শনচিন্তা রত্নামৃতবিশেষনির্ম্মাণাদ্যা, অন্যা এবাহুঃ। যদ্বা, তৎ সর্ব্বং কলাশ্চাহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংজগৃহতুরিত্যন্বয়ঃ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সরহস্যং ধনুর্বেদং সসংগ্রহমধীয়াতম্। অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ॥' ইতি, শ্রীহরিবংশে চ—'তৌ চ শ্রুতিধরৌ ধীরৌ যথাবৎ প্রতিপদ্যতাম্। অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সাঙ্গং বেদমধীয়তাম্॥' ইতি ছন্দয়ামাসতুঃ তদনিচ্ছুকমপীচ্ছাং কারিতবন্তৌ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর কৌতুকবিশেষের জন্য কলাও উপদেশ করলেন, তাই বলা হচ্ছে—'অহোরাত্রৈরিতি'। অহোরাত্র মধ্যেই যাবতীয় কলা শিখে নিলেন। চৌষট্টি কলা শিখতে লাগল মাত্র অহোরাত্র অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ৩০ মুহূর্ত কাল। —অখিল বেদাদি আয়ত্ত করতেও অহোরাত্রই লেগেছে, এরূপ বুঝতে হবে। কলার নাম তো শ্রীস্বামিপাদই লিখেছেন—অন্য এদের স্বরূপ এখানে লেখা হচ্ছে, যথা ১। গীত অর্থাৎ গান শিক্ষা—গীত রচনা, স্বরজাতি রাগ ভেদ, তাল মাত্রাদি রচনা-প্রকার, সাধক-বাদক-স্বরাদি মেল, ও মান সকলের পরিজ্ঞান। ২। অতঃপর ৪ প্রকার বাদ্য, এর মধ্যেও শিক্ষাদি পূর্ববৎ বুঝতে হবে—পরেও একই নিয়মে—। ৩। নৃত্য-সামান্য। ৪। নাট্য রূপকময়। ৫। আলেখ্য চিত্রকর্ম, ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য, অর্থাৎ তিলক করবার সময়ে নানা বিচ্ছেদ (খণ্ড) রচনা, ৭। তণ্ডুল-কুসুম-পূজোপকরণের

বিবিধ প্রকার রচনা। ৮। পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা নির্মান। ৯। দন্ত ও ওষ্ঠের নানা প্রকার রঞ্জন, ১০। ময়দানব নির্মিত পাণ্ডব সভার তুল্য মনিবন্ধ ভূমিক্রিয়া। ১১। শয়ন রচন [পর্যঙ্কাদি নির্মাণ], ১২। উদক বাদ্য অর্থাৎ সরোবরাদিতে স্থাপিত ভাণ্ডে বাদ্য, অথবা জলপূর্ণপাত্রে মধুর মধুর নানা তাল উঠানো, ১৩। উদকঘাত অর্থাৎ জলস্তম্ভ বিদ্যা, ১৪। চিত্রযোগ (নানা প্রকার অদ্ভুত বস্তুর দর্শনের সম্যক্ উপায়), ১৫-২১। মাল্য গ্রহণ-বিকল্প (মাল্য রচনায় প্রকারভেদ), (ক) কেশসেখরাপীড় যোজন (খ) কেশে চূড়াদি বাঁধা, (গ) নেপথ্য যোগ (অলঙ্কার করণ), (ঘ) কর্ণপত্রভঙ্গ (কর্ণাদিতে তিলক রচনা), (ঙ) গন্ধযুক্তি (কস্তুরিকাদি গন্ধানুলেপন)। (চ) ভূষণ যোজন (অলঙ্কার পরিধাপন)। (ছ) ইন্দ্রজাল, ২২। কৌচুমার যোগ (কুচুমার নামক ব্যক্তি কতৃক প্রকাশিত আপনাতে নানা ধরনের রূপ প্রকটন), ২৩। চমৎকার কিছু দেখাবার জন্য অলক্ষিতে হস্তাদি সঞ্চালন দ্বারা সেই সেই বস্তুর প্রবর্তন, ২৪। পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্যবস্তুর নানা প্রকারে নির্মাণ, ২৫। সরবৎ প্রভৃতি পেয়রসের নানাবিধ বর্ণ এবং মধুরত্ব যোজন, ২৬। সূচী বাপ কর্ম, ২৭। সূত্র সঞ্চালনে পুত্তলিকাদির চালন, ২৮। প্রহেলিকা গোপন বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞান, ২৯। প্রতিমালা অর্থাৎ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি নির্মান, ৩০। দুর্বচ যোগ অর্থাৎ যা যা বলবার সামর্থ্য হয় না, তত্তৎ কথনের উপায়, ৩১। পুস্তক বাচন অর্থাৎ পুস্তকে কোন কোন বর্ণ বিদ্যমান না থাকলেও সেই সেই বর্ণ সংযোজন পূর্বক অতিদ্রুত পাঠ করণ। ৩২। নাটকাখ্যায়িকা দর্শন অর্থাৎ নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান এবং তার নির্মান, ৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণ, অর্থাৎ কাব্যে গুপ্তপদের ও সংক্ষেপোক্তের, সহসা পূরণের অযোগ্য সমস্যাযুক্ত শ্লোকাংশের অংশান্তরের দ্বারা পূরণ, ৩৪। দড়িদ্বারা বেঁধে ঘোড়াকে তাড়ন করবার চাবুক এবং বানের নির্মাণ, ৩৫। তকুকর্ম—তকলিতে সুতা কাটা কর্ম, ৩৬। তক্ষণ (সূত্রধারের কর্ম), ৩৭। বাস্তুবিদ্যা—ভূমি প্রভৃতি পরীক্ষা ও গৃহনির্মাণ বিদ্যা, ৩৮। রূপ্য রত্ন পরীক্ষা (রূপ্যাদির ভালমন্দ জ্ঞান, ৩৯ ধাতুবাদ (স্বর্ণাদি রচনা), ৪০। মণিরাগ জ্ঞান অর্থাৎ মণিতে রাগনির্মাণ জ্ঞান, ৪১। আকর জ্ঞান (দর্শন মাত্রে মণিপ্রভৃতির উদ্ভব ভূমির জ্ঞান), ৪২। বৃক্ষায়ুর্বেদ জ্ঞান অর্থাৎ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থের চিকিৎসা জ্ঞান, ৪৩। মেষশাবক ও কুক্কুটশাবকাদির যুদ্ধবিদ্যা, ৪৪। শুক-শারিকা-প্রলাপন ৪৫। উৎসাধন (মন্ত্রনাদ্বারা পরস্পর আসক্তি ত্যাজন), ৪৬। কেশমার্জণ কৌশল, ৪৭। অক্ষর মুষ্টিকা কথন অর্থাৎ অদৃষ্ট অক্ষর এবং মুষ্টিকাস্থিত বস্তুর স্বরূপ ও সঙ্খ্যার কথন, ৪৮। ম্লেচ্ছিত বিকল্প (বিবিধ ম্লেচ্ছভাষা ও ভরত শাস্ত্রের জ্ঞান, ৪৯। বিভিন্ন দেশভাষা জ্ঞান, ৫০। পুষ্পশকটিকানিমিত্ত-জ্ঞান অর্থাৎ পুষ্পশকট নামক কোনও বিদ্যায় নিমিত্তের জ্ঞান, ৫১। যন্ত্রমাতৃকা পূজার জন্য মাতৃকা বর্ণের দ্বারা যন্ত্র (দেবাদির অধিষ্ঠান যন্ত্র) নির্মাণ, ৫২। ধারণ মাতৃকা (ধারণ-নিমিত্ত মাতৃকা বর্ণে যন্ত্র নির্মাণ), ৫৩। সংপাট্য (অভেদ্য হীরকাদির দুখণ্ডে ভেদ করণ), ৫৪। মানসী কাব্যক্রিয়া (পরমনঃস্থিত অর্থের অনুগামী শ্লোক-

দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্ ।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং বালং প্রভাসে বরয়াম্বভূব হ ।।৩৭।।

৩৭। **অন্বয়ঃ** রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)! সঃ দ্বিজঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অদ্ভুতং তন্মহিমানং অতিমানুষীং মতিং (বুদ্ধিঞ্চ) সংলক্ষ্য পত্ন্যা [সহ] সংমন্ত্র্য প্রভাসে মহার্ণবে মৃতং বালং [সপুত্রং] বরয়াম্ভুব হ (গুরুদক্ষিণাত্বেন প্রার্থয়ামাস কিল)।

৩৭। **মুলানুবাদঃ** হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গুরু সান্দীপনি রামকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা ও অলৌকিক বুদ্ধি দেখে পত্নীর সহিত পরামর্শ পূর্বক প্রভাসের সমুদ্রে শঙ্খাশূরের দ্বারা গিলিত হয়ে মৃত পুত্রকেই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করলেন।

নির্মাণ), ৫৫। ক্রিয়া বিকল্পা অর্থাৎ এক এক ক্রিয়ার বহুপ্রকারে নিষ্পাদন। ৫৬। ছলিতক যোগ (পরবঞ্চনার উপায়), ৫৭। অভিধান, কোষ, ছন্দজ্ঞান, ৫৮। স্মৃতি কাপড়কে রেশমী আদি রূপে দেখান, ৫৯। দ্যূত বিশেষ, ৬০। আকর্ষণক্রিয়া (দুরস্থিত ক্রিয়াদ্রব্যের আকর্ষণ), ৬১। বালক্রীড়নক (শিশুর খেলনা প্রস্তুতি), ৬২। বৈনায়িকী (বিবিধ প্রকারে লিপিরচনা), ৬৩। বৈজয়িকী (শত্রুজয়ের বিবিধ উপায়), ৬৪। বৈতালিকী (স্তবপাঠ ও রচনা)।—এর মধ্যে কোন কোনটাতো কল্পসংহিতায় উক্ত, মেধার প্রাখর্য্যে উজ্জ্বল জনের পক্ষে প্রত্যেকটিই অহোরাত্রের মধ্যে শিক্ষণ-যোগ্য। ক্ষুদ্রসিদ্ধিরূপা, পরচিত্ত জ্ঞতা, দূর দর্শন শ্রবন চিন্তা, রত্নামৃত বিশেষ নির্মানাদি প্রভৃতি অন্য প্রকারও বলা হয়ে থাকে। অথবা, বেদাদি সর্ব ও কলা অহোরাত্রের মধ্যে আয়ত্ত করলেন রামকৃষ্ণ। শ্রীবিষ্ণুপুরানেও সেইরূপই আছে—"সরহস্য ধনুর্বেদ সংগ্রহহের সহিত অর্থাৎ সূত্র ও ভাষ্যে বিস্তারিত ভাবে উপদিষ্ট অর্থসমূহের একই সঙ্কলনরূপ নিবদ্ধগ্রন্থের সহিত, এবং সেই সেই অদ্ভুত ৬৪ কলা অহোরাত্রের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেললেন রামকৃষ্ণ।"—শ্রীহরিবংশেও এইরূপ আছে, "শ্রুতিধর বীর তাঁদের ঠিক ঠিক প্রতিপাদন করনীয় এবং অহোরাত্রের মধ্যে ৬৪ কলারও বেদ সহিত অধ্যায়ন করতে হবে।" ছন্দয়ামাসতুঃ—গুরু অনিচ্ছুক হলেও ইচ্ছা করালেন রামকৃষ্ণ ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তাবতীশ্চতুঃষষ্টি কলাঃ তাশ্চৈব তন্ত্রে দ্রষ্টব্যাঃ ছন্দয়ামাসতুঃ কামপ্যভীপ্সিতাং দক্ষিনাং গৃহাণেত্যুক্ত্যা তৎপ্রাপ্তীচ্ছাং কারয়ামাসতুরিত্যর্থঃ। অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা "বিত্যমরঃ" ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৬। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তাবতীঃইতি—৬৪ কলা যত আছে সব তন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ছন্দয়ামাসতুঃ—এই নিন আপনার কোনও অভীপ্সিত দক্ষিণা, এরূপ বলে উহা প্রাপ্তি করালেন, এরূপ অর্থ।—"অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা" বিত্যমরঃ ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রভাসে মৃতমিতি তীর্থযাত্রায়াং পিতৃভ্যাং সহ তত্র মহা-শিবক্ষেত্রে গতস্য বালতয়া জলে ক্রীড়তঃ শঙ্খাসুরেণ গ্রসনাদিতি জ্ঞেয়ম্ জী° ৩৭ ॥

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরৎ তয়োঃ ॥৩৮॥
তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্মিণা ॥৩৯॥

৩৮। অন্বয়ঃ অথ দুরন্তবিক্রমৌ মহারথৌ [তৌ রামকৃষ্ণৌ] তথা (তথাস্তু) ইতি [উক্ত্বা] রথং আরুহ্য প্রভাসং আসাদ্য (প্রাপ্য) বেলাং (মহার্ণবস্য তটভাগং উপব্রজ্য (গত্বা) ক্ষণং নিষীদতুঃ (উপবিষ্টৌ) সিন্ধুঃ [চ] বিদিত্বা তয়োঃ অর্হণং (পূজনম্) আহরৎ (উপনীতবান্)।

৩৯। অন্বয়ঃ ভগবান্ তং (সমুদ্রং) আহ যঃ অসৌ বালকঃ ত্বয়া মহতা ঊর্ম্মিণা ইহ (প্রভাস ক্ষেত্রে) গ্রস্তঃ আশু [সঃ] গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাং।

৩৮। মূলানুবাদঃ অতঃপর দুরন্ত বিক্রম মহারথ রামকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলে রথে আরোহণ করত প্রভাস ক্ষেত্রে মহাসমুদ্রের তটভূমিতে উপস্থিত হয়ে ক্ষণকাল তথায় উপবেশন করলেন। তৎকালে সমুদ্র তাঁদের আগমন বৃত্তান্ত জানতে পেরে পূজা-সম্ভার নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন।

৩৯। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণ সমুদ্রকে বললেন—এই প্রভাসে তুমি তরঙ্গদ্বারা যে বালককে আবৃত করে দিয়েছিলে, সেই মদীয় গুরুপুত্রকে সত্বর অবিকৃত অবস্থায় আমার হতে তুলে দেও।

৩৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ প্রভাসে মৃতম্ ইতি** - তীর্থযাত্রায় পিতামাতার সহিত সেখানে মহাশিবক্ষেত্রে গিয়ে বালকস্বভাবে জলে খেলতে থাকলে শঙ্খাসুরের দ্বারা গিলিত হওয়া হেতু মৃত, এরূপ বুঝতে হবে। জী০ ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রভাসে মৃতমিতি তত্র মহাশিবক্ষেত্রে বালতয়া জলে ক্রীড়তস্তস্য

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রভাসে মৃতম্ ইতি** - মহাশিবক্ষেত্র প্রভাসে বালকস্বভাবে জলে ক্রীড়ারত পুত্রকে শঙ্খাসুর গিলে ফেলায় মৃত। বি০ ৩৭।

শঙ্খাসুরেণ গ্রসনাদিতি জ্ঞেয়ম্। জী০ ৩৭ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তথেতি স্বীকৃত্যেত্যর্থঃ। অথানন্তরং সদ্য এবেত্যর্থঃ। মহারথৌ বীরপ্রবরৌ ইতি সর্ব্বায়ুধসাহিত্যাদিকমুক্তম্। দুরন্ত বিক্রমৌ অনন্ত পরাক্রমৌ, বেলাং সমুদ্রতীরং নিষেদতুরুপবিষ্টৌ, নিষীদতুরিতি পাঠস্ত্বার্ষঃ। অর্হণমমূল্যরত্নাদিকম্। জী০ ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ তথা ইতি** - 'তথাস্তু' বলে গুরুর কথা স্বীকার করত। **অথ** - অতঃপর, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎই। **মহারথৌ বীরপ্রবরৌ** - 'মহারথ ও বীরপ্রবর' এই দুটি বিশেষণের দ্বারা উক্ত হল, তারা দুভাই সর্ব আয়ুধে সজ্জিত হয়ে তথায় গেলেন। **দুরন্ত-বিক্রমৌ** - অনন্ত পরাক্রম দুভাই **বেলাং** - সমুদ্রতীরে **উপব্রজ্য** - গিয়ে **নিষীদতুঃ** - ক্ষণকাল বসলেন। - 'নিষেদতুঃ' ও আর্ষপ্রয়োগ 'নিষীদতুঃ' এই দুটি পাঠই দেখা যায়। **অর্হণং** - অমূল্য রত্নাদি। জী০ ৩৮ ॥

শ্রীসমুদ্র উবাচ।

ন চাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ।৪০।।

শ্রীশুকোক্তিঃ

তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ।]
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্।
তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ ।।৪১।।

৪০-৪১। **অন্বয়ঃ** শ্রীসমুদ্র উবাচ — [হে] দেব ! অহং [তব গুরু পুত্রং] ন অহার্ষং (ন হৃতবান্, কিন্তু) [হে] পঞ্চজনঃ মহান্ দৈত্যঃ [অহার্ষীৎ, তদেবাহ — সঃ] অসুরঃ অন্তজলচরঃ শঙ্খরূপধরঃ [আস্তে ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ]

[গুরুপুত্রঃ] নূনং (নিশ্চিতং) তেন (অসুরেণ) আহৃতঃ (অপহৃতঃ) আস্তে তৎ (বচনং) শ্রুত্বা প্রভুঃ সত্বরং জলং আবিশ্য (প্রবিশ্য) তম্ (অসুরং হত্বা [তস্য] উদরে অর্ভকং (গুরুপুত্রং) ন অপশ্যৎ। তদঙ্গপ্রভবং (তস্যপঞ্চজনস্য অঙ্গাৎ জাতং) শঙ্খং আদায় রথং আগমৎ।

৪০-৪১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীসমুদ্র বললেন — হে দেব ! আমি আপনার গুরুপুত্র হরণ করি নি। কিন্তু হে কৃষ্ণ মদীয় গভীর জলমধ্যে যে এক শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামক অসুরভাবাপন্ন মহাদৈত্য আছে, সেই নিশ্চয় হরণ করেছে। — এই কথা শুনে ঝটিতি সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে সেই অসুরকে হত্যা করত তার উদর মধ্যে ঐ শিশুকে দেখতে পেলেন না কৃষ্ণ। তখন তিনি ঐ পঞ্চজনের অঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করত রথে এলেন।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ভগবানিত্যৈশ্বর্য্যং প্রদর্শয়ন্নিত্যর্থঃ। অসৌ প্রকর্ষেণাবিকৃতশরীরত্বাদিনা দীয়তাম্, দেবত্বাত্তথা শক্তেরিতি ভাবঃ। ইহ প্রভাসে। জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ ভগবান্** — এই পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে, কৃষ্ণ ঐশ্বর্য দেখিয়ে সমুদ্রকে বললেন **প্রদীয়তাম্** — [প্র + দীয়তাম্] প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ অবিকৃত শরীরে ফিরিয়ে দেও, দেবতা বলে তোমার এ বিষয়ে শক্তি আছে, এরূপ ভাব। **ইহ** — এই প্রভাসে।

।।জী° ৩৯ ।।

৪০-৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সমুদ্র উবাচেতি ক্বচিদস্তি, ক্বচিন্ন, কিন্তু টীকাকৃদ্ভিস্তদ্বাক্যত্বেন ন স্পষ্টীকৃতং, ন চেতার্দ্ধকং, নৈবেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। দেব হে ক্রীড়াপরেতি তং সর্ব্বং জানন্নপি যদেবমাজ্ঞাপয়সি, সেয়মেকা তব ক্রীড়া ইতি ভাবঃ। অত্র দৈত্য ইত্যস্যৈব অসুর ইতি টীকা। অন্তরিত্যর্দ্ধকম্; আস্ত ইতি শেষঃ, অত্র 'আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ' ইত্যর্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ। এতদভাবে তূত্তরত্র প্রভুরিত্যধ্যাহার্য্যম্; কৃষ্ণেতি — সর্ব্বাকর্ষকশক্তিত্বাৎ তন্নিগ্রহস্তব তু ন দুষ্কর ইতি ভাবঃ। জলমিতি শ্রীশুকোক্তিঃ। আবিশ্য সঙ্ক্ষোভমন্তঃ প্রবিশ্য অর্ভকং তদস্থিরূপীত্যর্থঃ। তদ

ন্বেষণঞ্চ - যদ্যপ্যস্থীন্যপি প্রাপ্স্যামি, তদা গুরুপ্রসাদেন জীবয়িষ্যামীতি সমুদ্রং প্রতি লৌকিক-লীলাব্যঞ্জনার্থম্। একবচনাদেকাক্যেব শ্রীকৃষ্ণঃ প্রবিষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্, তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"ইত্যুক্তেঽন্তর্জলং গত্বা হত্বা পঞ্চজনং তু তম্। কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্যাস্থি-প্রভবং শঙ্খমুত্তমম্।" ইতি; তচ্চ রথরক্ষার্থং শ্রীবলদেবস্য তীরে স্থাপনাৎ। জী০ ৪০-৪১॥

৪০-৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** "সমুদ্র উবাচ' এই বাক্যে কোনও কোনও পাঠে আছে, কোনও কোনও পাঠে নেই, এই শ্লোকটি যে সমুদ্রের বাক্য, তা কিন্তু স্পষ্টরূপে বলেন নি টীকাকারগণ। শ্লোকের প্রথম চরণ 'ন চ' ইতি কোনও পাঠে, আবার কোনও পাঠে 'ন এব' ইতি। দেব—হে লীলাপর! এই সম্বোধনের ধ্বনি আমি হরণ করি নি, করেছে শঙ্খচূর দৈত্য। কিন্তু আপনি সব কিছু জেনেও যে এরূপ আদেশ করছেন, সে আপনার এক লীলা, এরূপ ভাব। দৈত্যঃ—এ শব্দটি শ্লোকে আছে, কিন্তু স্বামিপাদের টীকায় 'অসুর'। 'অন্তঃ' ইতি শ্লোকার্ধ শেষ 'আস্ত' দিয়ে (যা উহ্য)। — ৪১ শ্লোকে 'আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ' অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আপনার গুরুপুত্রকে ঐ দৈত্য অপহরণ করেছে, এরূপ কথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর'—এই শ্লোকার্ধ অধিক, কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়। —এর অভাবে কিন্তু পরে 'প্রভু' বাক্যটি আরোপ করণীয় ব্যাখ্যা কালে। হে কৃষ্ণ—এখানে এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, সর্ব-আকর্ষক শক্তি থাকা হেতু, শঙ্খচূড়কে নির্জিত করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নয়। — ৪১ শ্লোকে 'জলম্ ইতি' থেকে ৪৪ শ্লোকের 'করবাম কিং' পর্যন্ত শ্রীশুকের উক্তি। **আবিশ্য** – ক্ষোভের সহিত শঙ্খচূড়ের উদরে প্রবেশ করত গুরুপুত্রের অস্থিও **ন অপশ্যৎ** দেখতে পেলেন না কৃষ্ণ, এর জন্য অন্বেষণও করলেন - যদি অস্থিও পাই, তা হলে শ্রীগুরুপ্রসাদে জীইয়ে তুলব· সমুদ্রের সম্মুখে লৌকীক লীলা প্রকাশ করার জন্য। 'অপশ্যৎ' এই একবচন দেওয়ায় বুঝা যায় কৃষ্ণ একাকীই উদরে প্রবেশ করলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপই আছে, যথা "যমরাজ এরূপ বললে শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশ করত পঞ্চজন অসুরকে বধ করে তার অস্থি-প্রভব উত্তম শঙ্খ গ্রহণ করলেন।", আরও একা জল মধ্যে গেলেন, রথরক্ষার জন্য বলদেবকে তীরে স্থাপন হেতু।

৪০-৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পঞ্চজনোঽহার্ষীদিতি শেষঃ। স চ মহান্ মমাসাধ্য ইত্যর্থঃ। অন্তর্জলচর ইত্যত্রাস্তে ইতি শেষো জ্ঞেয়ঃ, "আস্তে তেনাহৃতো নূনং তৎ শ্রুত্বা সত্বরং প্রভু"রিতি পদ্যার্ধমধিকং ক্বচিদিতি বৈষ্ণবতোষণী, অত উত্তরত্রাপি প্রভুরিত্যধ্যাহার্যম্। রথমাগমদিতি রথং তত্রস্থং বলদেবং চ তীরে স্থাপয়িত্বৈব স্বয়মেকক এব কৃষ্ণঃ সর্বজ্ঞত্বাত্তত্র গুরুপুত্রাপ্রাপ্তিং জানন্নপি তদন্বেষণমিষেণ স্বীয়ং শঙ্খমানৈষীদিতি জ্ঞেয়ম্। তদঙ্গপ্রভবমিতি। চিন্ময়ত্বান্নিত্যস্যাপি পাঞ্চজন্যস্য জয় বিজয়বত্সুরত্বমিতি কেচিদাহুঃ। "ততঃ পঞ্চজনং হত্বা গ্রাহরূপং মহাসুরম্। তন্মধ্যস্থং স জগ্রাহ শঙ্খরত্নং হি যৎপুরে" তাবন্তীখণ্ডবচনদৃষ্ট্যা তদঙ্গমধ্যে প্রকর্ষেণ ভবঃ স্থিতির্যস্য তমিতি চ কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। বি০ ৪০-৪১।

৪০-৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সমুদ্র বলল **অহং ন চ আহর্ষম্**— আমি হরণ করি নি, পঞ্চজন নামক দৈত্য হরণ করেছে, সে এক মহাদৈত্য, তাকে নির্জিত করা আমার অসাধ্য।

ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্ ।
গত্বা জনার্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ ।৪২।
শঙ্খনির্হ্রাদনাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ ।
তয়োঃ সপর্য্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ।।৪৩।

৪২-৪৩। **অন্বয়ঃ** ততঃ সহলায়ুধঃ (বলরাম সহিতঃ) জনার্দনঃ যমস্য দয়িতাং (প্রিয়ং) সংযমনী নাম পুরীং গত্বা শঙ্খং প্রদধ্মৌ (ধ্বনয়ামাস)।

প্রজাসংযমনঃ (প্রজাশাসকঃ) যমঃ শঙ্খনিহাদং (শঙ্খধ্বনিম্) আকর্ণ্য তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্ (পরময়া ভক্ত্যা বর্দ্ধিততমাং) মহতীং সপর্য্যাং (পূজাং চক্রে কৃতবান্)।

৪২-৪৩। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর জনার্দ্দন বলরামের সহিত সংযমণী নামক যমের প্রিয় পুরীতে উপস্থিত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন। ঐ ধ্বনি শুনে প্রজাশাসক যমরাজ রামকৃষ্ণের মহাসমারোহে পূজা করালন একান্ত ভক্তিসহকারে।

---

৪০ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ'অন্তর্জলচর অসুরঃ' ৪১ শ্লোকের প্রথম চরণের 'আস্তে' পদটির সহিত অন্বয় করে ব্যাখ্যা হবে। 'আস্তে-প্রভুঃ' এই শ্লোকার্ধে কোথাও কোথাও অধিক দেখা যায়—ইহা বৈষ্ণবতোষণীর উক্তি।—অতত্রব এই অধিক শ্লোকার্ধ'র'প্রভুঃ' পদটি অনুসন্ধেয় পরপর ব্যাখ্যা কালে। **রথমাগম্য**—শঙ্খ নিয়ে রথে এলেন, যা সমুদ্রতটে রাখা হয়েছিল। সর্বজ্ঞ বলে সমুদ্রের ভিতরে যে গুরুপুত্র নেই, তা জেনেও বলদেবকে তটে দাঁড় করিয়ে রেখে গুরুপুত্র অন্বেষণ ছলে নিজের পাঞ্চজন্য শঙ্খ তুলে নিয়ে এলেন কৃষ্ণ, এরূপ বুঝতে হবে। **তদঙ্গপ্রভম্ শঙ্খম্**—পাঞ্চজন্য অসুরের অঙ্গজাত শঙ্খ—চিন্ময় হওয়া হেতু সেই পাঞ্চজন্যের অসুরত্ব প্রাপ্তি জয়বিজয়ের অসুরত্ব প্রাপ্তির মতই, ইহা কেউ কেউ বলে থাকেন। "অতঃপর জলজন্তুরূপী মহাসুর পঞ্চজনকে হত্যা করে তার দ্বারা পূর্বে 'গলাধঃকৃত শঙ্খ গ্রহণ করলেন কৃষ্ণ"—এই আবন্তীখণ্ডবচন-দৃষ্ট্যে **অদঙ্গপ্রভব**—ঐ অসুরের অঙ্গ মধ্যে উত্তমরূপে 'ভব' স্থিতি যাঁর, সেই শঙ্খ, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন। বি০ ৪০-৪১।

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তদঙ্গপ্রভবমিতি—তত্ত্বতো বিপ্রশাপাপেক্ষয়া[২] নিত্যপার্ষদেন শঙ্খেন দৈত্যত্বানুকরণাৎ জয়বিজয়বৎ[৩] অতএবেচ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে তু বাদ্যযোগ্যসূক্ষ্মাকারোইপ্যভবদিতি জ্ঞেয়ম্। অবন্তীখণ্ড-মতে তু—"ততঃ পঞ্চজনং হত্বা গ্রাহরূপং মহাসুরম্। তন্মধ্যস্থং স জগ্রাহ শঙ্খং গ্রস্তং হি যৎ পুরা।। তস্যোদরে যদা বালং নাপ্তবাংস্তং জনার্দনঃ। যমালয়গতং মত্বা তদা বরুণমব্রবীৎ ।। ভগবন্ যাদসামীশ রথো মে দীয়তাং মহান্। যেনাহং বিহিতাত্মা হি পশ্যেইহং সঙ্গরে যমম্।' পুরাজিরে হতা দৈত্যা দানবা বলগর্ব্বিতাঃ। ত্বয়া যেন রথেনাদ্য মহ্যং স দীয়তাং রথঃ।।' ইত্যাদি। দয়িতামিতি তত্র নিবাসনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ।।

জনার্দ্দনঃ সর্ব্বনিজজনাভীষ্টপূরকঃ। অতএব হলায়ুধেনাপি সহৈতন্নাম্না তস্য হলপ্রকটনমপি তদা জ্ঞেয়ম্। শঙ্খপ্রধ্বানানন্তরমবন্তীখণ্ডে হেবম্—'তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ কৃতান্তালয়বাসিনঃ। নরকান্তর্গতা মর্ত্ত্যাঃ পাপাচারপরায়ণাঃ॥ সুখমাপুঃ প্রশান্তাশ্চ বহবঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ। শস্ত্রাণি কুণ্ঠতাং প্রাপুর্যন্ত্রাণি বিবিধানি চ।' বিদীর্ণানি তদা ব্যাস বাসুদেবস্য দর্শনাৎ। অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপর্ণমজায়ত॥ রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা। অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমপাচকম্॥ শৃঙ্গাটকমশৃঙ্গাটং লোহসূচ্যাপাসূচিতাম্। জগাম জগতামীশে প্রাপ্তে তত্র জনার্দ্দনে॥ হস্তমাত্রতরা জাতা তদা বৈতরণী নৃণাম্। নরকান্তে তদা যাতে তত্র বিশ্বেশ্বরে বিভৌ॥ পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্ব্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ। পদমব্যয়মাসাদ্য দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তমোঽপহম্॥ বিমানাযুতসাহস্রৈরারূঢ়াস্তে সমন্ততঃ। সমীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষং মুক্তাস্তে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ততঃ শূন্যং মনের্জাতং সর্ব্বং নিরয়মণ্ডলম্। দর্শনাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বস্বরূপিণঃ॥' ইতি। প্রজাসংযমন ইতি ভয়ঙ্করত্বমুক্তং, সোঽপ্যত্র যুদ্ধঞ্চ সূচিতম্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—জিত্বা বৈবস্বতং যমম্' ইত্যুক্তেঃ। অবন্তীখণ্ডে বহুশো বর্ণিতম্।জী ৪২-৪৩॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তদঙ্গ প্রভমিতি** সেই শঙ্খচূড় অসুরে অঙ্গজাত (শঙ্খ)—তত্ত্বত বিপ্রশাপ অপেক্ষায় কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শঙ্খ দৈত্যভাব অনুকরণের দ্বারা শঙ্খচূড় নামক দৈত্য হলেন, বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয়বিজয় যেমন অসুরভাব অনুকরণে শিশুপাল দন্তবক্র হয়েছেন। অতএব এই শঙ্খ স্বেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণহস্তে বাদ্যযোগ্য ছোট আকারও হয়ে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। অবন্তীখণ্ড মতে এইরূপ,—"অতঃপর জলজন্তুরূপী মহাসুর পঞ্চজনকে হত্যা করত যে শঙ্খ, পর্বে তার গলাধঃকৃত হয়ে ছিল, তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার পেটের মধ্যে গুরুপুত্রকে না দেখতে পেয়ে যমালয়ে গিয়েছে মনে করে তখন বরুণদেবকে বললেন—হে জলাধিপতে, ভগবান! আমাকে উত্তম এক রথ প্রদান করুন, যাতে চড়ে প্রতিকারমনা আমি যুদ্ধে যমের মুখোমুখি হতে পারি। — যে রথে চড়ে পুরাকালে তুমি বলগর্বিতা দৈত্য-দানব বধ করেছিলে, আমাকে তুমি আজ সেই রথটা দিয়ে দাও।" এই যমপুরিতে গুরুপুত্রের নিবাস নিশ্চয় করা হেতু রথ চাইলেন।

জনার্দ্দন—নিজজনের সর্ব অভীষ্টপূরক। অতএব **সহলায় প্রঃ**—বলরামের সহিত 'যমপুরী গেলেন)।—বলরামের 'হল'ও প্রকাশ হল তৎকালে, এরূপ বুঝতে হবে। **শঙ্খনির্হ্রাদ**- শঙ্খধ্বনি। শঙ্খধ্বনির পরের অবস্থা অবন্তিখণ্ডে এরূপ বলা আছে, যথা—"সেই ধ্বনিতে ত্রস্তবাস্ত হয়ে উঠল যমালয়বাসীগণ। নরকান্তর্গত পাপাচারপরায়ণ জীবসকল সুখলাভ করল, বহু বহু শান্তিও লাভ করল কৃষ্ণদর্শন হেতু। তখন পাপী-নির্যাতন-অস্ত্রসকল জড়তা লাভ করল, আর বিবিধ যন্ত্রসকল খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। অসিপত্রবন ক্ষীণপত্র হয়ে পড়ল। রৌরব নামক নরক অরৌরব হয়ে পড়ল, এবং ভৈরব নামক নরক অভৈরব হল, কুম্ভিপাক নরক জীবকশক্তি হারাল। শৃঙ্গাটক নামক নরক তার শৃঙ্গাটক-ধর্মশূন্য হল। লোহসূচীনরক অসূচীতা প্রাপ্ত হল। জগদীশ্বর জনার্দন তথায় এলে বৈতরণী

উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্ ।
লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥৪৪॥

৪৪। **অন্বয়** ঃ অবনতঃ (নম্রসন্) সর্বভূতাশয়ালয়ং কৃষ্ণং উবাচ [হে লীলামনুষ্য ! য়োর্বিষ্ণো। যুবয়োঃ কিং করবাম।

৪৪। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর যমরাজ প্রণত হয়ে সর্বভূতের হৃদয়বাসী কৃষ্ণকে বললেন — হে লীলামনুষ্য বিষ্ণো ! আপনাদের কি সেবা করব, তা আজ্ঞা করুন।

নদী হস্তমাত্র পরিমিত হল। নরকান্ত বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণ তথায় গেলে পাপক্ষয় হওয়ায় সমস্ত নারকী নরক থেকে বিমুক্ত হল অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করল। এবং তমো-নাশক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তারা সকলে অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়ে শতসহস্র দেবরথে চড়ে বসল। পদ্মলোচন কৃষ্ণকে দর্শন করত তারা সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত হল। একারণে হে মুনে! বিশ্বরূপী দেবদেব কৃষ্ণকে দর্শন ফলে সমস্ত নরক শূন্য হয়ে গেল শঙ্খধ্বনি শুনে **প্রজা সংযমন** — প্রজা শাসক (যম) : এই বাক্যে ভয়ঙ্করত্ব উক্ত হল। কৃষ্ণও এখানে ভয়ঙ্কররূপেই বর্তমান — এখানে এই 'প্রজা সংযমন' বাক্যের মধ্যে যুদ্ধের ব্যঞ্জনা আছে, ধরা যায়, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'বৈবস্বত যমকে জয় করে' এরূপ উক্তি থাকা হেতু। অবন্তীখণ্ডেও ইহা বহুবহু বর্ণিত। ॥ জী০৪২-৪৩ ॥

৪২ ৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ শঙ্খং প্রদধ্মাবিতি তদ্ধ্বনিং শ্রাবয়িত্বা সর্বানেব নারকান্ জীবান্ কৃপাসিন্ধুঃ সংসারাদুদ্ধারেত্যবন্তীখণ্ডদৃষ্টম্। যথা—"অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপত্রমজায়ত। রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা। অভৈরবং বৈরবাখ্য কুম্ভীপাকমপাচক"মিত্যাদ্যন্তে চ "পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ। পদমব্যয়মাসাদ্যে" ত্যাদিনা। বৈকুণ্ঠঞ্চ তান্ প্রস্থাপয়ামাসেত্যপি দৃষ্টম্।

৪২-৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ — শঙ্খ বাজালেন,—সেই ধ্বনি শুনিয়ে নরকের সকল জীবকে সংসার থেকে উদ্ধার করলেন কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণ। অবন্তীখণ্ডে এরূপই দেখা যায়, যথা—"অসিপত্র বনের পত্র শুকিয়ে গেল। রৌরব নামক নরক অরৌরব হয়ে পড়ল, এবং ভৈরব নামক নরক অভৈরব হল। কুম্ভিপাকনরক জারণশক্তি হারাল, এইরূপে নরকের আদি-অন্ত নরকের জীবের পাপক্ষয় হেতু সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করল। — তাদের যে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন, তাও দৃষ্ট হয়।বি০ ৪২-৪৩।

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ সর্বেতি—তস্য তত্র নিষ্কপটতামপি জানন্তমিত্যর্থঃ। বিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেন বিশ্বপ্রভো ইত্যাত্মনস্তৎসেবকত্বং সূচিতম্ লীলাপ্রধানমনুষ্যাকারয়োর্লীলামনুষ্য হে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, কিন্তু লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণ্বোরিতি পাঠঃ স্বামিসম্মতো লক্ষ্যতে, একসম্বোধনস্যাগ্রত এব বৎসেত্যত্র করিষ্যমাণসমাধানত্বাৎ। কিং করবাম তদাজ্ঞাপয়েতি শেষঃ। জী০ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ সর্বভূতাশয়ালয়ম্ কৃষ্ণং — সর্বভূতের হৃদয়বাসী কৃষ্ণকে। সর্বভূতের হৃদয়েই কৃষ্ণ বাস করেন, এ বিষয়ে কাউকে বঞ্চিত করেন না তিনি, এরূপ বুঝতে হবে। হে বিষ্ণো - বিষ্ণুর ব্যাপকতা গুণ থাকায় এখানে 'বিষ্ণু' শব্দে বিশ্বপ্রভু, এইরূপে যমের নিজের

শ্রীভগবানুবাচ।

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজ-কর্ম-নিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥৪৫॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] মহারাজ, মাচ্ছাসন পুরস্কৃতঃ নিজংকর্মনিবন্ধনং [যস্য তং] ইহ (তব পুরে) আনীতং গুরুপুত্রং আনয়স্ব।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ বললেন—হে যমরাজ, আপনি আমার আজ্ঞা সম্মান করত নিজকর্মনিবন্ধন যমপুরে আনীত মদীয় গুরুপুত্রকে সশরীরে এখানে নিয়ে আসুন।

কৃষ্ণসেবকত্ব সূচিত হল। কোথাও পাঠ 'লীলাপ্রধানমনুষ্যাকারয়োঃ' দ্বিবচনান্ত পাঠ থাকায় অর্থ হবে লীলাপ্রধান মনুষ্যাকার রামকৃষ্ণ। কোথাও পাঠ 'লীলামনুষ্য' এতে অর্থ হবে লীলামনুষ্য কৃষ্ণ—কিন্তু এই লীলামনুষ্য পাঠই স্বামিসম্মত বলে লক্ষিত হয়—কারণ ৪৭ শ্লোকের 'বৎস' পদের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ বলেছেন, কৃষ্ণের প্রাধান্য থাকায় এক তাকেই সম্বোধন। **কিং করবাম**—কি করব, তা আজ্ঞা করুন। জী০ ৪৪ ॥

৪৪। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** "লীলামনুষ্যয়ো র্বিষ্ণোরীতি লীলামনুষ্য হে বিষ্ণো" ইতি চ পাঠদ্বয়ম্॥ বি০ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কোথায় পাঠ 'লীলামনুষ্য বিষ্ণু' আবার লীলামনুষ্য হে বিষ্ণু। বি০ ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নিজং কর্ম্ম প্রারব্ধলক্ষণং নিবন্ধনমবশ্যভোগ্যং যস্য তথা-ভূতমপি; হে মহারাজেতি তদত্যন্তাতিক্রমমভিপ্রেত্য কৃপয়া তৎপ্রোৎসাহনায় সাদরং সম্বোধনম্। মদাজ্ঞানুবর্ত্তী সন্নয়ং ভাবঃ। প্রারব্ধস্যাবশ্যকত্বং মদাজ্ঞয়ৈব, অধুনা চ গুরুপুত্রানয়নং মদাজ্ঞয়ৈব, কিন্তু বিশিষ্য সাক্ষান্ময়া ক্রিয়মাণত্বাদিয়মেব বলবতীতি। জী০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** নিজ-কর্ম-প্রারব্ধ—নিজের প্রারব্ধলক্ষণ কর্ম যার পক্ষে অবশ্য ভোগ্য, তদ্রূপ হলেও (গুরুপুত্রকে) এখানে নিয়ে এস! **হে মহারাজ**—এতে যমের পক্ষে অতিশয় নিয়ম লঙ্ঘন হয়ে পড়বে' এরূপ মনে করে তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সাদরে এই সম্বোধন, এখানে ভাব হল, আমার আজ্ঞার অনুবর্তী হয়েই কর। প্রারব্ধভোগের আবশ্যতা আমার আজ্ঞাতেই, অধুনা গুরুপুত্র আনায়নও আমার আজ্ঞাতেই। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ হল, এই আজ্ঞা সাক্ষাৎভাবে আমার দ্বারা করা হেতু, ইহাই বলবতী। জী০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিজং কর্মপ্রারব্ধলক্ষণমবশ্যভোগ্যং যস্য তথাভূতমপি। 'মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীত'- মিত্যেকাদশোক্তেঃ তেনৈব শরীরেণৈব যুক্তমিতি টীকা ব্যাখ্যানাচ্চ মচ্ছাসনেতি মদাজ্ঞা পুরস্কারেণানয়তস্তব কো দোষ ইতি ভাবঃ। বি০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নিজকর্ম—নিজের প্রারব্ধলক্ষণ কর্ম যার পক্ষে অবশ্য ভোগ্য, তদ্রূপ হলেও) সেই গুরুপুত্রকে এখানে নিয়ে এস। "যিনি যমলোকেনীত গুরুপুত্রকে সশরীরে

তথেতি তেনোপানীতং গুরু-পুত্রং যদূত্তমৌ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়ঃ ৪৬। যদূত্তমৌ তেন (যমরাজেন) তথা ইতি (তথাস্তু ইতিউক্ত্বা) উপানীতং (সমীপানীতং) গুরুপুত্রং স্বগুরবে দত্ত্বা ভূয়ঃ (পুনরপি) বৃনীষ্বইতি তম্ উচতুঃ।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** যমরাজ 'তথাস্তু' বলে গুরুপুত্রকে রামকৃষ্ণের নিকট নিয়ে এলেন। নিকটে আনীত গুরুপুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিজ গুরুর হাতে সমর্পণ করত রামকৃষ্ণ পুনরায় তাঁকে অন্য বর নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন।

পুনরায় আনায়ন করেছিলেন'—(শ্রীভা॰ ১১।৩১।১২)। একাদশে এরূপ উক্তি থাকা হেতু সেই পূর্বের শরীরেই নিয়ে এলেন, এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত,—স্বামিপাদের টীকা-ব্যখ্যাতেও সশরীরে নিয়ে আসবে কথাই আছে। **মচ্ছাসন পুরস্কৃতঃ**—আমার আজ্ঞার সম্মানেই নিয়ে এস, এতে তোমার কি দোষ এরূপ ভাব। বি॰ ৪৫।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** তথেত্যুক্ত্বা তেন যমেন উপ সমীপে আনীতং গুরুপুত্রমিতি যাদৃশো মৃতস্তাদৃশতচ্ছরীরকমেবেত্যর্থঃ। অবন্তীখণ্ডেঽপ্যুক্তম্—'তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্তু পুত্রঃ সান্দীপনেস্তদা। সসর্জ্জ বালরূপঞ্চ তদুন্মানং তদুদ্ভবম্। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥' ইতি। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা প্রভাবেণৈবেতি জ্ঞেয়ম্, মচ্ছাসন পুরস্কৃত ইত্যনেনৈব ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ। যতো বক্ষ্যতে একাদশে (৩১।১২)—'মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং, ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্' ইতি। তত্র তেনৈব শরীরেণেতি তট্টীকা চ, অতস্তৎপ্রভাব এব হি বিবক্ষিত ইতি; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—তং পাঞ্চজন্যমাপূর্য্য গত্বা যমপুরীং হরিঃ। বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্॥ তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বং শরীরিণম্। পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণো বলশ্চ বলিনাং বরঃ॥' ইতি। অত্র যাতনাসংস্থমিতি প্রাচীনাবস্থোক্তা, সর্ব্বেষাং যাতনাশান্তেঃ। অস্য বৈকুণ্ঠাগমনন্তু ভগবদিচ্ছয়া, অথ সমুদ্রাহৃতঞ্চ রত্নাদিকং তস্মৈ দত্তমিতি জ্ঞেয়ম্, তথা চ শ্রীহরিবংশে—'ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রং তদ্রূপবয়সং তদা। প্রাদাৎ কৃষ্ণঃ প্রতীতাত্মা সহ রত্নৈরুদারধীঃ॥' ইতি। স্ব শব্দেন গুরৌ মহাভক্তির্বোধ্যতে; অতঃ পরামপি দক্ষিণাং বৃণীষ্বেতি ভূয়ঃ পুনরূচতুঃ, তচ্চ যুক্তমেবেত্যাশয়েনাহ—যদূত্তমাবিতি। তাদৃশসদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থং যদুকুলেঽবতীর্ণত্বাদিত্যর্থঃ॥ জী॰ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** তথা ইতি—'তথাস্তু' বলে তেন—যমের দ্বারা গুরুপুত্র কৃষ্ণসমীপে আনীত হল—দেহের যে অবস্থায় মরেছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই,—অবন্তীখণ্ডে এরূপই উক্ত আছে, যথা—"কৃষ্ণের সেই কথা শুনে ধর্মরাজও গুরু সান্দীপনিমুনির সেই পুত্র থেকেই উদ্ভূত, সেই আকার-সৌন্দর্য বিশিষ্ট বালরূপ সৃজন করলেন যমরাজ—এই কর্ম দেখতে থাকা দেবতাগণের নিকট ইহা আশ্চর্য বলে মনে হল। এও কৃষ্ণ-আজ্ঞা প্রভাবেই, এরূপ বুঝতে হবে—পূর্বশ্লোকের 'আমার

শ্রীগুরুরুবাচ।

সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে॥ ৪৭॥

৪৭। **অন্বয়ঃ** [হে] বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ (গুরুদক্ষিণা) সম্যক্ সম্পাদিতঃ, যুষ্মদ্বিধগুরোঃ (যুষ্মদ্বিধয়োগুরোঃ মম) কামানাং [মধ্যে] কোনু (কামঃ) অবশিষ্যতে।

৪৭। **মূলানুবাদ ঃ** গুরু বললেন -- হে বৎস। তোমাদের কর্তৃক গুরুদক্ষিণা পরিপূর্ণ রূপেই প্রদত্ত হয়েছে। তোমাদের মতো জনদের গুরু আমার কামনার মধ্যে কি-ই বা অপূর্ণ থাকতে পারে?

আজ্ঞা সম্মান করে নিয়ে এস' এরই দ্বারা ক্রোড়ীকৃত হওয়া হেতু। যেহেতু একাদশে (৩১।১২) শ্লোকে বলা হয়েছে—"শরণাগত পালক, যিনি যমলোকে নীত গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় আনায়ন করেছিলেন, এবং ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে রক্ষা করেছিলেন।"—শ্রীস্বামিপাদের টীকা ব্যাখ্যাতেও সশরীরে নিয়ে আসার কথাই আছে।—অতএব কৃষ্ণপ্রভাবই বক্তব্য এই বালক সৃষ্টি বিষয়ে।— শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেরূপই আছে, 'বলবান্ কৃষ্ণ বলরাম বৈবস্বত যমকে জয় করলেন—অতঃপর পাঞ্চজন্য বাজিয়ে যমপুরীতে গিয়ে যাতনা-শেষ হওয়া, যথাপূর্ব দেহা বালককে তার পিতার হাতে প্রদান করলে বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবলরাম—এখানে 'যাতনা সংস্থম্' এই বাক্যে পিতৃগৃহে থাকাকালীন অবস্থা উক্ত হল—কৃষ্ণ আগমনে সকলেরই যাতনা শান্তি হেতু। কেউ কেউ বলে থাকেন কৃষ্ণেচ্ছায় ঐ গুরুপুত্রের তৎকালে বৈকুণ্ঠ গমন হয়েছিল। সমুদ্রের থেকে আহরণ করা রত্নাদিই গুরুকে প্রদত্ত হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। শ্রীহরিবংশেও সেরূপই আছে, যথা "হর্ষমনা উদারধী কৃষ্ণ অতঃপর মৃত্যুকালের বয়স ও রূপবিশিষ্ট পুত্রকে নিজগুরু সান্দীপনিকে দিলেন রত্নের সহিত।" **স্বগুরবে**—এখানে 'স্ব' শব্দে গুরুর মহাভক্তিকে বুঝানো হল। রামকৃষ্ণ **ভূয়ো**—পুনরায় বললেন, হে গুরুদেব অতঃপর **বৃণীষ্বেতি**—অন্য কোনও দক্ষিণা প্রার্থনা করুন্—এও যুক্তিসঙ্গতই বটে, এই আশয়েই বলা হয়ে **যদুত্তমৌ**—যদুশ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ধর্মপ্রচারার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হওয়া হেতু॥ জী০ ৪৬॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বৎসেতি—স্নেহবিশেষাৎ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তথা সম্বোধনম্। যুষ্মদ্বিধানামপি, কিমুত যুবয়োর্গুরোরিত্যর্থঃ॥ জী০ ৪৭।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ বৎসইতি**—স্নেহবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তথা সম্বোধন। **যুষ্মদ্বিধানামপি** তোমাদের মতো জনদের গুরুরই কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না, তোমাদের গুরুর কোন কামনাই যে অপূর্ণ থাকে না, এতে আর বলবার কি আছে॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যুষ্মদ্বিধানামপি গুরোঃ কিমুত যুবয়োগুরোর্মম কামানাং নানাবিধানাং মধ্যে কঃ কামঃ॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীগুরু বললেন **যুষ্মদ্বিধগুরুঃ**—তোমাদের মতো মহৎ জনদেরই কোন্ বাসনা বা অপূর্ণ থাকে? তোমাদের গুরু আমার যে অপূর্ণ থাকবে না, এ আর বলবার কি আছে॥ বি০ ৪৭॥

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্তির্ব্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তিহ পরত্র চ ॥৪৮॥
গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জন্য-নিনদেন বৈ ॥৪৯॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** হে বিরৌ! স্বগৃহং গচ্ছতং বাং (যুবয়োঃ) পাবনী কীর্তি অস্তু। ছন্দাংসি (বেদাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) পরত্র চ (পরজন্মনি চ) অযাতযামানি (সদা প্রকাশিতানি) ভবন্তু।

৪৯। **অন্বয়ঃ** তাত (হে তাত পরীক্ষিৎ) গুরুণা এবং অনুজ্ঞাতৌ অনিলরংহসা (বায়ুবদ্-বেগশালিনা) পর্জন্য নিনদেন রথেন স্বপুরং আয়াতৌ বৈ।

৪৮। **মূলানুবাদঃ** হে বীরদ্বয়, এখন তোমরা মথুরায় স্বগৃহে গমন কর। তোমাদের লোকপাবনী কীর্তি হউক। এবং ইহ জন্মে ও পরজন্মে অধীত বেদসকল সর্বদা স্ফুরিত হউক।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** হে তাত পরীক্ষিৎ! গুরু সান্দীপনি কর্তৃক অনুজ্ঞাত রামকৃষ্ণ বায়ুর ন্যায় বেগগামী ও মেঘবৎ শব্দায়মান রথে আরোহণ করত স্বগৃহে গমন করলেন।

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স্বগৃহ ইতি যদ্যপ্যেতন্মদ্গৃহমপি যুবয়োরেব গৃহং তথাপি তত্র কেবল নিজাভিমানাৎ স্বীয়ে মাথুরগৃহে ইত্যর্থঃ। স্বগৃহমিতি পাঠ ক্বচিৎ। হে বীরাবিতি তাদৃশ-দানাত্তাদৃশশৌর্য্যাচ্চ। ততস্তদাদীন্ প্রণম্য গচ্ছন্তাবাশিষাভিনন্দয়তি—কীর্ত্তিরিতি। জী০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ স্বগৃহ ইতি**—যদিও আমার ঘরও তোমদেরই ঘর, তথাপি মথুরায় বসুদেবের গৃহে কেবল নিজ অভিমানহেতু যাও। কোথাও কোথাও 'স্বগৃহং' পাঠও দেখা যায়। **হে বীরৌ**—হে বীর রামকৃষ্ণ—তাদৃশ দান এবং শৌর্য হেতু বীর সম্বোধন। জী০ ৪৮॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** গুরুণৈবমনুজ্ঞাতাবিতি। অনুজ্ঞাতৌ স্বগুরুণেতি চ পাঠদ্বয়ম্। স্বপুরমিতি তত্র মমতয়া স্নেহো দর্শিতঃ, অতএবানিলরংহসেতি শীঘ্রাগমনম্, অনিল-রংহস্ত্বাদেব; পর্জন্যো গর্জ্জমেঘস্তদ্বন্নিনদো যস্য তেন; অতো বিদূরাদেব তচ্ছব্দ-শ্রবণেন সর্ব্বেঽভিজগ্মুরিতি জ্ঞেয়ম্। হে তাতেতি প্রহর্ষাৎ। জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পাঠ দু-প্রকার দেখা যায়, যথা—'গুরুণৈবমনুজ্ঞা-তাবিতি' এবং 'অনুজ্ঞাতৌ সগুরুণেতি'। **স্বপুরম**—নিজ পুরীতে, এখানে মমতায় 'স্ব' শব্দ প্রয়োগে ঐ পুরীর প্রতি স্নেহ দর্শিত হল। অতএব 'অনিলরংহসা' বাতাসের মতো বেগবান রথে, তাই শীঘ্র এসে পৌঁছে গেলেন। **পর্জন্যঃ**—গর্জনশালী মেঘের মতো শব্দায়মান রথে এলেন, তাই দূর থেকেই সেই শব্দশ্রবণে সকলেই তার নিকটে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **হে তাত**, আনন্দের উদয়ে শুক-দেব পরীক্ষিত মহারাজকে 'তাত' বলে সম্বোধন করলেন। জী০ ৪৯॥

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা রাম-জনার্দনৌ।
অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে গুরুপুত্রানয়নং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

৫০। **অন্বয়ঃ** বহ্বহানি (বহুনি দিনানি ব্যাপ্য) অপশন্ত্যো (রামকৃষ্ণৌ অদৃষ্টবত্যঃ) সর্বাঃ প্রজাঃ রাম-জনার্দনৌ দৃষ্ট্বা নষ্টলব্ধধনাঃ ইব সমনন্দন্ (আনন্দিতাঃ বুভূবুঃ)।

৫০। **মূলানুবাদঃ** বহুদিনের অদর্শনে সন্তপ্ত মথুরার প্রজাসকল রামকৃষ্ণকে দর্শন করে হারানো ধন পাওয়ার মতো আনন্দে অধীর হলেন।

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সর্বাঃ পৌর্য্যো জনপদ্যশ্চ। তত্র জানপদ্যঃ কাশ্চিৎ পথি দৃষ্ট্বা কাশ্চিচ্চ পুর্য্যামাগতাঃ সত্য ইতি জ্ঞেয়ম্। তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে—'ততঃ প্রত্যুত্থিতাঃ সর্বে যাদবা যদুনন্দনৌ। সবলা হৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমাঃ॥ শ্রেণ্যঃ প্রকৃতয়শ্চৈব মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ। সবালবৃদ্ধা সা চৈব পুরী সমভিবর্ত্তত॥ নন্দিতূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত তুষ্টবশ্চ জনার্দ্দনম্। রথ্যাঃ পতাকা মালিন্যো রাজন্তে স্ম সমন্ততঃ॥ প্রহৃষ্টমুদিতং সর্ব্বমন্তঃপুরমশোভত। গোবিন্দাগমনেঽত্যর্থং যথৈবেন্দ্রমখে তথা॥ মুদিতাশ্চাপ্যগায়ন্ত রাজমার্গেষু গায়নাঃ। জয়াশীঃপ্রথিতা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করাঃ॥ গোবিন্দরামৌ সংপ্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ লোকবিশ্রুতৌ। স্বে পুরে নির্ভয়াঃ সর্ব্বে ক্রীড়ন্তি সহ বান্ধবৈঃ॥ ন যত্র কশ্চিদ্দীনো বা মলিনো বাবিচেতনঃ। মথুরায়ামভূদ্রাজন্ গোবিন্দে সমুপস্থিতে॥ বয়াংসি সাধুবাক্যানি প্রহৃষ্টা গো-হয়-দ্বিপাঃ। নরনারীগণাঃ সর্ব্বে ভেজিরে মনসঃ সুখম্॥ শিবাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্বিরজস্কা দিশো দশ। দৈবতানি প্রহৃষ্টানি সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ॥ যানি লিঙ্গানি লোকস্য বভুঃ কৃতযুগে পুরা। তানি সর্ব্বাণ্যদৃশ্যন্ত পুরীং প্রাপ্তে জনার্দ্দনে॥' ইতি॥ জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** সর্বা—মথুরা শহরের এবং আশ-পাশ গ্রামের লোক সকলেই দর্শন করলেন রামকৃষ্ণকে, এর মধ্যে গ্রামের লোক কেউ কেউ পথে দর্শন করলেন, কেউ কেউ আবার সহরে আগত হয়ে দর্শন করলেন। এরূপ বুঝতে হবে। বহুদিন দর্শন-সুখে বঞ্চিত জনেরা নষ্টলব্ধ ধন পাওয়া লোকের মতো পরমানন্দে মত্ত হলেন। —এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পরম উৎকণ্ঠায় প্রীতির সহিত দর্শন বুঝানো হল, অতএব পরমানন্দ হল তাঁদের। এর বিশেষ শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যথা—

অতঃপর রামকৃষ্ণ মথুরানগরে ফিরে আসামাত্র যাদব সকল তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উগ্রসেনকে সম্মুখে করে হৃষ্টমনে সসৈন্যে তৈলিক তাম্বুলিক, প্রজা, মন্ত্রী, পুরোহিত সহ, সবাল বৃদ্ধ তাঁরা সকলে এসে রামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হলেন। আহ্লাদজনক জয়ঢাক, রামশিঙা সকল বাজতে লাগল জনার্দনের তুষ্টি বিধানে। পতাকা মালাধারী রথারোহী জনেরা চতুর্দিকে বিরাজমান হল। প্রহৃষ্ট-

মুদিত অন্তঃপুর সকল শোভা পেতে লাগল। ইন্দ্রমহোৎসবে যেমন সকলে অতিশয় আনন্দিত হয়, সেই-রূপ গোবিন্দ-আগমনে সকলে মহানন্দে মত্ত হলেন। যাদবগণের হিতকারী গায়করা পরমানন্দিত হয়ে জয়-আশীর্বাদ-সূচক বিখ্যাত গাথাসকল গাইত লাগলেন। লোকবিখ্যাত গোবিন্দ-রাম দু ভাই নিজ মথুরায় এসে গেলে পুরবাসিগণ সকলে নির্ভয়ে সবান্ধবে হেসে খেলে বেড়াতে লাগল। এ পুরীতে দৈন্য-মলিনতা কিছু থাকল না। পক্ষিগণ মধুর মধুর কথা বলতে লাগল। গো-অশ্ব, বন্যজন্তুরা এবং নর-নারীগণ সকলেই মনোসুখ লাভ করল। সুখস্পর্শ নির্মল বায়ু দিকে দিকে বইতে লাগল। দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হয়ে মহা আনন্দে অধীর হল। কৃষ্ণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করলে সত্যযুগের চিহ্ন সকল প্রকাশ পেল।" জী০ ৫০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নুপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
পঞ্চচত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।